গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
অপারেশন-৩ শাখা
www.emrd.gov.bd

স্মারক নং-২৮.০০.০০০০.০৩০.২২.০০৩.১৭-১১৮৯

তারিখ : ১০ ভাদ্র ১৪২৬ / ২৫ আগস্ট ২০১৯

বিষয়: "গ্যাস বিপণন বিধিমালা, ২০১৯" এর খসড়ার উপর মতামত প্রদান।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, "গ্যাস বিপণন বিধিমালা, ২০১৯" এর খসড়া প্রণয়নপূর্বক জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ওয়েবসাইটে (**www.emrd.gov.bd**) প্রকাশ করা হয়েছে। উক্ত খসড়া বিধিমালা চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের মতামত প্রয়োজন।

২। এমতাবস্থায়, "গ্যাস বিপণন বিধিমালা, ২০১৯" এর খসড়ার উপর ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে মতামত প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মতামত পাওয়া না গেলে বিধিমালার উপর কোন মতামত নেই মর্মে বিবেচনা করা হবে।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে (ছিয়াত্তর পৃষ্ঠা)

(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
সহকারী সচিব
ফোন : ৯৫৪০৩৬০
e-mail: emrdop2@gmail.com

**বিতরণ** (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। সিনিয়র সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সিনিয়র সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৩। সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৪। সিনিয়র সচিব, সেতু বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৫। সিনিয়র সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬। সিনিয়র সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭। সিনিয়র সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮। সিনিয়র সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯। সিনিয়র সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০। সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১। সচিব, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২। সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৩। সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, আগার গাঁও, শেরে-ই-বাংলানগর, ঢাকা।
১৪। সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৫। সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, শেরে-ই-বাংলানগর, ঢাকা।
১৬। সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৭। সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৮। সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৯। সচিব, পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২০। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২১। সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২২। সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাক।
২৩। সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৪। সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পূর্ব পৃষ্ঠার পর হতে

২৫। সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৬। সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৭। সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৮। সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, আগার গাঁও, শেরে-ই-বাংলানগর, ঢাকা।
২৯। সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, আগার গাঁও, শেরে-ই-বাংলানগর, ঢাকা।
৩০। সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩১। সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩২। সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৩। সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৪। সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৫। সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, মতিঝিল, ঢাকা।
৩৬। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৭। সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ইস্কাটন, ঢাকা।
৩৮। সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, আগার গাঁও, শেরে-ই-বাংলানগর, ঢাকা।
৩৯। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪০। সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা।
৪১। সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪২। সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, আগার গাঁও, শেরে-ই-বাংলানগর, ঢাকা।
৪৩। সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪৪। সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪৫। সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪৬। সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবারয়, ঢাকা।
৪৭। সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪৮। সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪৯। সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫০। সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫১। সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫২। সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫৩। সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সদয় জ্ঞাতার্থে অনুলিপি:

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা/মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
২। চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা, কাওরান বাজার, ঢাকা।
৩। সচিবের একান্ত সচিব (উপসচিব), জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, ঢাকা।
৪। সিস্টেমস এনালিস্ট, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ (খসড়া বিধিমালা এ বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
৫। অতিরিক্ত সচিব (অপারেশন) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, ঢাকা।
৬। যুগ্মসচিব (অপারেশন) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, ঢাকা।
৭। উপসচিব (অপারেশন-২ অধিশাখা) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
অপারেশন-৩ শাখা
www.emrd.gov.bd

(বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন এবং ইহার আওতাধীন বিতরণ কোম্পানিসমূহ)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: -------------, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/----------------, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

**এস.আর.ও. নং--------------, আইন/২০১৯।** বাংলাদেশ গ্যাস আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৪০ নং আইন) এর ধারা ২৮ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, কমিশনের সহিত আলোচনাক্রমে, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:-

## প্রথম অধ্যায়
## প্রারম্ভিক

১। **শিরোনাম ও প্রবর্তন।**-(১) এই বিধিমালা গ্যাস বিপণন বিধিমালা, ২০১৯ নামে অভিহিত হইবে।
(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।** বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে এই বিধিমালায়,-

(১) **"অধিভুক্ত এলাকা"** অর্থ গ্যাস বিতরণ ও বিপণনের জন্য লাইসেন্সীকে অর্পিত কোনো ভৌগোলিক এলাকা;

(২) **"কোম্পানি"** অর্থ কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীন গঠিত এবং নিবন্ধিত বা পরিচালিত কোন কোম্পানি, যাহা পেট্রোবাংলার নিয়ন্ত্রণাধীন তিতাস গ্যাস টিএন্ডডি কোম্পানি লিমিটেড, বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড, জালালাবাদ গ্যাস টিএন্ডডি সিস্টেম লিমিটেড, কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড, পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড, সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড বা গ্যাস বিতরণ ও বিপণন কাজের জন্য ভবিষ্যতে সৃষ্ট বা প্রতিষ্ঠিত কোন কোম্পানি যাহা উহার অধিভুক্ত এলাকায় গ্যাস বিতরণ ও বিপণন এবং গ্যাস সংযোগ সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পন্নের নিমিত্ত বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন কর্তৃক লাইসেন্স বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত;

(৩) **"গ্যাস সরবরাহ"** অর্থ পাইপলাইন, সিলিন্ডার, যানবাহন, বার্জ, জলযান, গ্যাসাধার বা অন্য কোন মাধ্যমে গ্রাহককে গ্যাস বিতরণ বা সরবরাহ;

(৪) **"গ্যাস সরবরাহ চুক্তি"** অর্থ গ্যাস বিতরণকারী, সরবরাহকারী, বিপণনকারী বা বিক্রেতা এবং গ্রাহকের মধ্যে সম্পাদিত কোন চুক্তি;

(৫) **"গ্রাহক"** অর্থ গ্যাস বিতরণকারী, সরবরাহকারী বা বিপণনকারী কোম্পানির পক্ষে কোন ব্যক্তির সহিত এই বিধিমালার অধীন এবং চুক্তিতে বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে গ্যাস ক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে কোন চুক্তি সম্পাদনকারী ব্যক্তি হিসাবে গ্যাস ব্যবহারকারী অথবা অন্য কোনভাবে প্রকৃত গ্যাস ব্যবহারকারী;

(৬) **"ধ্বংসাত্মক বা নাশকতামূলক কার্যকলাপ"** অর্থ যে কোনভাবে গ্যাস শিল্প ও সম্পদের ক্ষতিসাধন বা স্বাভাবিক গ্যাস পরিচালন কার্যক্রম বাধাগ্রস্তকরণ বা বাধাগ্রস্ত করিবার প্রচেষ্টা গ্রহণ;

(৭) **"পাইপলাইন"** অর্থ গ্যাস সঞ্চালন, বিতরণ, সরবরাহ বা বিপণনের লক্ষ্যে অনুমোদিত পাইপলাইন এবং কম্প্রেসার, যোগাযোগ যন্ত্রপাতি, মিটার, চাপ নিয়ন্ত্রক, পাম্প, ভাল্ভ এবং উহা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য যাবতীয় সরঞ্জামাদি ও যন্ত্রাংশ;



R

(৮) **"প্রাকৃতিক গ্যাস (Natural Gas)"** অর্থ প্রাকৃতিকভাবে গ্যাসীয় অবস্থায় প্রাপ্ত হাইড্রোকার্বন, হাইড্রোকার্বনের মিশ্রণ অথবা তরল, বাষ্পীভূত বা সংযুক্ত অবস্থায় প্রাপ্ত গ্যাস, যাহার সহিত নিম্নবর্ণিত বা অন্য কোন অজৈব এক বা একাধিক পদার্থ মিশ্রিত থাকিতে বা না থাকিতে পারে,-

(অ) হাইড্রোজেন সালফাইড;

(আ) নাইট্রোজেন;

(ই) হিলিয়াম;

(ঈ) কার্বন-ডাই-অক্সাইড;

(৯) **"ব্যক্তি"** অর্থ কোনো ব্যক্তি, কোম্পানি, সমিতি ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা অন্যবিধ অংশীদারি কারবারি সংস্থা বা তাহার প্রতিনিধি এবং সরকারি প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সকল ধরণের গ্যাস ব্যবহারকারীও ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবে;

(১০) **"বিল"** অর্থ বিক্রয় মূল্য এবং চার্জসহ বিক্রিত গ্যাসের পরিমাণ, সেবা বা কার্য-সম্পাদনের বিনিময়ে ধার্যকৃত টাকার বিবরণ;

(১১) **"মজুদকরণ (Storage)"** অর্থ সুষ্ঠুভাবে ও নিরাপদে গ্যাস বিতরণের উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদনসাপেক্ষে যথোপযুক্ত অবস্থায় গ্যাস পুঞ্জিভূতকরণ বা সঞ্চয়করণ এবং ধারণ;

(১২) **"মিটারধারি"** অর্থ এইরূপ গ্রাহক বা গ্রাহক শ্রেণি যাহার গ্যাস সরবরাহ মিটারের মাধ্যমে সম্পাদিত এবং তদনুযায়ী বিল প্রদেয় হয়;

(১৩) **"সঞ্চালন"** অর্থ উচ্চ চাপবিশিষ্ট গ্যাস পাইপলাইনের মাধ্যমে নির্ধারিত চাপে বা কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত উচ্চ চাপে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে প্রাকৃতিক গ্যাস স্থানান্তর;

(১৪) **"সিএনজি"** অর্থ নির্দিষ্ট চাপ ও তাপমাত্রায় সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস (Compressed Natural Gas);

(১৫) **"এলএনজি (Liquified Natural Gas)"** অর্থ পরিবহন এবং মজুদকরণের সুবিধার্থে Cryogenic পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাকৃতিক গ্যাসের তরল অবস্থা;

(১৬) **"আরএলএনজি (Regasified Liquified Natural Gas)"** অর্থ প্রাকৃতিক গ্যাস যা তরলীকৃত অবস্থা হইতে পুনরায় গ্যাসীয় অবস্থায় রূপান্তরিত;

(১৭) **"হিসাব বহির্ভূত গ্যাস (Unaccounted For Gas-UFG)"** অর্থ একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোন পাইপলাইন বা সিস্টেমে ধারণকৃত গ্যাসের পরিমাণের উপর গ্রহণযোগ্য মাত্রার পার্থক্য বা পরিবর্তন ব্যতীত এবং মিটারবিহীন গ্রাহক কর্তৃক ব্যবহৃত চুলা বা সরঞ্জাম ফ্লাট রেইটে নির্ধারিত পরিমাণের চাইতে অতিরিক্ত গ্যাস ব্যবহার ব্যতীত উক্ত পাইপলাইন সিস্টেমে মিটারে রিডিংভুক্ত হইয়া আগত ও মিটারে রিডিংভুক্ত হইয়া বহির্গত গ্যাসের মধ্যে যে পরিমাণগত পার্থক্য বা পরিবর্তন চিহ্নিত হয়;

(১৮) **"ঠিকাদার"** অর্থ গ্যাস সঞ্চালন, মজুদকরণ, বিতরণ, সরবরাহ ও বিপণন কার্যক্রমের জন্য গ্যাস অবকাঠামো বা পাইপলাইন বা গ্যাস স্টেশন নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান যাহা লাইসেন্সী কোম্পানির সহিত তালিকাভুক্ত বিভিন্ন শ্রেণির ঠিকাদার;

(১৯) **"নিরাপত্তা জামানত"** অর্থ গ্যাস সংযোগের বিপরীতে আর্থিক নিরাপত্তার জন্য নির্ধারিত সময়কালের গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ বাবদ প্রদত্ত জামানত, যা ক্ষেত্রমত, ফেরতযোগ্য বা বকেয়া বা অন্য কোন পাওনার সহিত সমন্বয়যোগ্য;

(২০) **"কমিশনিং"** অর্থ গ্যাস সংযোগ প্রদানপূর্বক গ্যাস সরবরাহ চালুকরণ;

(২১) **"এমআইভি (Material Issue Voucher)"** অর্থ গ্যাস কোম্পানির ভান্ডার হইতে মালামাল প্রদান করিবার এক ধরনের ভাউচার;

(২২) **"রাস্তা কাটিবার অনুমতি"** অর্থ রাস্তা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা BSCIC, BEZA, BEPZA, পৌরসভা, সড়ক ও জনপথ, সিটি করপোরেশন, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, জেলা পরিষদ বা ইউনিয়ন পরিষদের নিকট হইতে রাস্তা কাটিয়া গ্যাস লাইন স্থাপনের অনুমতি;

(২৩) **"চুক্তি বৎসর"** অর্থ কোন বৎসরের ১২ (বার) মাস সময়সীমা;

(২৪) **"বিলের মাস"** অর্থ মিটার রিডিং চক্র অনুযায়ী সর্বশেষ ২ (দুই) বার মিটার রিডিং গ্রহণের মধ্যবর্তী সময় বা, ক্ষেত্রমত, এক পঞ্জিকা মাস এবং যাহার সময়কাল বেশী বিলে সেই মাসের নাম গণ্যকরণ;

(২৫) **"পাক্ষিক বিল"** অর্থ বিলের মাসে প্রথম ১৫ দিন পর ২ (দুই) বার এবং পরবর্তী ১৫ দিন বা অবশিষ্ট দিন পর ২ (দুই) বার মিটার রিডিং গ্রহণের মধ্যবর্তী সময় অনুযায়ী বিল;

(২৬) **"দিন"** অর্থ ২৪ ঘণ্টার হিসাবে কোন দিন;

(২৭) **"ঘণ্টা"** অর্থ ৬০ মিনিট সময়;

(২৮) **"মেয়াদের শেষ তারিখ"** অর্থ গ্যাস সরবরাহকালীন সর্বশেষ মিটার রিডিং গ্রহণের তারিখ;

(২৯) **"আঙ্গিনা"** অর্থ গ্রাহকের মালিকানায় বা ভাড়াকৃত বা লীজকৃত যে জায়গায় আরএমএস বা রাইজার ও পাইপলাইন স্থাপনপূর্বক বিভিন্ন সরঞ্জামে গ্যাস সরবরাহ বা ব্যবহার করা হয়;

(৩০) **"সার্ভিস লাইন"** অর্থ এইরূপ পাইপলাইন যাহার এক প্রান্ত গ্যাস বিতরণ পাইপলাইনের সহিত সার্ভিস টি বা ভাল্ভ টি বা ফ্ল্যাঞ্জ টি বা সাধারণ টি দ্বারা যুক্ত থাকে এবং অপর প্রান্ত রাইজার বা রেগুলেটিং ও মিটারিং স্টেশন বা কাস্টমার মিটারিং ষ্টেশনের সহিত সংযোগ স্থাপনের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং সাধারণভাবে নির্দিষ্ট ১ (এক) জন গ্রাহককে গ্যাস সংযোগ প্রদানের লক্ষ্যে নির্মাণ করা হয়;

(৩১) **"বিতরণ লাইন"** অর্থ ফিডার পাইপ লাইন যা ডিআরএস বা টিবিএস হইতে উৎসারিত হইয়া রাস্তা বরাবর স্থাপিত পাইপলাইন যাহাতে একাধিক গ্রাহক সংযুক্ত থাকেন;

(৩২) **"মেইন ফিডার পাইপলাইন"** অর্থ সিজিএস বা টিবিএস বা ডিআরএস হইতে উৎসারিত হইয়া ডাউনস্ট্রীমে গ্যাস স্টেশনে গ্যাস সরবরাহের উদ্দেশ্যে স্থাপিত পাইপলাইন যাহাতে সাধারণভাবে গ্রাহক যুক্ত থাকিবেন না;

(৩৩) **"অভ্যন্তরীণ লাইন"** অর্থ এইরূপ পাইপলাইন যাহা গ্রাহকের আঙ্গিনার ভিতরে গ্যাস সরঞ্জামের সহিত রেগুলেটিং সিস্টেম বা রেগুলেটিং ও মিটারিং স্টেশনের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য ব্যবহৃত হয়;

(৩৪) **"ভাল্ভ"** অর্থ গ্রাহকের আঙ্গিনার সার্ভিস লাইনে, রাইজার, আরএমএস, অভ্যন্তরীণ লাইনে স্থাপিত গ্যাস সরবরাহ বা প্রবাহ নিয়ন্ত্রণমূলক ভাল্ভ (valve);

(৩৫) **"যথাস্থাপিত নক্সা (As Built drawing)"** অর্থ গ্রাহকের আঙ্গিনায় গ্যাস সংযোগ প্রদানের জন্য প্রকৃত স্থাপিত পাইপলাইন, আরএমএস ও গ্যাস সরঞ্জাম এবং তদ্রুপ কাজে ব্যবহৃত মালামালের স্পেসিফিকেশন ও তথ্যাদি সম্বলিত প্রস্তুতকৃত ড্রইং;

(৩৬) **"আরএমএস (Regulating Metering Station)"** অর্থ প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ লাইসেন্সী কর্তৃক উহার বিতরণ নেটওয়ার্ক ব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রিত চাপে গ্যাস সরবরাহ কিংবা সাধারন ভোক্তা বা গ্রাহকের নিকট প্রয়োজনীয় চাপ ও প্রবাহে গ্যাস সরবরাহ করিবার জন্য মিটার, রেগুলেটর, ভাল্ভ, ফিল্ট্রেশন এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতির সম্বলিত স্থাপনা;

(৩৭) **"সিএমএস (Customer Metering Station)"** অর্থ প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ লাইসেন্সী কর্তৃক উহার বিতরণ নেটওয়ার্ক ব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রিত চাপে গ্যাস সরবরাহ কিংবা বৃহৎ ভোক্তা বা বৃহৎ গ্রাহকের নিকট প্রয়োজনীয় চাপ



R

ও প্রবাহে গ্যাস সরবরাহ করিবার জন্য বিশেষায়িত মিটার, রেগুলেটর, ভাল্ব, ফিল্ট্রেশন, প্রিহিটিং, এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতির সম্বলিত স্থাপনা;

(৩৮) "ডেলিভারি পয়েন্ট'' অর্থ আরএমএস বা সিএমএস বা রাইজারের বহির্গমন দ্বার যে পয়েন্ট হইতে গ্যাসের স্বত্ব এবং ঝুঁকি গ্রাহকের উপর বর্তায়;

(৩৯) **"সংযোজিত ঘন্টা প্রতি লোড''** অর্থ অভ্যন্তরীণ লাইনে সংযুক্ত প্রত্যেক গ্যাস স্থাপনা বা বার্ণার এর ঘণ্টাপ্রতি সর্বোচ্চ গ্যাস চাহিদার সমষ্টি;

(৪০) **"অতিরিক্ত বিল''** অর্থ কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রকৃত আদায়যোগ্য বিল এবং উক্ত সময়ের জন্য ইতঃপূর্বে প্রস্তুতকৃত গ্যাস বিলের পার্থক্য;

(৪১) **"বহির্গমন চাপ''** অর্থ আরএমএস-এ স্থাপিত রেগুলেটরের বহির্গমনে প্রাপ্ত চাপ;

(৪২) **"অস্থায়ী বিচ্ছিন্নকরণ''** অর্থ অভ্যন্তরীণ পাইপলাইনে বা সরঞ্জামে গ্যাস সরবরাহ না পাওয়ার জন্য সম্পূর্ণ আরএমএস, বা ক্ষেত্রমত, মিটার বা বিশেষায়িত যন্ত্রপাতি বা রাইজারের রেগুলেটর অপসারণের মাধ্যমে বা সার্ভিস লাইনের ভাল্ভ বন্ধকরনের মাধ্যমে সাময়িকভাবে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ;

(৪৩) **"স্থায়ী বিচ্ছিন্নকরণ''** অর্থ সার্ভিস লাইন অপসারণ বা কিলিংপূর্বক সম্পূর্ণ আরএমএস, বা ক্ষেত্রমত, রাইজার অপসারণের মাধ্যমে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ এবং অস্থায়ী সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের ক্ষেত্রে পুন:সংযোগ গ্রহণের নির্ধারিত সময় অতিক্রম করিবার পরও পুন:সংযোগ প্রদান না করা বা গ্রহণ না করা;

(৪৪) **"গ্রাহক মালিকানা পরিবর্তন"** অর্থ কোম্পানির নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক-

(ক) একক মালিকানার ক্ষেত্রে মালিক মৃত্যুবরণ করিলে ওয়ারিশ সূত্রে;

(খ) রেজিষ্ট্রিকৃত দলিলের মাধ্যমে;

(গ) অংশীদারি মালিকানার ক্ষেত্রে অংশীদারদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির মাধ্যমে; এবং

(ঘ) জমির মালিকের সম্মতির ভিত্তিতে ভাড়াকৃত স্থানে স্থাপিত প্রতিষ্ঠানের পূর্বের গ্যাস ব্যবহারকারী বা ক্রয়কারীর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিনামার ভিত্তিতে মালিকানা পরিবর্তন;

(৪৫) **"স্ট্যান্ডবাই"** অর্থ কোন সরবরাহ ব্যবস্থা বা স্থাপনার স্বাভাবিক সরবরাহ বা উৎপাদন বিঘ্ন ঘটিলে বিকল্প পদ্ধতিতে সরবরাহ বা স্থাপনার উৎপাদন চালু রাখিবার জন্য অপেক্ষমান (standby) স্থাপনা;

(৪৬) **"ইভিসি (Electronic Volume Corrector)"** অর্থ সরবরাহকৃত গ্যাসের আয়তনকে চাপ, তাপমাত্রা ও কম্প্রেসিবিলিটি ফ্যাক্টরের ভিত্তিতে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে আদর্শ চাপ ও তাপমাত্রায় আনয়ন বিষয়ক যন্ত্র;

(৪৭) **"কারখানা বা প্রতিষ্ঠানের মালিক"** অর্থ-

(ক) একক মালিকানার ক্ষেত্রে নিজ নামে;

(খ) অংশীদারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে রেজিষ্ট্রিকৃত অংশীদারি চুক্তিপত্রে উল্লিখিত কোন অংশীদারের নামে; এবং

(গ) কোম্পানির ক্ষেত্রে কোম্পানির নামে রেজিষ্ট্রিকৃত প্রতিষ্ঠানের মালিকানা;

(৪৮) **"লাইসেন্সী"** অর্থ পেট্রোবাংলার নিয়ন্ত্রণাধীন কোম্পানি যা কোন অধিক্ষেত্র এলাকায় গ্যাস বিতরণ, বা ক্ষেত্রমত, নিজস্ব সঞ্চালন ও বিপণন কার্যের সহিত সম্পৃক্ত এবং তদকার্যে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের নিকট হইতে লাইসেন্স প্রাপ্ত কোনো কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান;

(৪৯) **"জমির মালিকানা"** অর্থ গ্রাহকের যে স্থান বা প্রাঙ্গনে বা আঙ্গিনায় সার্ভিস লাইন, রাইজার, বা ক্ষেত্রমত, আরএমএস স্থাপনপূর্বক বাড়ি বা প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা বা সরঞ্জামাদিতে গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হইবে সেই জমির বৈধ মালিক বা স্বত্বাধিকারী;

(৫০) **"লীজ"** অর্থ রেজিস্ট্রিকৃত লীজ দলিলমূলে জমি ব্যবহারের অধিকার; এবং সরকারি ভুমি লীজ অর্থ বিসিক, সরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল বা সরকারি বিশেষ অঞ্চল এবং বেসরকারি ভূমি লীজ অর্থ ব্যক্তি মালিকানাধীন ভুমি বা অর্থনৈতিক অঞ্চল বা বিশেষ অঞ্চল;

(৫১) **"গৃহস্থালি বা বাণিজ্যিক রাইজার"** অর্থ কোন গ্রাহকের গ্যাস সংযোগের উদ্দেশ্যে নিকটবর্তী রাস্তা বা অবস্থানে স্থাপিত বিতরণ লাইন এর সহিত সার্ভিস টি এর মাধ্যমে সংযুক্ত হইয়া আনুভুমিকভাবে স্থাপিত ৩/৪ ইঞ্চি, ক্ষেত্রমত উর্দ্ধ ব্যাসের এমএস সার্ভিস পাইপলাইন যাহার কিছু অংশ ভূ-গর্ভে এবং অবশিষ্ট অংশ গ্রাহকের আঙ্গিনায় স্থাপিত উলম্বভাবে পাইপলাইন যাহার মাথায় লক-উইং-কক বা ইনসুলেটিং জয়েন্টসহ ভাল্ভ, রেগুলেটর, বা ক্ষেত্রমত, মিটার বা আরএমএসসহ দন্ডায়মান অংশ বা রাইজার;

(৫২) **"হেডার সার্ভিস লাইন"** অর্থ একই বা যৌথ মালিকানার অবস্থান নির্মিত বহুতল ভবনে, বা ক্ষেত্রমত, একই প্রাঙ্গনের একাধিক ভবনে একাধিক রাইজার বা রেগুলেটরের মাধ্যমে একই বা পৃথক পৃথক মালিকানায় গৃহস্থালি গ্যাস সংযোগ প্রদান করিবার লক্ষ্যে নিকটবর্তী বিতরণ লাইন বা অবস্থান হইতে গ্রাহকের যৌথ আঙ্গিনা পর্যন্ত আনুভুমিকভাবে স্থাপিত এক ইঞ্চি বা তদুর্ধ্ব ব্যাসের যৌথ সার্ভিস পাইপলাইন যাহার শেষ মাথায় কারিগরি বিবেচনায় ১ (এক) ইঞ্চি, বা ক্ষেত্রমত, তদুর্ধ্ব ব্যাসের আনুভূমিকভাবে ভু-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিভাগে স্থাপিত হেডার বিশিষ্ট পাইপলাইন;

(৫৩) **"ভাড়াকৃত স্থান"** অর্থ গ্রাহক কর্তৃক ভাড়া চুক্তির মাধ্যমে যে স্থানে গ্যাস সংযোগ গ্রহণ করা হয়;

(৫৪) **"ভাড়াটিয়া"** অর্থ ভূমির মালিকের সহিত ভাড়া চুক্তির মাধ্যমে ভাড়াকৃত স্থানে গ্যাস সংযোগ গ্রহণকারী;

(৫৫) **"ঠিকাদার শ্রেণি"** অর্থ-

(ক) ১.১ শ্রেণির ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান যাহা গৃহস্থালি বা বাণিজ্যিক শ্রেণির গ্রাহকদের ২ (দুই) পিএসআইজি চাপ পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ জিআই লাইন নির্মাণ কার্যসম্পাদন করিয়া;

(খ) ১.২ শ্রেণির ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান যাহা অভ্যন্তরীণ সর্বোচ্চ ২৫ (পঁচিশ) পিএসআইজি চাপ বিশিষ্ট এমএস পাইপলাইন নির্মাণ কার্যসম্পাদনকারী;

(গ) ১.৩ শ্রেণির ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান যাহা সর্বোচ্চ ১৫০পিএসআইজি চাপ বিশিষ্ট এমএস পাইপলাইন বা গ্যাস স্টেশন নির্মাণ কার্যসম্পাদনকারী;

(ঘ) ১.৪ শ্রেণির ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান যাহা ১৫০ পিএসআইজি এর উর্দ্ধ চাপ বিশিষ্ট এমএস পাইপলাইন বা গ্যাস স্টেশন নির্মাণ কার্যসম্পাদনকারী;

(ঙ) পেট্রোবাংলা বা কোম্পানি কর্তৃক ভবিষ্যতে সৃষ্ট বা ঘোষিত বা মনোনীত নূতন কোন শ্রেণির ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান, বা ক্ষেত্রমত, পেট্রোবাংলা বা কোম্পানি কর্তৃক পুনর্নির্ধারিত কার্যপরিধি অনুযায়ী ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান, যাহা নির্ধারিত নিয়মাবলীর আওতায় গ্যাস পাইপলাইন বা গ্যাস স্টেশন নির্মাণ সংক্রান্ত কার্য সম্পাদনকারী;

(৫৬) **"প্রকৃত ক্রয় মূল্য বা কোম্পানি মূল্য"** অর্থ কোম্পানি কর্তৃক ক্রয়কৃত মালামালের ক্রয়মূল্যের সহিত সিডি-ভ্যাট, সিএন্ডএফ ব্যয়, পরিবহন ব্যয় ও আনুষংগিক ব্যয় অন্তর্ভুক্ত করিয়া নিরূপিত মোট ব্যয়;

(৫৭) **"গ্রাহক মূল্য"** অর্থ প্রকৃত ক্রয়মূল্য বা কোম্পানি মূল্যের সহিত ১৫% ওভারহেড যোগ করিয়া নির্ধারিত মোট মূল্য;

(৫৮) **"গ্যাস লোড"** অর্থ কোন গ্রাহকের গ্যাস সংযোগের জন্য অনুমোদিত সরঞ্জামাদিতে ঘন্টাপ্রতি বা দৈনিক বা মাসিক গ্যাস ব্যবহার বা বরাদ্দের পরিমাণ;



R

(৫৯) **"আবিকা"** (আঞ্চলিক বিতরণ কার্যালয়) বা "আকা" (আঞ্চলিক কার্যালয়) বা "জোবিঅ" (জোনাল বিপণন অফিস) বা জোনাল অফিস বা বিক্রয় কার্যালয় বা "এরিয়া অফিস" অর্থ কোম্পানির গ্যাস বিপণন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নির্ধারিত এলাকা ভিত্তিক গ্যাস সংযোগ ও রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনাকারী কোন দপ্তর;

(৬০) **"কর্তৃপক্ষ"** অর্থ কোম্পানির নির্বাহী প্রধান বা ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বা ক্ষেত্রমত, কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ;

(৬১) **"উপযুক্ত কর্তপক্ষ"** অর্থ কোন কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে অনুমোদনকারী কর্মকর্তা;

(৬২) **"পেট্রোবাংলা"** অর্থ বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন The Bangladesh Oil, Gas and Mineral Corporation Ordinance, 1985 (Ordinance No.XXI of 1985) ও The Bangladesh Oil, Gas and Mineral Corporation (Amendment) Act, 1989 (১৯৮৯ সনের ১১ নং আইন ) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা);

(৬৩) **"কমিশন"** অর্থ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন;

(৬৪) **"অবৈধ বা, অননুমোদিত বা, বিধিবহির্ভুত বা নিয়ম বহির্ভুত কার্যকলাপ"** অর্থ সাধারণভাবে বিদ্যমান প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক বা স্থাপনা হইতে গ্যাস সংযোগ ব্যবহারের জন্য অনুসৃত বিধান বা নিয়মাবলী অনুসরণ ব্যতিরেকে বা ব্যত্যয় ঘটাইয়া গ্যাস সংযোগ গ্রহণ, প্রদান বা গ্যাস ব্যবহারসহ সমজাতীয় অন্যান্য কার্যকলাপ;

(৬৫) **"গ্যাস কারচুপি"** অর্থ কৌশলে গ্যাস চুরি এবং অবৈধ, অননুমোদিত বা বিধি বহির্ভূত কার্যকলাপের মাধ্যমে রেকর্ডবিহীন বা বিলিং বহির্ভুতভাবে গ্যাস ব্যবহার;

(৬৬) **''বকেয়া মাস"** অর্থ যে মাসের গ্যাস বিল বকেয়া বা অপরিশোধিত রহিয়াছে;

(৬৭) **"বিলম্ব সময় বা বিলম্ব মাস"** অর্থ বিল বা পাওনা যত মাস যাবৎ অপরিশোধিত রহিয়াছে বা বকেয়া রহিয়াছে;

(৬৮) **"বকেয়া পাওনা"** অর্থ কোন গ্যাস বিল বা অতিরিক্ত বিল বা সমন্বয় বিল বা জরিমানা বা অন্য কোন বাবদ ধার্যকৃত পাওনা বা একাধিক পাওনা যা অপরিশোধিত রহিয়াছে;

(৬৯) **"সিজিএস (City Gate Station)"** অর্থ উচ্চ চাপ বিশিষ্ট সঞ্চালন বা গ্রীড লাইন হইতে উৎসারিত হইয়া এমন একটি স্থাপনা যাহার দ্বারা প্রাকৃতিক গ্যাসকে একাধিক চাপে নিয়ন্ত্রণ ও চাপ হ্রাসকরন, প্রবাহ নিয়ন্ত্রন ও পরিমাপকরণ, ফিল্ট্রেশন, প্রিহিটিংপূর্বক বৃহৎ শহর বা এলাকায় গ্যাস সরবরাহের উদ্দেশ্যে গ্যাস স্টেশন;

(৭০) **"টিবিএস (Town Border Station)"** অর্থ সিজিএস বা সঞ্চালন পাইপলাইন হইতে উৎসারিত হইয়া এমন একটি স্থাপনা যাহার দ্বারা গ্যাসের চাপ হ্রাস ও প্রবাহ পরিমাপকরন করিয়া কোন ডিআরএস এবং নির্ধারিত এলাকায় বিতরণ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে গ্যাস বিতরণ বা সরবরাহ করিবার জন্য গ্যাস স্টেশন;

(৭১) **"ডিআরএস (District Regulating Station)"** অর্থ সিজিএস বা টিবিএস বা উচ্চচাপ বিশিষ্ট পাইপলাইন হইতে উৎসারিত হইয়া এমন একটি স্থাপনা যাহার দ্বারা গ্যাসের চাপ হ্রাস ও প্রবাহ পরিমাপকরণ করিয়া কোন নির্ধারিত এলাকায় বিতরণ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে গ্যাস বিতরণ বা সরবরাহ করিবার জন্য গ্যাস স্টেশন;

(৭২) **"আইপিপি (Independent Power Producer)"** অর্থ বেসরকারি পর্যায়ের এমন কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যাহারা সরকারি নীতিমালার অধীন বিদ্যুৎ উৎপাদন ও স্থাপনা পরিচালনা করিয়া থাকে এবং খুচরা ভোক্তার নিকট উক্ত বিদ্যুৎ পুন:বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে কোন একক ক্রেতা বা বৈদ্যুতিক ইউটিলিটির নিকট বিক্রয় করিয়া থাকে;

(৭৩) **"সিপিপি (Captive Power Plant) "** অর্থ এইরুপ ক্ষুদ্রায়তনের বিদ্যুৎ উৎপাদক বা সহউৎপাদক, যাহা তাহাদের নিজস্ব প্রয়োজনে বা সহযোগি কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয় এবং উক্ত বিদ্যুৎ কোন গ্রীড কিংবা অননুমোদিত সত্তার নিকট বিক্রয় করা হয় না;

(৭৪) **"এসপিপি (Small Power Plant)"** অর্থ সরকারি নীতিমালার শর্তাবলী অনুসারে স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, যাহার উৎপাদিত বিদ্যুৎ নিজস্ব চাহিদা পূরণের পর উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ কোন অনুমোদিত সত্তার নিকট বিক্রয় করা হয় এবং সরকারি নীতিমালার আওতায় বিদ্যুৎ সংস্থার নিকট বিক্রয় করা হয়;

(৭৫) **"বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র"** অর্থ বেসরকারি পর্যায়ের এমন কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যাহারা সরকারি নীতিমালার অধীন বিদ্যুৎ উৎপাদন ও স্থাপনা পরিচালনা করিয়া থাকে এবং সাধারণভাবে ক্রেতা খুঁজে বিদ্যুৎ বিক্রয় করিয়া থাকে;

(৭৬) **"বিপণন"** অর্থ এনার্জি বা প্রাকৃতিক গ্যাস বাজারজাতকরণ;

(৭৭) "বৃহৎ গ্রাহক (Bulk Customer)" অর্থ সরকারি বিদ্যুৎ কেন্দ্র, সরকারি সার-কারখানা, আইপিপি, ক্যাপটিভ পাওয়ার শ্রেণিতে ১০ (দশ) মে:.ও: বা তদুর্ধ্ব ক্ষমতার বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ৫ (পাঁচ) এমএমসিএফডি বা তদুর্ধ্ব গ্যাস লোড সম্পন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং সরকার সৃষ্ট বিশেষায়িত কোন গ্রাহক;

(৭৮) "চালনাধাঁচ (Operating Period)" অর্থ কোন গ্রাহকের দৈনিক গ্যাস ব্যবহারের ঘন্টাভিত্তিক সময়কাল এবং মাসিক গ্যাস ব্যবহারের দিন ভিত্তিক সময়কাল;

## দ্বিতীয় অধ্যায়

## গ্রাহকের শ্রেণি

৩। **গ্রাহক শ্রেণি**।- (১) গ্যাস আইনের ধারা ৬ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, গ্যাস ব্যবহারের ধরণ ও প্রকৃতি অনুযায়ী গৃহস্থালি গ্রাহক শ্রেণি হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) বাসভবন হিসাবে ব্যবহৃত –

(অ) বাড়ি বা ইমারত;

(আ) প্রতিরক্ষা বিভাগের আবাসিক ভবন;

(ই) বিজিবি, কোস্টগার্ড, পুলিশ, র‍্যাব, আনসার ও ভিডিপি এর আবাসিক ভবনসমূহ;

(ঈ) জেলখানার আবাসিক ভবনসমূহ;

(ঋ) সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ভবনসমূহ।

(খ) অব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে পরিচালিত-

(অ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রাবাস, ল্যাবরেটরিজ ও ক্যান্টিন;

(আ) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, মন্দির, এতিমখানা, হাসপাতাল, বিভিন্ন সরকারি বা আধা-সরকারি বা স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার গেস্ট হাউজ, সার্কিট হাউজ, ইন্সপেকশন বাংলো ও ডাক বাংলো;

(ই) জেলখানার ক্যান্টিন ও কয়েদিদের রান্না ঘর;

(ঈ) বিজিবি, কোস্টগার্ড, পুলিশ, র‍্যাব, আনসার ও আইনশৃংখলা রক্ষাকারী সশস্ত্র বাহিনীর ক্যান্টিন ও মেস;

(উ) সরকারি শিশু সদন, আশ্রম, তাবলিগ ট্রাস্ট, দাতব্য প্রতিষ্ঠান ও মাজার;



R

(উ) শিল্প প্রতিষ্ঠান সংলগ্ন ক্যান্টিন, শ্রমিকদের মেস ও রান্নাঘর;

(ঋ) ব্যক্তি মালিকানাধীন মেস;

(এ) সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের ক্যান্টিন;

(ঐ) প্রতিরক্ষা বিভাগের সকল মেস ও ক্যান্টিন;
(ও) সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের ল্যাবরেটরি সমূহ।

(২) গ্যাস আইনের ধারা ৬ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, গ্যাস ব্যবহারের ধরণ ও প্রকৃতি অনুযায়ী বাণিজ্যিক গ্রাহক শ্রেণি হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) হোটেল, আবাসিক হোটেল ও গেস্ট হাউজ;

(খ) মিষ্টি প্রস্তুতকারি দোকান বা প্রতিষ্ঠান;

(গ) রেস্তোরা, চাইনিজ রেস্তোরা, বেসরকারি ক্যান্টিন ও চায়ের দোকান;

(ঘ) হস্ত চালিত চিড়া ও মুড়ি প্রস্তুতকারি প্রতিষ্ঠান;

(ঙ) প্রাইভেট ক্লিনিক, ল্যাবরেটরি ও হাসপাতাল;

(চ) কমিউনিটি সেন্টার, ক্লাব, মিলনায়তন, কনভেনশন সেন্টার ও সুইমিংপুল;

(ছ) স্ন্যাকস ও কাবাব ঘর;

(জ) হস্তচালিত বেকারি, কনফেকশনারি, লজেন্স, চানাচুর, সেমাই ও বিস্কুট তৈরির কারখানা;

(ঝ) হস্তচালিত সাবান, পটারি, সিরামিক, রং, ঔষধ, আগর ও আতর তৈরির কারখানা;

(ঞ) হস্তচালিত ডিস্টিলড ওয়াটার, ডাইং ও প্রিন্টিং, লন্ড্রি, ট্যানারি, চুড়ি, বরফ ও আইসক্রিম তৈরির কারখানা;

(ট) সনাতন পদ্ধতিতে পরিচালিত লবণ, কাঁচ ও চুন তৈরির কারখানা;

(ঠ) হস্তচালিত বা অযান্ত্রিক উপায়ে চালিত অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান।

(৩) গ্যাস আইনের ধারা ৬ এর উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে, গ্যাস ব্যবহারের ধরণ ও প্রকৃতি অনুযায়ী শিল্প গ্রাহক শ্রেণি হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) বিসিক, বিনিয়োগ বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগে স্থাপিত সম্পূর্ণ যান্ত্রিক উপায়ে চালিত প্রতিষ্ঠানসমূহ;

(খ) স্বয়ংক্রিয় বা যান্ত্রিক গ্যাস সরঞ্জামাদি দ্বারা পরিচালিত বৃহৎ আকৃতির শিল্প কারখানা বা প্রতিষ্ঠান এবং বয়লার ব্যবহারকারি উন্নতমানের হোটেল;

(গ) সম্পূর্ণ যান্ত্রিক উপায়ে ইট, টাইলস, সিরামিক, রিফ্র্যাকটরিজ, আগর-আতর, সেনিটারি দ্রব্যাদি, বৈদ্যুতিক দ্রব্যাদি ও অন্যান্য সামগ্রি উৎপাদনকারি কারখানা;

(ঘ) সম্পূর্ণ যান্ত্রিক উপায়ে চালিত বরফ, আইসক্রিম ও সেমাই উৎপাদনকারি কারখানা;

(ঙ) সম্পূর্ণ যান্ত্রিক উপায়ে চালিত চালকল এবং চিড়া ও মুড়ি প্রস্তুতকারি কারখানা;

(চ) জাতীয় শিল্প নীতিতে বর্ণিত অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠান বা কারখানা;

(ছ) উপর্যুক্ত যান্ত্রিক সরঞ্জামের সহিত ঘন্টাপ্রতি ৪০০০ ঘনফুট পর্যন্ত লোডের ক্ষেত্রে ১০% এবং ঘন্টাপ্রতি ৪০০০ ঘনফুট অধিক লোডের ক্ষেত্রে ৫% পর্যন্ত অযান্ত্রিক সরঞ্জামাদি ব্যবহার করা যাইবে।

(৪) গ্যাস আইনের ধারা ৬ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, গ্যাস ব্যবহারের ধরণ ও প্রকৃতি অনুযায়ী মৌসুমী গ্রাহক শ্রেণি হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) অযান্ত্রিক উপায়ে মৌসুমীভিত্তিক ইট প্রস্তুতকারি কারখানা;

(খ) মৌসুমীভিত্তিক পরিচালিত তামাক পাতা বিশুষ্ককরণ কারখানা;

(গ) মৌসুমী ভিত্তিক আখ ও ফল প্রক্রিয়াকরণ কারখানা বা প্রতিষ্ঠান।

(৫) গ্যাস আইনের ধারা ৬ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, গ্যাস ব্যবহারের ধরণ ও প্রকৃতি অনুযায়ী বিদ্যুৎ উৎপাদনের জেনারেটর ব্যতীত চা পাতা বিশুষ্ককরণ, গ্যাস আইনের ধারা ৬ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রক্রিয়াকরণ ও আনুষঙ্গিক কাজে গ্যাস ব্যবহারকারি চা বাগানসমূহ চা বাগান গ্রাহক শ্রেণিভুক্ত হইবে।

(৬) গ্যাস আইনের ধারা ৬ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, গ্যাস ব্যবহারের ধরণ ও প্রকৃতি অনুযায়ী বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের অধীনস্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র এবং অন্য সকল সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র যেখানে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে জ্বালানি হিসাবে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহৃত হইয়া উৎপাদিত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে যুক্তক্রমে সরবরাহ করা হয় তাহা বিদ্যুৎ শ্রেণিভুক্ত হইবে।

(৭) গ্যাস আইনের ধারা ৬ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, গ্যাস ব্যবহারের ধরণ ও প্রকৃতি অনুযায়ী সরকারি এবং বেসরকারি মালিকানায় সার উৎপাদনকারি কারখানাসমূহ যেখানে প্রাকৃতিক গ্যাস ফিডস্টক এবং জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয় তাহা সার শ্রেণিভুক্ত হইবে।

(৮) গ্যাস আইনের ধারা ৬ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, গ্যাস ব্যবহারের ধরণ ও প্রকৃতি অনুযায়ী যে সকল গ্রাহক নিজস্ব প্রয়োজনে বা সহযোগী কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে ক্ষুদ্রায়তনে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে জ্বালানি হিসাবে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করিয়া থাকে তাহা ক্যাপটিভ পাওয়ার শ্রেণিভুক্ত হইবে। তবে ক্ষুদ্রায়তন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের ক্ষেত্রে নিজস্ব প্রয়োজনে বা সহযোগী কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনের অতিরিক্ত যেই পরিমাণ বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে যুক্তক্রমে সরবরাহকৃত সেই পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদনে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত গ্যাসের পরিমাণ বিদ্যুৎ শ্রেণিভুক্ত হইবে।

(৯) গ্যাস আইনের ধারা ৬ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, গ্যাস ব্যবহারের ধরণ ও প্রকৃতি অনুযায়ী যে সকল গ্রাহক প্রাকৃতিক গ্যাসকে সংকুচিত করিয়া অনুমোদিত স্থান হইতে সরাসরি বিভিন্ন যানবাহনের জ্বালানি হিসাবে সরবরাহ করিয়া থাকে তাহা সিএনজি শ্রেণিভুক্ত হইবে, তবে সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশনে কম্প্রেসার চালনার জন্য গ্যাস জেনারেটর বা গ্যাস ইঞ্জিনে ব্যবহৃত গ্যাস ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

(১০) গ্যাস আইনের ধারা ৬ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে বা সিদ্ধান্তে ভবিষ্যতে সৃষ্ট নূতন কোনো গ্রাহক শ্রেণি।



R

## তৃতীয় অধ্যায়

### সংযোগ প্রদান, সংযোগ ফি, চার্জ, নিরাপত্তা জামানত, ইত্যাদি

#### অংশ-১

#### সংযোগ প্রদান

৪। **গৃহস্থালি গ্রাহককে গ্যাস সংযোগ প্রদান**।-(১) একই আঙ্গিনায় একই মালিকানাধীন একক রাইজার এর মাধ্যমে মিটারবিহীন গৃহস্থালি গ্রাহককে সাধারণভাবে ফ্লাট রেইটে মাসিক বিলের ভিত্তিতে মিটারবিহীন, একক বা দ্বৈত চুলার সংযোগ প্রদান করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকারি বহুতল বাসভবনে হেডারযুক্ত সার্ভিস লাইনের মাধ্যমে প্রত্যেকটি বাসা বা ফ্লাট এর জন্য মিটার বিহীন পৃথক গ্যাস সংযোগ হইবে।

(৩) একই মালিকানাধীন ভবনে এক বা একাধিক ফ্লাট বা বাসা থাকিলেও সাধারণভাবে ১ (এক) জন গ্রাহক বিবেচনায় গ্যাস সংযোগ প্রদান করিতে হইবে, তবে একাধিক মালিকানায় ফ্লাট বা বাসা থাকিলে হেডার সার্ভিস লাইনের মাধ্যমে পৃথক পৃথক নামে গ্যাস সংযোগ প্রদান করিতে হইবে।

(৪) গৃহস্থালি গ্রাহককে দ্বৈত একটি চুলা একটি রান্না ঘরে ব্যবহার করিতে হইবে। দ্বৈত চুলাকে বিভাজন করিয়া একাধিক রান্না ঘরে ব্যবহার করা যাইবেনা।

৫। **মিটারযুক্ত গৃহস্থালি গ্রাহককে গ্যাস সংযোগ প্রদান**।- (১) মিটারযুক্ত গৃহস্থালি গ্রাহক একক ও দ্বৈত চুলার সহিত ওভেন, গ্রীল, ওয়াটার হিটার, গ্যাস লাইট, বিভিন্ন ক্ষমতার অন্যান্য চুলা {২৫ ঘনফুট/ঘন্টা (সিএফএইচ), ৪৫ সিএফএইচ, ৭৫ সিএফএইচ, ১০০ সিএফএইচ} এবং অন্য কোন স্থাপনা বা সরঞ্জামে (appliances) গ্যাস সংযোগ গ্রহণ করিলে গ্রাহককে একই রাইজার বা আরএমএস এবং একই মিটারের আওতায় গ্যাস ব্যবহার করিতে হইবে।

(২) বিদ্যুৎ, আইপিপি, শিল্প, ক্যাপটিভ পাওয়ার, সার বা অন্য কোন গ্রাহককে একই প্রাঙ্গনে গৃহস্থালি উদ্দেশ্যে একক বা দ্বৈত চুলা বা অন্যান্য সরঞ্জামের মাধ্যমে গ্যাস ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে পৃথক গৃহস্থালি মিটার ব্যবহার করিতে হইবে।

(৩) একই মালিকানাধীন আঙ্গিনা বা প্রাঙ্গনে গৃহস্থালি শ্রেণির গ্রাহকের সাথে বাণিজ্যিক শ্রেণির সংযোগ থাকিলে গৃহস্থালি সংযোগ আবশ্যিকভাবে পৃথক মিটার যুক্ত হইবে।

(৪) একই আঙ্গিনায় একই মালিকানাধীন একই শ্রেণির গ্রাহকের জন্য হেডার সার্ভিস লাইন ব্যতীত একাধিক সার্ভিস লাইন বা পৃথক পৃথক রাইজার বা আরএমএস ব্যবহার বা নির্মাণ করা যাইবে না।

(৫) কোন গ্রাহক ইচ্ছা করিলে বিধি বিধান অনুসরনক্রমে মিটারযুক্ত গ্রাহক হইতে পারিবে।

(৬) প্রিপ্রেইড মিটারের ক্ষেত্রে প্রি-পেইড মিটারের জন্য নির্ধারিত সংযোগ নিয়মানুযায়ী হইবে।

৬। **গ্যাস সংযোগের আবেদন**।- (১) আবেদনপত্র কোম্পানির সংশ্লিষ্ট কার্যালয়, গ্রাহক সেবা বুথ বা ওয়ান ষ্টপ সার্ভিস সেন্টার হইতে সংগ্রহ বা কোম্পানির ওয়েবসাইট হইতে ডাউনলোড করিতে হইবে।

(২) আবেদনপত্র ফি বাবদ এই বিধিমালা জারীর বৎসরে ৫ (পাঁচ) শত টাকা এবং পরবর্তী প্রতি বৎসরে ২৫ (পঁচিশ) টাকা হারে বৃদ্ধিপূর্বক পুনর্নির্ধারিত ফি নির্ধারিত ব্যাংক বা কোম্পানির সংশ্লিষ্ট হিসাব শাখার ক্যাশ কাউন্টারে পরিশোধ করিতে হইবে।

(৩) আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ করিয়া সংশ্লিষ্ট দপ্তর বা জোন বা আঞ্চলিক কার্যালয়ে জমাদান করিতে হইবে।

(৪) কোনো সরকারি বা আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠান, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা বা অন্য কোন সংস্থার স্টাফ কোয়ার্টার বা কলোনীতে গ্যাস সংযোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে উক্ত প্রতিষ্ঠান, সংস্থা, এজেন্সি বা গণপূর্ত বিভাগকে গ্যাস সংযোগের জন্য আবেদন করিতে হইবে এবং উক্ত ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংযোগ গ্রহীতা মূল একক গ্রাহক হিসাবে গণ্য হইবেন।

(৫) উপ-বিধি (৪) এর অধীন মূল সংযোগ গ্রহীতার নামে একক বিল ইস্যু করিতে হইবে এবং একই এলাকা বা প্রাঙ্গনের জন্য পৃথক পৃথক বিল ইস্যু করা যাইবে না।

(৬) বাড়ীর মালিক একাধিক হইলে গ্যাস সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে অন্য মালিক বা মালিকগণের অনাপত্তিপত্র জমাদান সাপেক্ষে সংযোগ প্রদান করিতে হইবে।

(৭) উপ-বিধি (৩) এর অধীন আবেদনপত্র জমাদানকালে আবেদনপত্রের সহিত নিম্নবর্ণিত কাগজাদি দাখিল করিতে হইবে,-

(ক) আবেদনকারীর পাসপোর্ট সাইজের ৩ (তিন) কপি সত্যায়িত রঙিন ছবি;

(খ) জাতীয় পরিচয়পত্র বা জন্ম নিবন্ধন সনদ বা পাসপোর্টের সত্যায়িত কপি;

(গ) ভূমির মালিকানার দালিলিক প্রমাণ হিসাবে দলিল, নামজারির কাগজ, পর্চা বা খতিয়ান এবং দাখিলা বা ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের রসিদের সত্যায়িত কপি;

(ঘ) ভূমির লীজ গ্রহীতার ক্ষেত্রে নিয়মিত মাসিক গ্যাস বিল পরিশোধের অঙ্গীকারনামা;

(ঙ) উৎস বিতরণ লাইন হইতে প্রস্তাবিত সার্ভিস লাইন রাইজার ও অভ্যন্তরীণ গ্যাস পাইপ লাইন এবং প্রস্তাবিত গ্যাস সরঞ্জামের বিবরণ সম্বলিত ৪ (চার) কপি নক্সা;

(চ) নির্ধারিত আবেদন ফি জমাদানের রসিদ;

(ছ) ১.১ শ্রেণির ঠিকাদার নিয়োগের চুক্তিপত্র।

৭। **গৃহস্থালি গ্যাস সংযোগের জন্য ঠিকাদার নিয়োগ।**-(১) গ্যাস সংযোগ গ্রহণে আগ্রহী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে সংশ্লিষ্ট জোন, আঞ্চলিক কার্যালয় এবং ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত কোম্পানির তালিকা বা সংশ্লিষ্ট কার্যালয় হইতে কোম্পানির অনুমোদিত ১.১ শ্রেণির ঠিকাদারের তালিকা এবং হালনাগাদ পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হইয়া ঠিকাদার নিয়োগ করিতে হইবে।

(২) গ্যাস সংযোগ গ্রহণে আগ্রহী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে গৃহস্থালি গ্যাস সংযোগ কার্যক্রমে নিয়োজিত ১.১ শ্রেণির ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অভ্যন্তরীণ জিআই পাইপলাইন নির্মাণে তফসিল-২ এ উল্লিখিত হারে পারিশ্রমিক নির্ধারণের বিষয়ে ঠিকাদারের সহিত লিখিত চুক্তি সম্পাদন করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত পারিশ্রমিক প্রতি বৎসরের জুলাই হইতে ৫% হারে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বৃদ্ধিপূর্বক পুনর্নির্ধারিত হইবে।

(৪) কোন ঠিকাদার কর্তৃক উপ-বিধি (৩) এর অধীন নির্ধারিত পারিশ্রমিক অপেক্ষা অতিরিক্ত অর্থ দাবির প্রমাণ পাওয়া গেলে উক্ত ঠিকাদারের তালিকাভুক্তি বাতিলযোগ্য হইবে।

(৫) গ্রাহক ঠিকাদারের সহিত সম্পাদিত সকল আর্থিক লেনদেনের কাগজাদিতে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের স্বাক্ষর গ্রহণপূর্বক উহা সংরক্ষণ করিবেন।

৮। **গৃহস্থালি গ্রাহককে গ্যাস সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় ধাপসমূহ।**-(১) সংশ্লিষ্ট জোন বা আঞ্চলিক কার্যালয়ে অবস্থিত গ্রাহক সেবা বুথ, ওয়ানষ্টপ সার্ভিস সেন্টার বা কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবেদনপত্রের সহিত সংযোজিত সকল কাগজপত্র চেকলিষ্টের সহিত মিলাইয়া আবেদনপত্র গ্রহণপূর্বক রেজিষ্টার বা কম্পিউটারে লিপিবদ্ধ করিয়া একটি ক্রমিক নাম্বার সম্বলিত কম্পিউটারাইজড প্রাপ্তি স্বীকারপত্র আবেদনকারীকে প্রদান, তবে আবেদনপত্রের সহিত প্রদত্ত কাগজপত্রের ঘাটতি থাকিলে উহা আবেদনকারীকে তাৎক্ষণিক লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে।



R

(২) আবেদনপত্র প্রাপ্তির ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কোম্পানির কর্মকর্তা বা উপযুক্ত প্রতিনিধি কর্তৃক জরিপকার্য ও পরীক্ষাকার্য সম্পন্ন করিতে হইবে রাইজার বা আরএমএস গ্রাহক আঙ্গিনার প্রধান ফটকের অভ্যন্তরে, বা ক্ষেত্রমত, প্রস্তাবিত ফটকের ডান বা বাম পার্শ্বের ৩ (তিন) মিটারের মধ্যে এবং সীমানা প্রাচীর হইতে ২ (দুই) মিটারের মধ্যে স্থাপন বিবেচনায় নিতে হইবে। তবে, উক্ত স্থানে ফটক বা সীমানা প্রাচীর না থাকিলে গ্রাহকের নিকট থেকে উহা নির্মাণের অংগীকারনামা গ্রহণ করিতে হইবে।

(৩) সংযোগ কার্যক্রম অনুমোদন বা সংযোগ প্রদান করা সম্ভব না হইলে বিষয়টি ২৫ (পঁচিশ) কার্যদিবসের মধ্যে উহা গ্রাহককে লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে।

(৪) ভূমির মালিকানা সংক্রান্ত মূল কাগজাদি দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তাকে প্রদর্শন ও প্রত্যায়ন সাপেক্ষে প্রশাসনিক অনুমোদন লাভের পর নির্ধারিত সংযোগ ফি, অতিরিক্ত মালামাল বা নির্মাণ ব্যয় এবং নিরাপত্তা জামানত বাবদ অর্থ জমাদান সংক্রান্ত চাহিদাপত্র (demand note) পরবর্তী ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রধান বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরপূর্বক গ্রাহককে প্রদান করিতে হইবে এবং উক্ত রূপ ক্ষেত্রে কোম্পানি, প্রয়োজনে, নিরাপত্তা জামানতের অর্থ বকেয়া গ্যাস বিল বা অন্যান্য পাওনাদির সহিত সমন্বয় করিতে পারিবে।

(৫) গ্রাহকের চাহিদাপত্র অনুযায়ী নতুন সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবস এবং লোড বৃদ্ধি বা হ্রাস পরিবর্তন সংক্রান্ত ক্ষেত্রে ২০ (বিশ) কার্যদিবসের মধ্যে ব্যাংকে অর্থ জমাদান করিতে হইবে এবং উহা জমাদানের ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে কোম্পানির সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয় প্রধান বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নক্সা অনুমোদন করিবেন, তবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে চাহিদাপত্র অনুযায়ী যাচিত অর্থ জমাদান করা না হইলে যৌক্তিক কারণে নতুন সংযোগের ক্ষেত্রে ৩০ (ত্রিশ) দিন এবং গ্যাস লোড বৃদ্ধি/হ্রাস বা অন্যান্য কাজের ক্ষেত্রে ১৫ (পনের) দিন চাহিদাপত্রের মেয়াদ বৃদ্ধি করা যাইবে। নক্সা অনুমোদনের মেয়াদ ১৫ (পনের) কার্যদিবস পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যাইবে এবং কোন কারণে ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে চূড়ান্ত গ্যাস কমিশনিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন না হইলে সেই ক্ষেত্রে পুনরায় জরিপপূর্বক নকসা অনুমোদন গ্রহন করিতে হইবে।

(৬) নূতন সংযোগের নকশা অনুমোদনের পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে ঠিকাদারকে গ্রাহক কর্তৃক সরবরাহকৃত জিআই মালামাল দ্বারা এবং লোড বৃদ্ধি বা হ্রাস বা পরিবর্তন সংক্রান্ত কার্যের ক্ষেত্রে ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে কোম্পানির সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের উপযুক্ত কর্মকর্তা বা প্রতিনিধির তত্ত্বাবধানে অভ্যন্তরীণ লাইন নির্মাণ সম্পন্ন করিতে হইবে।

(৭) উপ-বিধি (৬) এর অধীন নির্মিত পাইপ লাইনের চাপ পরীক্ষণের লক্ষ্যে ঠিকাদারকে ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে টেস্ট সিডিউল জমাদান করিতে হইবে।

(৮) অভ্যন্তরীণ পাইপলাইন নির্মাণের ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে কোম্পানির উপযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক উহার চাপ পরীক্ষা করিতে হইবে।

(৯) চাপ পরীক্ষার পর গ্রাহক, ঠিকাদার ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রতিনিধি কর্তৃক যৌথভাবে স্বাক্ষরিত কার্য সমাপনী প্রতিবেদন পূরণপূর্বক নূতন সংযোগের ক্ষেত্রে ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে এবং লোড বৃদ্ধি-হ্রাস বা পরিবর্তন সংক্রান্ত কার্যের ক্ষেত্রে ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট জোন বা আঞ্চলিক কার্যালয়ে দাখিল করিতে হইবে।

(১০) গ্রাহক বা তদকর্তৃক নিয়োজিত ঠিকাদার বা প্রতিষ্ঠান বা প্রতিনিধি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে সার্ভিস লাইন স্থাপনের জন্য রাস্তা খননের অনুমতিপত্র সংগ্রহ করিয়া সংশ্লিষ্ট জোন বা আঞ্চলিক কার্যালয় বা সংশ্লিষ্ট দপ্তরে দাখিল করিতে হইবে।

(১১) রাস্তা খননের অনুমতিপত্র জমাদানের ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে গ্রাহক ও আঞ্চলিক কার্যালয় প্রধানের মধ্যে গ্যাস বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হইবে এবং উক্ত চুক্তি এই বিধিমালার অবিচ্ছেদ্য অংশ বলিয়া গণ্য হইবে।

(১২) গ্যাস বিক্রয় চুক্তি সম্পাদনের পরবর্তী ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে উহা রাইজার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে এবং তদপরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে সার্ভিস লাইন, রাইজার বা আরএমএস নির্মাণ করিতে হইবে।

(১৩) সার্ভিস লাইন, রাইজার বা আরএমএস নির্মাণের ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে এতদবিষয়ক প্রতিবেদন সংশ্লিস্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ে পৌছাইতে হইবে এবং তৎপরবর্তী ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে গ্যাস সংযোগ স্থাপন ও গ্যাস কমিশনিং করিতে হইবে।

(১৪) গ্যাস কমিশনিং বা সংযোগ প্রদানের অব্যবহিত পরই কোম্পানির সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক বিতরণ কার্যালয় বা জোনাল কার্যালয় কর্তৃক স্বাক্ষরিত চুক্তিপত্র, গ্যাস সংযোগ বা কমিশনিং কার্ড এবং বিল বই গ্রাহককে হস্তান্তর করিতে হইবে। কার্ড হারাইলে গ্রাহক কর্তৃক ১ (এক) শত টাকা পরিশোধক্রমে সংগ্রহ করিতে হইবে। দ্বিতীয় বা পরবর্তী সকল বিল বই সংযোগ কার্ড বা রেকর্ডকৃত তথ্যমতে সংশ্লিষ্ট রাজস্ব শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষরে ইস্যু হইবে।

(১৫) সংশ্লিষ্ট কোম্পানি কর্তৃক গ্যাস সংযোগ প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাদি গ্যাস সংযোগ রেজিষ্টার ও কম্পিউটারে সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং বিলিং ব্যবস্থার জন্য রাজস্বভুক্ত বা এমআইএসভুক্ত করিতে হইবে।

(১৬) স্বল্পচাপ সম্পন্ন (লো প্রেসার) বিতরণ নেটওয়ার্ক নির্মাণের প্রয়োজন হইলে উক্ত লাইনের যাবতীয় খরচ প্রচলিত নিয়মে কোম্পানির সংশ্লিষ্ট দপ্তর কর্তৃক ইস্যুকৃত চাহিদাপত্র অনুযায়ী গ্রাহককে পরিশোধ করিতে হইবে।

(১৭) গ্রাহকদের নিকট হইতে প্রাপ্ত আবেদন জমাদানের ক্রম এবং সংশ্লিষ্ট কাজের অগ্রগতির ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমিকভাবে সংযোগ প্রদান কার্যক্রম প্রক্রিয়া সম্পাদিত হইবে এবং আবেদনপত্র অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রক্রিয়াকরণের জন্য কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নিকট হইতে অনুমোদন গ্রহণের প্রয়োজন হইবে।

## বাণিজ্যিক গ্রাহক

৯। **বাণিজ্যিক সংযোগের আবেদন।**-(১) আবেদনকারীর বা প্রাথমিক সম্মতিপত্র প্রাপ্ত আবেদনকারীকে আবেদনপত্র কোম্পানির সংশ্লিষ্ট কার্যালয়, গ্রাহক সেবা বুথ বা ওয়ানষ্টপ সার্ভিস সেন্টার হইতে সংগ্রহ বা কোম্পানির ওয়েবসাইট হইতে ডাউনলোড করিতে হইবে।

(২) আবেদনপত্র ফি বাবদ, এই বিধিমালা জারীর বৎসরে ১ (এক) হাজার টাকা এবং পরবর্তী প্রতি বৎসরে ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা হারে বৃদ্ধিপূর্বক পুনর্নির্ধারিত ফি নির্ধারিত ব্যাংক বা কোম্পানির সংশ্লিষ্ট হিসাব শাখার ক্যাশ কাউন্টারে জমাদান করিতে হইবে।

(৩) আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ করিয়া সংশ্লিষ্ট জোন বা আঞ্চলিক কার্যালয়ে/দপ্তরে জমাদান করিতে হইবে।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীন আবেদনপত্র জমাদানকালে আবেদনপত্রের সহিত নিম্নবর্ণিত কাগজাদি দাখিল করিতে হইবে,-

(ক) আবেদনকারীর পাসপোর্ট সাইজের ৩ (তিন) কপি সত্যায়িত ছবি;

(খ) জাতীয় পরিচয় পত্র, জন্ম নিবন্ধন সনদ বা পাসপোর্টের সত্যায়িত ফটোকপি;

(গ) হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্সের সত্যায়িত কপি;

(ঘ) টিআইএন সনদপত্র;

(ঙ) জমির মালিকানার দালিলিক প্রমাণ হিসাবে দলিল বা নামজারির কাগজ, পর্চা বা খতিয়ান এবং দাখিলা বা ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের রশিদের সত্যায়িত কপি;

(চ) ভাড়াকৃত স্থানে সংযোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে ভাড়ার চুক্তিপত্র;

(ছ) ভাড়াকৃত স্থানে সংযোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে ভাড়াটিয়া গ্রাহক গ্যাস বিল পরিশোধে ব্যর্থ হইলে বা অবৈধ কার্যক্রমে লিপ্ত থাকিলে বাড়ীর মালিক এতদসংক্রান্ত দায়ভার বহন করিবেন মর্মে নোটারী পাবলিক কর্তৃক সত্যায়িত অঙ্গীকারনামা দাখিল;



R

(জ) প্রস্তাবিত সার্ভিস লাইন, রাইজার বা আরএমএস, প্রস্তাবিত গ্যাস সরঞ্জামের বিবরণ সম্বলিত অভ্যন্তরীণ পাইপ লাইনের ৪ (চার) কপি খসড়া নক্সা;

(ঝ) স্থাপিতব্য বয়লার বা অন্যান্য গ্যাস সরঞ্জামাদি-

(অ) সকল গ্যাস সরঞ্জামাদির কারিগরি ক্যাটালগ সংযুক্তকরণ;

(আ) বয়লার এর তাপীয় দক্ষতা ন্যূনতম ৮২% এবং অন্যান্য গ্যাস সরঞ্জামাদি জ্বালানি দক্ষতা সম্পন্ন (energy efficient) হইতে হইবে;

(ই) স্থানীয়ভাবে প্রস্তুতকৃত ও সংযোজিত বা পুরাতন হইলে এবং সে কারণে সরঞ্জামাদির কারিগরি ক্যাটালগ প্রদান করা সম্ভব না হইলে উহার ড্রইংসহ বিস্তারিত বিবরণ দাখিল;

(ঞ) প্রস্তাবিত স্থানে চালু অবস্থায় বা সংযোগ বিচ্ছিন্ন রহিয়াছে এইরূপ গ্যাস সংযোগের বিপরীতে কোম্পানির সমুদয় পাওনা পরিশোধ সংক্রান্ত রাজস্ব ছাড়পত্র;

(ট) প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে, পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র;

(ঠ) নির্ধারিত আবেদন ফি জমাদানের রশিদ;

(ড) ঠিকাদার নিয়োগ এবং পারিশ্রমিকের সমঝোতাপত্র ।

১০। **বাণিজ্যিক সংযোগের জন্য ঠিকাদার নিয়োগ।**- (১) গ্যাস সংযোগ গ্রহণে আগ্রহী বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে কোম্পানি, সংশ্লিষ্ট জোন, আঞ্চলিক বিতরণ কার্যালয় এবং ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত কোম্পানির তালিকা বা সংশ্লিষ্ট কার্যালয় হইতে কোম্পানির অনুমোদিত ১.১ ক্যাটাগরির, বা ক্ষেত্রমত, অভ্যন্তরীণ লাইন এমএস হইলে ১.২ শ্রেণির বা ১.৩ শ্রেণির ঠিকাদারের তালিকা এবং হালনাগাদ পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হইয়া ঠিকাদার নিয়োগ করিতে হইবে।

(২) গ্রাহক গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণমূল্যের বিষয়ে ঠিকাদারের সহিত লিখিত চুক্তি সম্পাদন এবং তদানুযায়ী সম্পাদিত আর্থিক লেনদেনের কাগজাদিতে ঠিকাদারের স্বাক্ষর গ্রহণপূর্বক উহা সংরক্ষণ করিবেন।

১১। **বাণিজ্যিক গ্রাহককে গ্যাস সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় ধাপসমূহ।**- (১) সংশ্লিষ্ট জোন, আঞ্চলিক কার্যালয়ে অবস্থিত গ্রাহক সেবা বুথ, ওয়ানস্টপ সার্ভিস সেন্টার বা কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবেদনপত্রের সহিত সংযোজিত সকল কাগজপত্র চেকলিস্টের সহিত মিলাইয়া আবেদনপত্র গ্রহণপূর্বক রেজিষ্টার বা কম্পিউটারে লিপিবদ্ধ করিয়া একটি ক্রমিক নাম্বার সম্বলিত কম্পিউটারাইজড প্রাপ্তি স্বীকারপত্র আবেদনকারীকে হস্তান্তর করিবেন, তবে আবেদনপত্রের সহিত সংযুক্ত কাগজপত্রের ঘাটতি থাকিলে উহা আবেদনকারীকে তাৎক্ষনিক লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে।

(২) আবেদন প্রাপ্তির ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে কোম্পানির প্রতিনিধি বা উপযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক জরিপ ও পরীক্ষাকার্য সম্পন্ন করিতে হইবে। জরিপকালে প্রস্তাবিত সংযোগের হাত নক্সা প্রস্তুত করিতে হইবে।

(৩) ক্যাটালগ অনুসরণক্রমে বিদেশ হইতে আমদানিকৃত বয়লারসহ স্থাপনা এবং আকার বা আয়তনের ভিত্তিতে দেশীয় স্থাপনার ঘণ্টাপ্রতি লোড ও মাসিক লোড নির্ধারণ করিতে হইবে।

(৪) সংযোগ গ্রহীতার দৈনিক গ্যাস ব্যবহারের সময়কাল ১৬ (ষোল) ঘণ্টার কম হইলে মাসিক লোডের ৫০% এবং গ্যাস ব্যবহারের সময়কাল ১৬ (ষোল) ঘণ্টা এর বেশী হইলে মাসিক লোডের ৬০% হিসাবে ন্যূনতম লোড বা বিল নির্ধারণ করিতে হইবে।

(৫) গ্যাস সংযোগের জরীপ বা সম্ভাব্যতা যাচাই পরবর্তী ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে গ্যাস সরবরাহের মঞ্জুরিপত্র, বা ক্ষেত্রমত, অসম্মতিপত্র প্রদান করিতে হইবে এবং মঞ্জুরিপত্র প্রদান করা হইলে আবেদনকারীকে মঞ্জুরিপত্রের শর্তাদি

প্রতিপালনের বিষয়ে সম্মতিসূচক পত্র স্বাক্ষরপূর্বক জমাদান করিতে হইবে। তবে প্রাথমিক সম্মতি বা মঞ্জুরিপত্র প্রদানের ক্ষেত্রে পেট্রোবাংলা, সরকার বা অন্য কোন উপযুক্ত সংস্থার বা কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে পূর্বানুমতিপত্র গ্রহণের বাধ্যবাধকতা থাকিলে উহা প্রাপ্তির পরবর্তী ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনকারীকে প্রাথমিক সম্মতিপত্র প্রদান/মঞ্জুরিপত্র বা অসম্মতিপত্র জ্ঞাপন করিতে হইবে।

(৬) দাখিলকৃত সনদপত্র, ডকুমেন্টের মূল সনদপত্র, জমির মালিকানা সংক্রান্ত মূল দলিলাদি বা কাগজপত্র দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে প্রদর্শন ও প্রত্যায়ন সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন লাভের পর সার্ভিস লাইন, রাইজার নির্ধারিত কমিশনিং ফি এবং জামানত বাবদ অর্থ প্রদান সংক্রান্ত চাহিদাপত্র পরবর্তী ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে গ্রাহককে প্রদান করিতে হইবে এবং এইরুপ ক্ষেত্রে জামানত নিম্নবর্ণিত হারে নির্ধারণ করিতে হইবে,-

(ক) প্রতিষ্ঠানটি নিজ মালিকানার বা সরকারি লীজকৃত ভুমিতে স্থাপিত হইলে ২ (দুই) মাসের মাসিক গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ ;

(খ) মালিক ব্যতীত বা বেসরকারি লীজকৃত বা অন্যান্য ক্ষেত্রে ৪ (চার) মাসের মাসিক গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ।

(৭) নূতন সংযোগের ক্ষেত্রে ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবস এবং লোড বৃদ্ধি বা হ্রাস বা অন্যান্য ক্ষেত্রে ২০ (বিশ) কার্যদিবসের মধ্যে নির্ধারিত ব্যাংকে অর্থ জমাদান ও নিয়োজিত ঠিকাদার কর্তৃক দাখিলকৃত, বা ক্ষেত্রমত, হাত নক্সার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ, নক্সা প্রণয়ন করিয়া সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে জমাদান করিতে হইবে এবং কোম্পানি উক্ত নক্সা অনুমোদন করিবে। তবে, যেই সকল ক্ষেত্রে সার্ভিস লাইন, আরএমএস ও অভ্যন্তরীণ এমএস পাইপলাইন নির্মাণের প্রয়োজন হইবে সেই সকল ক্ষেত্রে জামানত সংক্রান্ত চাহিদাপত্রের অর্থ জমাদানের ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে নক্সা অনুমোদন করিতে হইবে। গ্রাহককে সার্ভিস লাইন, আরএমএস ও অভ্যন্তরীণ এমএস পাইপলাইন নির্মাণের ডিজাইন, ড্রইং প্রস্তুতপূর্বক নির্মাণ ব্যয় ও মালামাল ব্যয় নির্ধারণপূর্বক প্রাক্কলন প্রস্তুত ও কোম্পানির ভান্ডার হইতে প্রদানযোগ্য মালামালের চাহিদাপত্র প্রদান করা হইবে এবং যেই সকল মালামাল কোম্পানির ভান্ডার হইতে প্রদানযোগ্য হইবে না বা মজুদ না থাকিলে সেই সকল মালামাল কোম্পানির নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী গ্রাহককে বা তাহার নির্বাচিত ঠিকাদারকে সরবরাহ করিতে হইবে।

(৮) গ্রাহক কর্তৃক সরবরাহকৃত জিআই পাইপলাইন, বা ক্ষেত্রমত, এমএস পাইপলাইন মালামাল এবং কোম্পানি কর্তৃক সরবরাহকৃত এমএস পাইপ লাইনের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ পাইপলাইনের নির্মাণ কার্য কোম্পানির উপযুক্ত কর্মকর্তা বা প্রতিনিধির তত্ত্বাবধানে ঠিকাদারকে ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে।

(৯) উপ-বিধি (৮) এর অধীন নির্মিত পাইপ লাইনের চাপ পরীক্ষণের লক্ষ্যে ঠিকাদারকে ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে টেষ্ট সিডিউল জমাদান করিতে হইবে।

(১০) অভ্যন্তরীণ লাইন নির্মাণ সম্পন্ন হওয়ার ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে কোম্পানির সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের কর্মকর্তা বা প্রতিনিধি উক্ত লাইনের চাপ পরীক্ষা করিবেন।

(১১) গ্রাহক, ঠিকাদার ও কোম্পানির কার্য তদারককারি প্রতিনিধি কর্তৃক যৌথভাবে স্বাক্ষরিত কার্য সমাপনী প্রতিবেদন ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট জোন বা আঞ্চলিক কার্যালয়ে দাখিল করিতে হইবে।

(১২) গ্রাহক সংশ্লিষ্ট সংস্থার নিকট হইতে রাস্তা খননের অনুমতিপত্র সংগ্রহপূর্বক আঞ্চলিক কার্যালয়ে দাখিল করিবেন এবং অনুমতিপত্র জমা দেওয়ার পর ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে গ্রাহক ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের নিয়ন্ত্রনকারী কর্মকর্তা গ্যাস বিক্রয় চুক্তি সম্পাদন করিবেন।

(১৩) চুক্তি সম্পাদনের পরবর্তী ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে উহা রাইজারের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করিবেন এবং পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে সার্ভিস লাইন, রাইজার নির্মাণ করিতে হইবে, তবে রাইজার ঠিকাদার নির্বাচিত না থাকিলে গ্রাহক কর্তৃক নিয়োজিত ঠিকাদার দ্বারা ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে সার্ভিস লাইন, রাইজার, বা ক্ষেত্রমত, আরএমএস নির্মাণ ও টেষ্টিং সম্পন্ন করিতে হইবে। এই ক্ষেত্রে সার্ভিস লাইন, রাইজার বা আরএমএস ও অভ্যন্তরীণ এমএস পাইপলাইন নির্মাণের ক্ষেত্রে নক্সা অনুমোদনের পর ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে কোম্পানির ভান্ডার হইতে গ্রাহকের পক্ষ থেকে মালামাল উত্তোলন করিবার জন্য ঠিকাদারকে মালামালের এমআইভি ইস্যুকরণ এবং ঠিকাদারকে ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে মালামাল উত্তোলন করিয়া কাজ আরম্ভ করিতে হইবে।



R

(১৪) রাইজার বা আরএমএস, সার্ভিস লাইন নির্মাণের ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে রাইজার বা আরএমএস এর মিটার ও সংবেদনশীল যন্ত্রপাতি প্রয়োজনীয় সীলকরণসহ, বা ক্ষেত্রমত, আরএমএস বা মিটার ক্যাবিনেটভুক্তকরণ এবং গ্যাস সংযোগ কমিশনিং করিতে হইবে।

(১৫) সংযোগ প্রদানের অব্যবহিত পরই কোম্পানি কর্তৃক গ্রাহককে স্বাক্ষরিত চুক্তিপত্র, মিটার কার্ড ও কমিশনিং কার্ড হস্তান্তর করিতে হইবে এবং কোন কার্ড হারাইয়া গেলে ১ (এক) শত টাকা জমাদানপূর্বক গ্রাহককে ডুপ্লিকেট কার্ড সংগ্রহ করিতে হইবে।

(১৬) গ্যাস সংযোগ প্রদান সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি কোম্পানি কর্তৃক সংযোগ রেজিষ্টার, সংযোগ কার্ড ও কম্পিউটারে সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং বিলিং ব্যবস্থার জন্য রাজস্বভুক্ত ও এমআইএসভুক্তকরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

### শিল্প, মৌসুমী, ক্যাপটিভ পাওয়ার, সিএনজি, চা বাগান গ্রাহক, ইত্যাদি

১২। **শিল্প, মৌসুমী, ক্যাপটিভ পাওয়ার, সিএনজি, চা বাগান গ্রাহক**। -(১) আবেদনপত্র-

(ক) আবেদনকারী বা প্রাথমিক সম্মতিপত্র প্রাপ্ত আবেদনকারীকে কোম্পানির সংশ্লিষ্ট কার্যালয়, গ্রাহক সেবা বুথ, ওয়ানস্টপ সার্ভিস সেন্টার হইতে সংগ্রহ বা কোম্পানির ওয়েবসাইট হইতে ডাউনলোড করিতে হইবে;

(খ) আবেদনপত্র ফি বাবদ, এই বিধিমালা জারির বৎসরে ২ (দুই) হাজার টাকা এবং পরবর্তী প্রতি বৎসরে ১ (এক) শত টাকা হারে বৃদ্ধিপূর্বক পুনর্নির্ধারিত ফি নির্ধারিত ব্যাংক বা কোম্পানির সংশ্লিষ্ট হিসাব শাখার ক্যাশ কাউন্টারে জমাদান করিতে হইবে;

(গ) যথাযথভাবে পূরণ করিয়া সংশ্লিষ্ট দপ্তর বা জোন বা আঞ্চলিক বিতরণ কার্যালয়ে জমাদান করিতে হইবে।

(২) আবেদনপত্রের সহিত নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র জমাদান করিতে হইবে,-

(ক) আবেদনকারীর পাসপোর্ট সাইজের ৩ (তিন) কপি সত্যায়িত ছবি;

(খ) জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি;

(গ) হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্সের সত্যায়িত ফটোকপি;

(ঘ) টিআইএন সনদপত্র;

(ঙ) নিবন্ধনকৃত কোম্পানি হইলে মেমোরেন্ডাম অব আর্টিকেলস এন্ড এসোসিয়েশন এবং সার্টিফিকেট অব ইনকরপোরেশন;

(চ) জমির মালিকানার দালিলিক প্রমাণ হিসাবে জমির দলিল, পর্চা, খতিয়ান বা নামজারির কাগজ এবং দাখিলা বা ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের রশিদ;

(ছ) শিল্পটি ভাড়াকৃত স্থানে বা বেসরকারি মালিকানাধিন লীজকৃত স্থানে স্থাপিত হইলে ভুমির মালিকানার জন্য দফা (চ) তে বর্ণিত দালিলিক প্রমাণাদি, ভাড়া চুক্তিপত্র এবং আবেদনপত্রে প্রতিষ্ঠানের মূল মালিকের স্বাক্ষরসহ দাখিল;

(জ) শিল্প লীজকৃত ভুমিতে স্থাপিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে লীজ প্রদানকারীর সহিত সম্পাদিত চুক্তিপত্র এবং দফা (চ) তে বর্ণিত দালিলিক প্রমাণ;

(ঝ) ফ্যাক্টরীর লে-আউট প্ল্যান;

(ঞ) নিয়োজিত ঠিকাদার কর্তৃক প্রণীত প্রস্তাবিত সার্ভিস লাইন, ক্ষেত্রমত, বিতরণ লাইন, উৎস ডিআরএস/টিবিএস/স্টেশন নির্মাণ বা আপগ্রেডেশন, রাইজার বা আরএমএস, গ্যাস সরঞ্জামের ও মালামালের স্পেসিফিকেশন সম্বলিত অভ্যন্তরীণ পাইপ লাইনের ৪ (চার) কপি খসড়া নক্সা;

(ট) স্থাপিতব্য গ্যাস সরঞ্জাম, বয়লার এবং ক্যাপটিভ পাওয়ারের জন্য জেনারেটর বা ইঞ্জিন –

(অ) জ্বালানি দক্ষতা সম্পন্ন (energy efficient) মর্মে ঘোষণা প্রদান এবং ক্ষেত্রমত, গ্যাস সরঞ্জামাদির কারিগরি ক্যাটালগ সংযুক্তকরণ;

(আ) বয়লারের তাপীয় দক্ষতা ন্যূনতম ৮২% এবং কেবল জেনারেটরের ইলেক্ট্রিক্যাল দক্ষতা ন্যূনতম ৩৫% হইতে হইবে;

(ই) স্থানীয়ভাবে প্রস্তুতকৃত, সংযোজিত বা পুরাতন হইলে এবং তজ্জন্য সরঞ্জামাদির কারিগরি ক্যাটালগ প্রদান করা সম্ভব না হইলে উহার ড্রয়িংসহ বিস্তারিত বিবরণ দাখিল করিতে হইবে;

(ঈ) বিদ্যমান সরঞ্জাম বা পুরাতন সরঞ্জাম এর জ্বালানি দক্ষতা নিশ্চিত করিবার জন্য সার্টিফাইড এনার্জি অডিটর রহিয়াছে এইরূপ কোনো এনার্জি অডিটিং ফার্ম বা সরকার কর্তৃক স্বীকৃত কোন প্রতিষ্ঠানের প্রত্যয়নপত্র দাখিল করিতে হইবে;

(ঠ) প্রস্তাবিত স্থানে চালু বা বিচ্ছিন্নকৃত গ্যাস সংযোগের বিপরীতে কোম্পানির সমুদয় পাওনা পরিশোধ সংক্রান্ত রাজস্ব ছাড়পত্র;

(ড) প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে, পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র;

(ঢ) নির্ধারিত আবেদন ফি জমাদানের রশিদ;

(ণ) ঠিকাদার নিয়োগ এবং পারিশ্রমিকের সমঝোতাপত্র ;

(ত) প্রতিষ্ঠান বা কারখানা পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সরকার, কমিশন, সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর বা সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত পুর্বানুমতিপত্র বা সনদপত্র এর সত্যায়িত কপি।

(৩) গ্যাস লাইন নির্মাণের জন্য ঠিকাদার নিয়োগ-

(ক) অভ্যন্তরীণ এমএস পাইপলাইনের ক্ষেত্রে কোম্পানির তালিকাভুক্ত প্রযোজ্য অনুযায়ী ১.২ বা ১.৩ বা ১.৪ ক্যাটাগরির; এবং

(খ) সার্ভিস লাইন, আরএমএস, অভ্যন্তরীণ লাইন, ক্ষেত্রমত, বিতরণ লাইন, উৎস ডিআরএস বা গ্যাস স্টেশন আপগ্রেডেশন বা নির্মাণের জন্য কোম্পানির তালিকাভুক্ত প্রযোজ্য অনুযায়ী ১.৩ বা ১.৪ বা উভয় ক্যাটাগরীর,

ঠিকাদার নির্বাচন করিতে হইবে।

(৪) গ্যাস সংযোগ গ্রহণে আগ্রহী ব্যক্তিকে নিম্নবর্ণিত প্রক্রিয়া অনুসরণক্রমে ঠিকাদার নিয়োগ করিতে হইবে,-

(ক) ঠিকাদার নিয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দপ্তর বা জোন বা আঞ্চলিক কার্যালয় বা ওয়েবসাইট হইতে ডাউনলোড করিয়া প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহপূর্বক প্রাথমিকভাবে উপযুক্ত ঠিকাদার বাছাইকরণ;



R

(খ) প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত ঠিকাদার উপযুক্ত ক্যাটাগরির কিনা সে বিষয়ে এবং উহার অনুকুলে হালনাগাদ ইস্যুকৃত পরিচয়পত্র সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া;

(গ) বিতরণ লাইন, সার্ভিস লাইন, আরএমএস, অভ্যন্তরীণ লাইনসহ, ক্ষেত্রমত, উৎস গ্যাস স্টেশন আপগ্রেডেশন বা নির্মাণ কোম্পানির প্রাক্কলিত মূল্যের উপর ভিত্তি করিয়া নির্মাণ ব্যয়ের বিষয়ে ঠিকাদারের সহিত সমঝোতাপত্র সম্পাদন।

(৫) ঠিকাদারের সহিত সম্পাদিত সকল আর্থিক লেনদেনের কাগজাদিতে ঠিকাদারের স্বাক্ষর গ্রহণপূর্বক উহা সংরক্ষণ করিতে হইবে।

১৩। **শিল্প, ক্যাপটিভ পাওয়ার, সিএনজি, চা বাগান এবং মৌসুমী গ্রাহককে গ্যাস সংযোগ প্রদান করিবার ক্ষেত্রে অনুসরণীয় প্রক্রিয়া।**-(১) আবেদনকারী বা প্রাথমিক সম্মতিপত্র প্রাপ্ত আবেদনকারীকে সংশ্লিষ্ট জোন, আঞ্চলিক কার্যালয়ে অবস্থিত গ্রাহক সেবা বুথ, ওয়ানস্টপ সার্ভিস সেন্টার বা কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবেদনপত্রের সহিত সংযোজিত সকল কাগজপত্র চেকলিস্টের সহিত মিলাইয়া আবেদনপত্র গ্রহণপূর্বক রেজিস্টার বা কম্পিউটারে লিপিবদ্ধ করিয়া একটি ক্রমিক নম্বর ও তারিখ সম্বলিত কম্পিউটারাইজড প্রাপ্তি স্বীকারপত্র আবেদনকারীকে হস্তান্তর করিবেন, তবে আবেদনপত্রের সহিত প্রদত্ত কাগজপত্রের ঘাটতি থাকিলে উহা আবেদনকারীকে তাৎক্ষণিক লিখিতভাবে অবহিত করিবেন।

(২) সংশ্লিষ্ট জোন, কার্যালয় প্রধান বা তদকর্তৃক মনোনীত উপযুক্ত কর্মকর্তা আবেদনপত্র প্রাপ্তির পরবর্তী ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে প্রস্তাবিত কারখানা সরেজমিন পরিদর্শন, জরিপ পরিচালনা ও সম্ভাব্যতা যাচাই করিবেন এবং সম্ভাব্যতা যাচাইকালে জরিপকারি বা নথি পরীক্ষাকারী কর্মকর্তা নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি সম্পর্কে নিশ্চিত হইবেন,-

(ক) গ্রাহকের প্রস্তাবিত বার্নার বা সরঞ্জাম বা স্থাপনার পূর্ণ ক্ষমতার ভিত্তিতে যথাযথভাবে লোড নিরূপণ হইবে। তবে, বয়লারের উৎপাদিত স্টীম আংশিক ক্যাপটিভ পাওয়ার ও প্রসেস শিল্পে বিভাজন হইয়া ব্যবহার হইলে সেই ক্ষেত্রে নির্ধারিত খাতের বিভাজনের অনুপাত অনুযায়ী গ্যাস ব্যবহারের পরিমাপ বিভাজন হইবে এবং সুনির্দিষ্ট বিভাজন না থাকিলে সেই ক্ষেত্রে ক্যাপটিভ পাওয়ারের জন্য ৭০% এবং প্রসেস শিল্পের জন্য ৩০% স্টীমের বিভাজন অনুযায়ী গ্যাস ব্যবহার নির্ধারণ গণ্য হইবে;

(খ) প্রস্তাবিত আরএমএস বা সিএমএস সংশ্লিষ্ট কারখানার প্রধান ফটকের যে কোন পার্শ্বে ১০ (দশ) মিটারের মধ্যে ও সীমানা প্রাচীরের অভ্যন্তরে অনধিক ২ (দুই) মিটারের মধ্যে অবস্থান এবং আরএমএস পর্যন্ত যাতায়াতের রাস্তা সুগম হওয়া নিশ্চিতকরণ;

(গ) একই মালিকানা বা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের একই হোল্ডিং এর মধ্যে একাধিক বা পৃথক কারখানা পাশাপাশি স্থাপনের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র সার্ভিস লাইন ও স্বতন্ত্র আরএমএস স্থাপন;

(ঘ) একই শিল্প প্রতিষ্ঠান বা একই কারখানায় শিল্প শ্রেণি ও ক্যাপটিভ পাওয়ার শ্রেনি বা ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণির গ্রাহককে একই আরএমএস বা সিএমএস দ্বারা গ্যাস সংযোগ প্রদান করিতে হইবে। এই ক্ষেত্রে একই আরএমএস এ কারিগরি কারনে রেগুলেটিং রান এক বা যৌথ হইলেও শ্রেণিভিত্তিক পৃথক মিটারিং রান হইতে হইবে;

(ঙ) একই শিল্প প্রতিষ্ঠান বা কারখানায় শিল্প ও ক্যাপটিভ পাওয়ার শ্রেনি বা ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণির গ্রাহককে একই আরএমএস বা সিএমএস দ্বারা গ্যাস সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে উক্ত গ্রাহকের সহিত প্রত্যেক শ্রেণির জন্য পৃথক পৃথক চুক্তি সম্পাদন করিতে হইবে।

(চ) বিদ্যমান গ্রাহকের গ্যাস ব্যবহারের অসুবিধা সৃষ্ট হইতে পারে এমনভাবে একক কোন গ্রাহকের জন্য পৃথক ডিআরএস বা নেটওয়ার্ক করা যাইবে না।

(৩) বিদেশ হইতে আমদানিকৃত স্থাপনা বা বার্নার এর ঘন্টাপ্রতি লোড ক্যাটালগ অনুসরণক্রমে এবং দেশীয় প্রযুক্তিতে প্রস্তুতকৃত গ্যাস স্থাপনার পরিমাপ বা আয়তনের ভিত্তিতে ঘন্টা প্রতি লোড এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য চালনাধীচ ও বিচ্যুতি গুনণীয়ক অনুযায়ী মাসিক লোড ও ন্যূনতম লোড নির্ধারণ করিতে হইবে।

(৪) জরীপ বা সম্ভাব্যতা যাচাই পরবর্তী ২০ (বিশ) কার্যদিবসের মধ্যে গ্যাস সরবরাহের জন্য ১ (এক) বছর মেয়াদি মঞ্জুরিপত্র, বা ক্ষেত্রমত, অসম্মতিপত্র প্রদান করিতে হইবে এবং আবেদনকারীকে মঞ্জুরিপত্রের শর্তাদি পালনের সম্মতি সূচকপত্র স্বাক্ষরপূর্বক জমাদান করিতে হইবে, তবে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে উক্ত মেয়াদ বৃদ্ধি করা যাইবে।

(৫) সংশ্লিষ্ট কার্যালয় নির্ধারিত কমিশনিং ফি এবং জামানত বাবদ অর্থ প্রদান সংক্রান্ত চাহিদাপত্র পরবর্তী ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে গ্রাহককে প্রদান করিবে।

(৬) চাহিদাপত্র ইস্যুর ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে আবেদনকারীকে নির্দিষ্টকৃত ব্যাংকে অর্থ জমাদান করিতে হইবে।

(৭) আবেদনকারী কর্তৃক উপযুক্ত ক্যাটাগরীর ঠিকাদার নিয়োগপূর্বক সার্ভিস লাইন, আরএমএস ও অভ্যন্তরীণ লাইন, ক্ষেত্রমত, উৎস ডিআরএস আপগ্রেডেশন বা নির্মাণের নক্সা দাখিল করিতে হইবে এবং নক্সায় কারখানার প্রধান ফটক, আরএমএস বা সিএমএস, ক্ষেত্রমত, সিএমএস নিয়ন্ত্রণকক্ষ বা অফিস, আরএমএস বা সিএমএস কক্ষের প্রবেশ পথ, প্রস্তাবিত গ্যাস স্থাপনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ, গ্যাস ব্যবহারের উদ্দেশ্য ও উৎপাদন পন্য, উৎপাদন ক্ষমতা, গ্যাস চাহিদাসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

(৮) জামানত সংক্রান্ত চাহিদাপত্রের অর্থ জমাদানের রশিদ প্রাপ্তির ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে কোম্পানি কর্তৃক নক্সা অনুমোদন করিতে হইবে এবং সার্ভিস লাইন, আরএমএস ও অভ্যন্তরীণ লাইন নির্মাণ কোম্পানির অর্থ বিভাগ/দপ্তর কর্তৃক পূর্ব ঘোষিত/জারিকৃত মালামালের মূল্যহার অনুযায়ী গ্রাহককে সার্ভিস লাইন, আরএমএস ও অভ্যন্তরীণ এমএস পাইপলাইন, অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের মালামালের প্রাক্কলন প্রস্তুতকরণ ও কোম্পানির ভান্ডার হইতে প্রদানযোগ্য মালামালের গ্রাহক মুল্যে চাহিদাপত্র গ্রাহককে প্রদান করিতে হইবে এবং যেই সকল মালামাল কোম্পানির ভান্ডার হইতে প্রদানযোগ্য হইবে না বা মজুদ না থাকিলে সেই সকল মালামাল কোম্পানির নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী গ্রাহককে বা তাহার নির্বাচিত ঠিকাদারকে সরবরাহ করিতে হইবে। তবে, কোম্পানি কর্তৃক আরএমএস সরবরাহ করা হইলে চাহিদাপত্রে উহার মূল্য অন্তর্ভুক্ত থাকিবে না।

(৯) আবেদনকারীকে চাহিদাপত্র অনুযায়ী মালামালের অর্থ ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নির্দিষ্টকৃত ব্যাংকে জমাদান করিতে হইবে।

(১০) মালামালের মূল্য পরিশোধের ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে সার্ভিস লাইন, রাইজার বা আরএমএস ও অভ্যন্তরীণ এমএস পাইপলাইন, অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে নক্সা অনুমোদনের পর ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে কোম্পানির ভান্ডার হইতে গ্রাহকের অনুকুলে ঠিকাদারকে মালামালের এমআইভি ইস্যুকরণ এবং ঠিকাদারকে ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে মালামাল উত্তোলন করিতে হইবে ।

(১১) গ্যাস লাইন স্থাপনের জন্য গ্রাহক সংশ্লিষ্ট সংস্থার নিকট হইতে রাস্তা খননের অনুমতিপত্র সংগ্রহ করিয়া কোম্পানির নিকট দাখিল করিবেন।

(১২) গ্রাহকের বা ঠিকাদারের পক্ষ থেকে মালামাল সরবরাহের পর উহার গুনগত মান যাচাইক্রমে ঠিকাদার কর্তৃক কোম্পানির প্রতিনিধির তত্ত্বাবধানে অনুমোদিত কার্য সিডিউল অনুযায়ী সার্ভিস লাইন, আরএমএস, অভ্যন্তরীণ পাইপলাইন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিতরণ লাইন, উৎস গ্যাস স্টেশন আপগ্রেডেশন নির্মাণ করিবেন এবং প্রাপ্ত অনুমোদন অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ লাইন মাটির উপর স্থাপন রাখা বা করা বাধ্যতামলূক হইবে। তবে, কোন গ্রাহক সিএমএস বিদেশ হইতে টার্ণ-কি ভিত্তিতে আমদানিপূর্বক স্থাপন ও কমিশনিং করিতে চাহিলে সেই ক্ষেত্রে কোম্পানির অনুমোদিত ডিজাইন, স্পেসিফিকেশন ও নক্সা অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহন করিতে পারিবে এবং কোম্পানির কারিগরি টীমের সার্বিক তত্ত্বাবধানে সম্পাদন করিতে হইবে। কোন আরএমএস বা সিএমএস পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষনের জন্য সার্বক্ষণিক অপারেটর প্রয়োজন দেখা দিলে, সেই ক্ষেত্রে গ্রাহক আরএমএস বা সিএমএস প্রাঙ্গনে কন্ট্রোল রুম ও দায়িত্ব পালনকারি কোম্পানির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের সার্বক্ষণিক অবস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় আবাসিক সুবিধা প্রদান করিবে। সিএমএস পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষণ করিবার জন্য গ্রাহক ন্যূনতম ২ (দুই) বছরের স্পেয়ার পার্টস সরবরাহ করিবে।

(১৩) পাইপলাইন নির্মাণের ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে কোম্পানি উপযুক্ত কর্মকর্তা বা কারিগরি টীমের মাধ্যমে লাইনের চাপ পরীক্ষা করিবে।



R

(১৪) ঠিকাদারকে-

(ক) এ্যাজবিল্ট নক্সা দাখিল করিতে হইবে;

(খ) এ্যাজবিল্ট নক্সা জমা দেওয়ার পূর্বে গ্রাহক কর্তৃক কোম্পানির ডিজাইন অনুযায়ী কিছু অংশে চেইন লিংক ফেন্সিং সহযোগে বা বাহির হইতে দেখা যায় এইরূপ ব্যবস্থা সম্বলিত আরএমএস বা সিএমএস কক্ষ নির্মাণ করিতে হইবে;

(গ) নক্সা স্কেল অনুযায়ী হইতে হইবে এবং উহাতে সুনির্দিষ্টভাবে স্থাপনার নাম, আকার, মডেল, প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান, দেশ ও স্থাপনা সম্পর্কিত ক্ষমতার তথ্য উল্লেখ করিতে হইবে।

(১৫) এই বিধির অধীন-

(ক) ঠিকাদার, গ্রাহক ও কোম্পানির কোনো কার্য তদারককারি কর্মকর্তা বা প্রতিনিধি কর্তৃক যৌথভাবে স্বাক্ষরিত এ্যাজবিল্ট নক্সাসহ কার্যসমাপনী প্রতিবেদন দাখিল করিতে হইবে;

(খ) কার্যসমাপনী প্রতিবেদন দাখিলের ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে উপযুক্ত কর্মকর্তাকে কারখানা পরিদর্শনপূর্বক অনুমোদিত নক্সা অনুযায়ী মান সর্ম্পকে নিশ্চিত হইয়া উহা অনুমোদন করিতে হইবে;

(গ) অনুমোদিত নক্সা হইতে স্থাপনায় কোন ব্যত্যয় করিতে হইলে উহার উপর যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে;

(ঘ) কার্যসমাপনী প্রতিবেদন দাখিলের ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে গ্রাহকের সহিত গ্যাস বিক্রয় চুক্তি সম্পাদন করিতে হইবে।

(১৬) চুক্তি সম্পাদনের ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে সার্ভিস লাইন, আরএমএস, অভ্যন্তরীণ পাইপলাইন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিতরণ লাইন, ক্ষেত্রমত, উৎস স্টেশন আপগ্রেডেশনক্রমে কমিশনিং করিতে হইবে এবং একই দিনে আরএমএস এর মিটার ও সংবেদনশীল যন্ত্রপাতি প্রয়োজনীয় সীলকরণসহ, বা ক্ষেত্রমত, আরএমএস বা মিটার ক্যাবিনেটভুক্ত করিতে হইবে।

(১৭) যেই তারিখে আরএমএস বা সিএমএস স্থাপন সম্পন্ন হইবে বা কমিশনিং করা হইবে উক্ত তারিখেই গ্যাস সরবরাহ আরম্ভ করিতে হইবে।

(১৮) গ্যাস সরবরাহ চালুর অব্যবহিত পরই কোম্পানি কর্তৃক গ্রাহককে স্বাক্ষরিত চুক্তিপত্র, মিটার কার্ড ও সংযোগ কার্ড প্রদান করিতে হইবে।

(১৯) গ্যাস সংযোগ প্রদান সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংযোগ রেজিষ্টার ও কম্পিউটারে সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং বিলিং ব্যবস্থার জন্য রাজস্বভুক্ত ও এমআইএসভুক্তকরণ হইতে হইবে।

১৪। বৃহৎ গ্রাহক হিসাবে **বিদ্যুৎ, সার কারখানা, আইপিপি, এসপিপি, সিআইপিপি,** ক্যাপটিভ পাওয়ার, শিল্প **এবং ভবিষ্যৎ সৃষ্ট অন্য কোন গ্রাহক।**- (১) বিদ্যুৎ, সার কারখানা, আইপিপি, এসপিপি, সিআইপিপি এবং ভবিষ্যৎ সৃষ্ট অন্য কোন গ্রাহককে গ্যাস সংযোগ প্রদান সংক্রান্ত কর্মপ্রক্রিয়া বিতরণ কোম্পানি এবং গ্রাহকের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে প্রণীত গ্যাস বিক্রয় চুক্তির (Gas Sales Agreement-GSA) ভিত্তিতে সম্পন্ন করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর বর্ণিত চুক্তিতে গ্যাস সংযোগ প্রদান প্রক্রিয়াসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়াদি উল্লেখ করিতে হইবে।

(৩) এই সকল প্রতিষ্ঠানের গ্যাস সংযোগ পেট্রোবাংলা, কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ, সরকার এর নির্দেশনা অনুযায়ী বাস্তবায়িত হইবে।

(৪) বিধিমালার মৌলিক বিধি বিধান এই সকল গ্রাহকের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে। এই সকল গ্রাহকের ক্ষেত্রে সার্ভিস লাইন, সিএমএস, অভ্যন্তরীণ লাইন, ক্ষেত্রমত, উৎস ডিআরএস বা গ্যাস স্টেশন নির্মাণ বা আপগ্রেডেশন, বিতরণ লাইন গ্রাহক অর্থায়নে ও কোম্পানির প্রতিনিধির তদারকিতে সম্পন্ন হইবে।

(৫) যেই সকল প্রতিষ্ঠান বিদ্যুৎ উৎপাদন করিয়া আংশিক নিজস্ব প্রতিষ্ঠান বা চুক্তিবদ্ধ অন্য প্রতিষ্ঠানে বা অন্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সরবরাহ করিবে এবং আংশিক জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করিয়া থাকে বা করিবে তাহা সিআইপিপি বা এসপিপি যেই নামেই অভিহিত হউক না কেন উৎপাদিত বিদ্যুতের যেই পরিমাণ জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ হইবে উহার বিপরীতে নিরূপিত গ্যাসের ব্যবহার বিদ্যুৎ শ্রেণির এবং যেই পরিমাণ বিদ্যুৎ নিজস্ব প্রতিষ্ঠান বা চুক্তিবদ্ধ অন্য শিল্প প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ হইয়া থাকে বা হইবে উহার বিপরীতে ব্যবহৃত গ্যাস ক্যাপটিভ পাওয়ার শ্রেণির হিসাবে গ্যাস বিল নির্ধারণ করিতে হইবে।

(৬) বিদ্যুৎ, সার, আইপিপি, মৌসুমী গ্রাহকের ক্ষেত্রে নির্ধারিত হারে নিরাপত্তা জামানত জমা দিতে হইবে।

(৭) এই সকল গ্রাহকের ক্ষেত্রে কোম্পানির বিতরণ লাইন থেকে, বা ক্ষেত্রমত, উৎস ডিআরএস বা টিবিএস বা সিজিএস হইতে গ্রাহক আঙ্গিনা পর্যন্ত বিতরণ লাইন, গ্রাহক আঙ্গিনায় সিএমএস এবং সিএমএস থেকে প্রতিষ্ঠানের গ্যাস সরঞ্জামাদির সহিত অভ্যন্তরীণ পাইপলাইন মালামাল যন্ত্রপাতি ও নির্মাণ কার্যাদি গ্রাহক অর্থায়নে সম্পাদন হইবে। এই সকল অবকাঠামো নির্মাণে গ্রাহক ডিপজিটরী অর্থায়নে কোম্পানির মাধ্যমে সম্পাদনের ব্যবস্থা করা যাইবে। তবে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে গ্রাহক কর্তৃক কোম্পানির ১.৪ শ্রেণির ঠিকাদার দ্বারা পাইপলাইন, সিএমএস এর ডিজাইন, ড্রইং ও ব্যবহৃতব্য মালামালের ও যন্ত্রপাতির স্পেসিফিকেশন সম্বলিত তথ্যাদি কোম্পানির অনুকূলে দাখিল করিতে হইবে। তবে টার্ণ-কি পদ্ধতিতে কোম্পানির অনুমোদিত ডিজাইন, ড্রইং ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বৈদেশিক ঠিকাদার বা সরবরাহকারির মাধ্যমে সিএমএস, মালামাল ও যন্ত্রপাতি আমদানি এবং সাইটে স্থাপন, টেষ্টিং ও কমিশনিং করা যাইবে। সাইটে কোন ফ্যাব্রিকেশন কাজের জন্য কোম্পানির বা পেট্রোবাংলার অন্যান্য কোম্পানির তালিকাভুক্ত ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এবং সকল কার্যাদি কোম্পানির সার্বিক তদারকিতে কারিগরি টীমের তত্ত্বাবধানে সম্পাদিত হইবে। সরকারি প্রতিষ্ঠানও তদ্রুপভাবে গ্যাস অবকাঠামো স্থাপনের ব্যবস্থা করিতে পারিবে। বিদ্যমান গ্রাহকের গ্যাস ব্যবহারের অসুবিধা সৃষ্ট হইতে পারে এমন ভাবে একক কোন গ্রাহকের জন্য পৃথক ডিআরএস বা নেটওয়ার্ক করা যাইবে না।

(৮) সিএমএস পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সিএমএস প্রাঙ্গনে কন্ট্রোল রুম ও দায়িত্ব পালনকারিগণের সার্বক্ষণিক অবস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় আবাসনের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে। সিএমএস পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবার জন্য ন্যূনতম ২ (দুই) বছরের জন্য স্পেয়ার পার্টস গ্রাহককে সরবরাহের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

১৫। **কোম্পানির ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা**।- (১) গ্রাহকের আবেদনের প্রেক্ষিতে নতুন গ্যাস সংযোগ ও লোড বৃদ্ধি, হ্রাস, পরিবর্তন, পুনর্বিন্যাস এবং মালিকানা পরিবর্তন, রাইজার ও আরএমএস স্থানান্তর, মিটার পরিবর্তন, চাপ পুনর্নির্ধারণসহ অন্যান্য কার্যক্রম তফসিল-৩ এ উল্লিখিত কর্মকর্তা কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন,-

(ক) সরকার, কমিশন বা পেট্রোবাংলা বা কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ উক্ত ক্ষমতা পরিবর্তন করিতে পারিবে;

(খ) যেই সকল সংযোগের ক্ষেত্রে সরকার, কমিশন বা পেট্রোবাংলা বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নীতিগত অনুমোদন বা সিদ্ধান্তের প্রয়োজন হইবে সেই সকল ক্ষেত্রে উহা অনুমোদিত হইবার পর কোম্পানি প্রান্তে পরবর্তী প্রক্রিয়া আরম্ভ করিবে।

(৩) গৃহস্থালি ব্যতীত অন্যান্য শ্রেণির গ্রাহকের গ্যাস সংযোগ সংক্রান্ত কার্যাদি গ্যাস বিতরণ কোম্পানির নেটওয়ার্ক এবং গ্যাস স্টেশনের কারিগরি সক্ষমতা ও গ্যাসের পর্যাপ্ত প্রাপ্যতা ও বিধিমালার সহিত সামঞ্জস্যতা বিবেচনান্তে সম্ভাব্যতা যাচাইকরণ এবং গ্যাস অবকাঠামোর ডিজাইন, ড্রইং, প্রাক্কলনসহ অন্যান্য কারিগরি বিষয়াদি কোম্পানির গ্যাস সংযোগ সংক্রান্ত কারিগরি স্ট্যান্ডিং কমিটির মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করিয়া সংযোগ প্রক্রিয়াকরণ করিতে হইবে।

[বি.দ্র. এই বিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন সরকার জনস্বার্থে যে কোন গ্রাহক শ্রেণিতে নতুন গ্যাস সংযোগ প্রদানের কার্যক্রম আদেশ দ্বারা স্থগিত করিতে পারিবেন)

অংশ-২

## বিভিন্ন প্রকার ফি ও চার্জ

১৬। **প্রাথমিক সম্মতিপত্র** -(১) যদি কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান গৃহস্থালি বা বানিজ্যিক শ্রেণির জন্য গ্যাস সংযোগ গ্রহণের উদ্দেশ্যে প্রাথমিক সম্মতির জন্য আবেদন করিয়া, সেই ক্ষেত্রে, এই বিধিমালা জারীর বৎসরে ২ (দুই) হাজার টাকা এবং পরবর্তী প্রতি বৎসরে ১ (এক) শত টাকা হারে বৃদ্ধিপূর্বক পুনর্নির্ধারিত ফি আবেদনকারি কর্তৃক পরিশোধ সাপেক্ষে সম্ভাব্যতা যাচাইক্রমে প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়াদি ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে সম্পন্ন করিয়া প্রাথমিক সম্মতি প্রদান বা অসম্মতিপত্র জ্ঞাপন করিতে হইবে।

(২) যদি কোনো উদ্যোক্তা শিল্প, সিএনজি, ক্যাপটিভ পাওয়ার, মৌসুমী গ্রাহক, বিদ্যুৎ, আইপিপি, সিআইপিপি, এসপিপি, সার বা চা বাগান এ গ্যাস সংযোগ গ্রহণের উদ্দেশ্যে প্রাথমিক সম্মতির জন্য আবেদন করিয়া, সেই ক্ষেত্রে আবেদনকারী গ্যাস লোড, প্রস্তাবিত সরঞ্জাম ও প্রতিষ্ঠানের অবস্থান উল্লেখপূর্বক এই বিধিমালা জারীর বৎসরে ১০ (দশ) হাজার টাকা, এবং পরবর্তী প্রতি বৎসরে ৫ (পাঁচ) শত টাকা হারে বৃদ্ধিপূর্বক পুনর্নির্ধারিত ফি জমাদান করিলে কোম্পানির সমীক্ষণ কমিটি কর্তৃক নেটওয়ার্কের কারিগরি সক্ষমতা ও গ্যাসের প্রাপ্যতা বিশ্লেষণসহ প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়াদি ৬০ (ষাট) কার্যদিবসের মধ্যে সম্পন্ন করিয়া আবেদনকারীকে প্রাথমিক সম্মতি প্রদান বা অসম্মতিপত্র জ্ঞাপন করিতে হইবে। তবে প্রাথমিক সম্মতি প্রদানের ক্ষেত্রে পেট্রোবাংলা, সরকার বা অন্য কোন উপযুক্ত সংস্থার বা কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে পূর্বানুমতিপত্র গ্রহণের বাধ্যবাধকতা থাকিলে উহা প্রাপ্তির পরবর্তী ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনকারীকে প্রাথমিক সম্মতি প্রদান বা অসম্মতিপত্র জ্ঞাপন করিতে হইবে।

১৭। **গৃহস্থালি গ্রাহকের সংযোগ ব্যয়**।- (১) সাধারণভাবে বিদ্যমান বিতরণ নেটওয়ার্ক লাইন হইতে পর্যায়ক্রমে সার্ভিস লাইন, আরএমএস, অভ্যন্তরীণ লাইন নির্মাণপূর্বক উক্ত লাইনের সহিত গ্যাসের সরঞ্জাম সংযোজন করিয়া গৃহস্থালি গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হইবে এবং বিতরণ লাইন না থাকিলে বা উক্ত লাইন প্রয়োজনীয় ক্ষমতা সম্পন্ন না হইলে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে গ্রাহক আঙ্গিনার নিকটবর্তী বিতরণ লাইন সম্প্রসারণের মাধ্যমে পরবর্তী কার্যক্রম সম্পাদন করিতে হইবে।

১৮। **গৃহস্থালি গ্রাহককে গ্যাস সংযোগ প্রদানের প্রক্রিয়া**।-গৃহস্থালি গ্রাহককে গ্যাস সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করিতে হইবে,-

(ক) সাধারণভাবে গ্রাহক ব্যয়ে সকল অবকাঠামো স্থাপনের জন্য মালামাল সংগ্রহ বা সরবরাহ ও নির্মাণ করিতে হইবে এবং গৃহস্থালি গ্রাহকের জন্য ২ (দুই) পিএসআইজি চাপের উর্ধ্ব চাপসহ অন্যান্য সকল শ্রেণির গ্রাহকের অভ্যন্তরীণ পাইপলাইন আবশ্যিকভাবে ভূ-উপরিস্থিত (above ground) হইতে হইবে;

(খ) গৃহস্থালি গ্রাহক কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যয় বা চার্জ জমাদান/পরিশোধ সাপেক্ষে, কোম্পানি, বা ক্ষেত্রমতে, গ্রাহক কর্তৃক, নিযুক্ত ঠিকাদারের মাধ্যমে কোম্পানি হইতে ক্রয়কৃত মালামাল দ্বারা নিকটবর্তী বিদ্যমান বিতরণ লাইন হইতে সার্ভিস লাইন, রাইজার বা আরএমএস নির্মাণ করিয়া গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হইবে, একক রাইজারের জন্য সাধারণভাবে ২০ মি. মি. ব্যাসের ৩ মিটার দৈর্ঘ্যের সার্ভিস লাইন পাইপ, একটি ২০ মি. মি. লক-উইং-কক বা ইনসুলেটিং জয়েন্টসহ ভাল্ব, একটি ২০ মিঃ মিঃ সার্ভিস টি, ক্ষেত্রমত, একটি ২০ মি. মি. ব্যাসের এমএস এলবো, প্রয়োজনীয় পরিমাণ পাইপ র‍্যাপিং, কোটিংসহ অন্যান্য সামগ্রী, বা ক্ষেত্রমত, গ্রাহক কর্তৃক নিয়োজিত কোম্পানির তালিকাভুক্ত ১.৩ শ্রেণির ঠিকাদারের মাধ্যমে কোম্পানির উপযুক্ত কর্মকর্তা বা টীমের তত্বাবধানে সার্ভিস লাইন, রাইজার বা আরএমএস নির্মাণ করিবে। গ্যাস কমিশনিংকালে রেগুলেটর, ক্ষেত্রমত, মিটার কোম্পানি স্থাপন বা সংযোজন করিবে।

(গ) ২০ মি.মি. ব্যাসের ৩ (তিন) মিটার দৈর্ঘ্য পর্যন্ত সার্ভিস লাইন নির্মাণের জন্য গ্রাহককে গ্যাস সংযোগ ব্যয় হিসাবে এই বিধিমালা জারির বৎসরে ৮ (আট) হাজার টাকা এবং পরবর্তী প্রতি বৎসরে ৪ (চার) শত টাকা হারে বৃদ্ধিপূর্বক পুনর্নির্ধারিত ফি কোম্পানিকে প্রদান করিতে হইবে।

(ঘ) নির্মাণ ব্যয়সহ সার্ভিস লাইন নির্মাণের জন্য অতিরিক্ত পাইপ এবং অন্য কোন মালামাল প্রয়োজন হইলে তজ্জন্য অতিরিক্ত নির্মাণ ব্যয় ও মালামাল ব্যয়সহ প্রকৃত নির্মাণ ব্যয় গ্রাহককে পরিশোধ করিতে হইবে এবং তদুপরি কোন প্রতিষ্ঠানের রাস্তা বা নালা, ড্রেন ও কালভার্ট কাটার ব্যয়সহ উহার মেরামত বাবদ প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যয়ও গ্রাহককে বহন করিতে হইবে;

(ঙ) একক গ্রাহকের রাইজার, সার্ভিস লাইন বা হেডার সার্ভিস লাইনের দৈর্ঘ্য নিকটস্থ গ্যাস বিতরণ লাইন হইতে গ্রাহক আঙ্গিনা পর্যন্ত সর্বাধিক ৫০ (পঞ্চাশ) মিটারের মধ্যে হইতে হইবে এবং কোন গ্রাহকের সার্ভিস লাইন ১ (এক) ইঞ্চি ব্যাসের নিম্নে অন্য কোন গ্রাহকের সার্ভিস লাইন হইতে রাইজার বা সার্ভিস লাইন নির্মাণ করা যাইবে না;

(চ) সাধারণভাবে কোন বিতরণ লাইনের সমান্তরাল বা আনুভূমিকভাবে কোন রাইজার বা সার্ভিস লাইন নির্মাণ করা যাইবে না এবং কোন রাইজার নির্মাণকালে ঠিকাদার লক-উইং-কক বা ইনসুলেটিং ভাল্ভ পর্যন্ত কার্যসম্পাদন করিবে;

(ছ) গ্যাস কমিশনিংকালে কোম্পানির সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়/দপ্তর কর্তৃক, প্রযোজ্যতা অনুযায়ী, রাইজার বা আরএমএস এ রেগুলেটর বা মিটার সংযোজন করিতে হইবে;

(জ) অভ্যন্তরীণ পাইপলাইন জিআই পাইপের হইতে হইবে, যা গ্রাহক বা তদকর্তৃক নিয়োজিত ১.১ শ্রেণির ঠিকাদার সরবরাহ করিবে এবং কোন একক গ্রাহকের অভ্যন্তরীণ জিআই লাইনের দৈর্ঘ্য রাইজার হইতে সাধারণভাবে সর্বাধিক ১ (এক) শত মিটারের বেশী হইবে না এবং উক্ত অভ্যন্তরীণ লাইন কোন রাস্তা বরাবর স্থাপন করা যাইবে না যা গ্রাহকের নিজস্ব ভবন সংলগ্ন বা ভবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিতে হইবে;

(ঝ) সংযোগ প্রক্রিয়াকরণ অবস্থায় গ্রাহক কর্তৃক সংযোগ গ্রহণ করা না হইলে সংযোগ ব্যয় বাবদ গ্রাহকের জমাকৃত সংযোগ ব্যয়ের অর্থ ফেরত প্রদান করা হইবে না, তবে কোম্পানি কর্তৃক সংযোগ প্রদান করা সম্ভব না হইলে গ্রাহকের আবেদনের প্রেক্ষিতে ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে সংযোগ ব্যয়সহ গ্রাহক কর্তৃক জমাকৃত সমুদয় অর্থ ফেরত প্রদান করিতে হইবে;

(ঞ) কোন সরকারি প্রতিষ্ঠান বা কোন সংস্থার কলোনী বা আবাসিক ক্যাম্পাসের গ্যাস সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের সীমানার অভ্যন্তরে বিতরণ বা নেটওয়ার্ক লাইন স্থাপনপূর্বক রাইজার বা আরএমএস নির্মাণক্রমে গ্যাস সংযোগ প্রদানের যাবতীয় মালামাল ও নির্মাণ কার্যাদির ব্যয় ১০% সার্ভিস চার্জসহ গ্রাহককে বহন করিতে হইবে। উক্ত কার্যাদি ডিপোজিটরী ওয়ার্ক হিসাবে কোম্পানি, বা ক্ষেত্রমত, গ্রাহক কর্তৃক নিয়োজিত কোম্পানির তালিকাভুক্ত ঠিকাদারের মাধ্যমে কোম্পানির উপযুক্ত কর্মকর্তা বা টীমের তত্ত্বাবধানে নির্মাণ করিতে হইবে।

১৯। **গৃহস্থালি গ্রাহক ব্যতীত অন্য কোন গ্রাহককে গ্যাস সংযোগ প্রদানের প্রক্রিয়া।**- গৃহস্থালি গ্রাহক ব্যতীত অন্য কোন গ্রাহককে গ্যাস সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করিতে হইবে,-

(ক) সাধারণভাবে বাণিজ্যিক শ্রেণির গ্রাহককে নির্ধারিত সংযোগ ব্যয়ের মধ্যে ২০ মি.মি. ব্যাসের ৩ (তিন) মিটার দীর্ঘ এমএস লাইনপাইপ, একটি ২০ মি.মি. ব্যাসের লক-উইং-কক বা ইনসুলেটিং ভাল্ভ , একটি ২০ মি. মি. ব্যাসের সার্ভিস টি, ২০ মি. মি. ব্যাসের একটি এমএস এলবো, প্রয়োজনীয় পরিমাণ পাইপ র‍্যাপিং, কোটিংসহ অন্যান্য সামগ্রী এবং একটি রেগুলেটর সরবরাহ করিয়া কোম্পানি বা গ্রাহক কর্তৃক নিযুক্ত ঠিকাদারের মাধ্যমে সার্ভিস লাইন নির্মাণ করিতে হইবে। গ্যাস কমিশনিংকালে রেগুলেটর ও মিটার কোম্পানি স্থাপন করিবে;

(খ) দফা (ক) তে উল্লিখিত মালামাল ছাড়াও সার্ভিস লাইন নির্মাণের জন্য অতিরিক্ত পাইপ এবং অন্য কোন মালামাল প্রয়োজন হইলে উহার মূল্যসহ প্রকৃত নির্মাণ ব্যয় গ্রাহক বহন করিবে এবং গ্যাস লোড বা কারিগরি কারণে বাণিজ্যিক গ্রাহকের সার্ভিস লাইনের ব্যাস ৩/৪ ইঞ্চি ব্যাসের অধিক ব্যাসের বিবেচনাযোগ্য হইলে উহার প্রকৃত ব্যয় গ্রাহক কর্তৃক পরিশোধযোগ্য হইবে;

(গ) গ্রাহক বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে কোম্পানির বিতরণ লাইন অপসারণ বা পুনর্বাসন এবং গ্রাহকের বিতরণ লাইন, সার্ভিস লাইন, আরএমএস, অভ্যন্তরীণ এমএস লাইন নির্মাণের বা পুনর্বাসনের প্রয়োজন, সেইক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় মালামালের জন্য কোম্পানির প্রকৃত ক্রয়মূল্যের সহিত অতিরিক্ত ১৫% ওভারহেড খরচ আদায়পূর্বক গ্রাহককে বা প্রতিষ্ঠানকে কোম্পানি হইতে মালামাল সরবরাহ করিতে হইবে, তবে কোন মালামাল কোম্পানির ভান্ডারে মজুদ না থাকিলে পূর্বানুমতি গ্রহণক্রমে উক্তরূপ মালামাল কোম্পানির নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী গ্রাহক বা ঠিকাদার কর্তৃক সরবরাহযোগ্য হইবে;



R

(ঘ) যেই ক্ষেত্রে মালামাল ও নির্মাণ ব্যয়ের প্রাক্কলিত মোট মূল্য-

(অ) ১৫ (পনের) লক্ষ টাকা পর্যন্ত ১০% হারে,

(আ) ১৫ (পনের) লক্ষ টাকার উর্ধ্ব হইতে ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত ৭.৫% হারে, এবং

(ই) ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকার উর্ধ্বে হইলে ৫% হারে,

(ঙ) কোম্পানি সার্ভিস চার্জ আরোপ করিয়া সংযোগ ব্যয়ের সহিত চাহিদাপত্রের মাধ্যমে গ্রাহকের নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে। তাহাছাড়া কোন কাজের ডিজাইন ও ড্রইং পরিবর্তনের সম্ভাবনা থাকিলে বা বিস্তারিত সুনির্দিষ্টভাবে ডিজাইন, ড্রইং করা সম্ভব না হইলে বা কাজটি বাস্তবায়নে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হইলে সেই ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১০% হারে কন্টিজেন্সী হিসাবে, ক্ষেত্রমত মুদ্রাস্ফীতির জন্য, সর্বোচ্চ ১০% হারে, প্রাক্কলনে অন্তর্ভুক্ত হইবে যা কাজ সম্পন্ন শেষে প্রকৃত কাজের ভিত্তিতে সমন্বয়যোগ্য হইবে। তবে কোম্পানির নিজস্ব কাজের ক্ষেত্রে কোম্পানির জন্য প্রযোজ্য প্রকৃত মূল্য অনুযায়ী প্রাক্কলন হইবে;

(চ) বাণিজ্যিক গ্রাহক কর্তৃক প্রযোজ্য হারে অর্থ জমাদান সাপেক্ষে কোম্পানি বা তদকর্তৃক নিযুক্ত ১.৩ শ্রেণির ঠিকাদারের মাধ্যমে কোম্পানি হইতে ক্রয়কৃত মালামাল দ্বারা রাইজার বা সার্ভিস লাইন প্রযোজ্যমতে ১.১/১.২/১.৩ শ্রেণির ঠিকাদারের মাধ্যমে গ্রাহকের নিজস্ব আঙ্গিনায় অভ্যন্তরীণ লাইন নির্মাণ করিতে হইবে;

(ছ) শিল্প, মৌসুমী, চা বাগান, বিদ্যুৎ, সার, আইপিপি, এবং ক্যাপটিভ পাওয়ার শ্রেণির গ্রাহক কর্তৃক বিতরণ লাইনের, ক্ষেত্রমত, উৎস স্টেশনের মালামাল ও নির্মাণ ব্যয় এবং সার্ভিস লাইন ও অভ্যন্তরীণ লাইন স্থাপনের মালামাল ব্যয় ও অন্যান্য ব্যয়ের অর্থ গ্রাহক কর্তৃক এককালিন প্রদেয় হইবে, তবে কোম্পানির ভান্ডারে মালামাল মজুদ ও বাজেট সংস্থান থাকা সাপেক্ষে শিল্প, ক্যাপটিভ পাওয়ার আরএমএস এর মালামাল ব্যয় গ্রাহক কর্তৃক কিস্তিতে পরিশোধ করা যাইবে;

(জ) গ্রাহকের গ্যাস লোড, সরঞ্জামাদির ও উৎপাদনের ধরণ বা কারিগরি বিষয়াদি বিবেচনাপূর্বক সার্ভিস লাইন, রাইজার ও আরএমএস এবং অভ্যন্তরীণ লাইনের, ক্ষেত্রমত, অন্যান্য অবকাঠামোর ডিজাইন ও নক্সা প্রণয়ন করিতে হইবে;

(ঝ) শিল্প, মৌসুমী, চা বাগান এবং ক্যাপটিভ পাওয়ার শ্রেণির গ্রাহক কর্তৃক প্রযোজ্য হারে অর্থ জমাদান সাপেক্ষে কোম্পানি নিযুক্ত প্রযোজ্যমতে ১.৩/১.৪ ক্যাটাগরির ঠিকাদারের মাধ্যমে কোম্পানি হইতে ক্রয়কৃত মালামাল দ্বারা বিতরণ লাইন নির্মাণ করিতে হইবে, বা ক্ষেত্রমত, গ্রাহক কোম্পানির অনুমোদিত ডিজাইন ড্রইং ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী মালামাল সংগ্রহ ও নিয়োজিত ঠিকাদার দ্বারা কোম্পানির তত্ত্বাবধানে বিতরণ লাইন ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ করিতে পারিবে । এবং গ্রাহক কর্তৃক নিযুক্ত উপযুক্ত শ্রেণির ঠিকাদার দ্বারা সার্ভিস লাইন, আরএমএস, অভ্যন্তরীণ লাইন নির্মাণ করিতে হইবে এবং উক্ত কাজের সার্ভিস চার্জ বা কনসালটেন্সী চার্জ কোম্পানিকে ও অন্যান্য সমুদয় ব্যয় কোম্পানির প্রত্যায়ন সাপেক্ষে গ্রাহক ঠিকাদারকে পরিশোধ করিবে, তবে কোম্পানির পূর্বানুমতি গ্রহণক্রমে গ্রাহক কোম্পানির অনুকূলে ডিপোজিটরী অর্থের মাধ্যমে ও কোম্পানির নিয়োজিত ঠিকাদার দ্বারাও সার্ভিস লাইন, আরএমএস বা অভ্যন্তরীণ লাইন, ক্ষেত্রমত, অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ করাইতে পারিবে;

(ঞ) বিতরণ লাইন, সার্ভিস লাইন ও আরএমএস বা সিএমএস এর মালামাল ও নির্মাণ ব্যয় গ্রাহক বা প্রতিষ্ঠান বহণ করিলেও উহার মালিকানা সংশ্লিষ্ট কোম্পানির নিকট সংরক্ষিত থাকিবে। তাহাছাড়া উক্ত বিতরণ লাইন থেকে বিদ্যমান গ্রাহকের চাহিদা মিটানো নিশ্চিতক্রমে ও কারিগরি সক্ষমতা থাকা সাপেক্ষে অপর গ্রাহককে গ্যাস সংযোগ বিবেচনার এখতিয়ার কোম্পানির নিকট সংরক্ষণ থাকিবে;

(ট) কোম্পানি কর্তৃক ঠিকাদার নিয়োগ করা হইলে প্রয়োজনীয় মালামাল কোম্পানির ভান্ডার হইতে ঠিকাদারকে কয়েক ধাপে বা কিস্তিতে সরবরাহ করিতে হইবে এবং মালামাল সরবরাহের জন্য ঠিকাদারের নিকট হইতে এই মর্মে অংগীকারনামা গ্রহণ করিতে হইবে যেন উক্ত মালামালসমূহ কাজের বিনির্দেশ বা ড্রইং অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কাজেই ব্যবহৃত হইবে এবং উদ্বৃত্ত মালামাল কোম্পানিকে আবশ্যিকভাবে ফেরত প্রদান করা হইবে;

(ঠ) কোন মালামাল নষ্ট বা অকোজো হইলে বা হারাইয়া গেলে উহার মূল্যমানের ৩ (তিন) গুণ মূল্য ঠিকাদারের, ক্ষেত্রমতে, গ্রাহকের নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে এবং প্রয়োজনে ঠিকাদারের বিল হইতে উহা কর্তন বা

সমন্বয়যোগ্য হইবে। তবে ঠিকাদারের গাফিলতিজনিত কারণে মালামাল নষ্ট বা হারাইলে ক্ষতিপূরণ আদায়সহ কোম্পানি কর্তৃক ঠিকাদার তালিকাভুক্তি বাতিল বা স্থগিতের ব্যবস্থা গৃহীত হইবে;

(ড) কোন মালামাল নষ্ট বা অকোজো হইলে বা হারাইয়া গেলে ঠিকাদারি তালিকাভুক্তির শর্ত অনুযায়ী অন্যান্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে, তবে গ্রাহকের অর্থায়নে কাজের ক্ষেত্রে গ্রাহক কর্তৃক ঠিকাদারকে মালামাল প্রদানের সম্মতিপত্র প্রদান করিতে হইবে এবং উহা কার্য বাস্তবায়নকারী কোম্পানির সংশ্লিষ্ট দপ্তর কর্তৃক প্রত্যায়িত হইলে ভান্ডার হইতে মালামাল গ্রাহকের পক্ষে ঠিকাদার, বা ক্ষেত্রমত, গ্রাহককে সরাসরি সরবরাহ করিতে হইবে;

(ঢ) পাইপলাইন নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক গ্যাস নিরাপত্তা বিধিমালা অনুসরণ করিতে হইবে। পাইপলাইনের ক্যাথটিক প্রটেকশন (সিপি) ব্যবস্থা থাকিতে হইবে। আরএমএস নির্মাণের ক্ষেত্রে গ্যাস প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের জন্য রেগুলেটিং, গ্যাস ফিল্ট্রেশন ও পরিমাপের জন্য মিটারিংসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নির্বাচনে কোম্পানি নির্ধারিত ডিজাইন, স্পেসিফিকেশন ও নক্সা অনুসরণ করিতে হইবে। সিএমএস স্থাপনের ক্ষেত্রে নক-আউট ড্রাম, গ্যাস প্রি-হিটিং, রেগুলেটিং ব্যবস্থা, গ্যাস ফিল্ট্রেশন, তরল বজ্য/কনডেনসেট পৃথকীকরণ যন্ত্র, কনডেনসেট সংগ্রহের ব্যবস্থা, মিটারিং ব্যবস্থা, স্টেশন হইতে ডাটা কন্ট্রোল রুমে ট্রান্সফারের ব্যবস্থা, হিটিং ভ্যালু পরিমাপের ব্যবস্থা, চাপ ও তাপ পরিমাপের ইনস্ট্রুমেন্টেশন ইত্যাদি আবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি সমন্বয়ে গ্যাস ব্যবহারের প্রকৃত পরিমাপ নিরুপনে স্থাপনের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

২০। **বিতরণ লাইন, সার্ভিস লাইন, অভ্যন্তরীণ লাইন নির্মাণ ব্যয়।**- বিতরণ লাইন, সার্ভিস লাইন, রাইজার বা অভ্যন্তরীণ লাইন নির্মাণের জন্য-

(ক) বাণিজ্যিক গ্রাহকের ক্ষেত্রে ২০ মিঃমিঃ ব্যাসের ৩ মিটার দৈর্ঘ্য পর্যন্ত সার্ভিস লাইন বা রাইজার নির্মাণ ও সংযোগ ব্যয় বাবদ এই বিধিমালা জারীর বৎসরে ১০ (দশ) হাজার টাকা এবং পরবর্তী প্রতি বৎসরে ৫ (পাঁচ) শত টাকা হারে বৃদ্ধিপূর্বক পুনর্নির্ধারিত ফি, গ্রাহককে কোম্পানির অনুকূলে পরিশোধ করিতে হইবে। সার্ভিস লাইনের দৈর্ঘ ৩ মিটারের বেশী হইলে অতিরিক্ত খরচ গ্রাহক নিজে বহন করিবেন;

(খ) অভ্যন্তরীণ লাইন এমএস হইলে উহার মালামালের মূল্য কোম্পানির অনুকূলে এবং নির্মাণ ব্যয় গ্রাহক নিয়োজিত ঠিকাদারের অনুকূলে গ্রাহক কর্তৃক পরিশোধযোগ্য হইবে;

(গ) শিল্প, মৌসুমী, ক্যাপটিভ পাওয়ার, চা বাগান, বিদ্যুৎ ইত্যাদি শ্রেণির গ্রাহকের ক্ষেত্রে সার্ভিস লাইন, অভ্যন্তরীণ লাইন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিতরণ লাইনের, ক্ষেত্রমত, উৎস গ্যাস স্টেশন মালামালের কোম্পানি মূল্য এবং ইহার উপর নির্ধারিত সার্ভিস চার্জ গ্রাহককে কোম্পানির অনুকূলে জমা করিতে হইবে। ডিপোজিটোরি ওয়ার্ক হিসাবে কোম্পানি কর্তৃক বিতরণ লাইন নির্মাণের প্রয়োজন হইলে মালামাল মুল্যের সহিত ঠিকাদারের নির্মাণ ব্যয়ও কোম্পানির অনুকূলে জমা করা যাইবে;

(ঘ) মালামাল এবং নির্মাণ ব্যয়ের মূল্য, সময় সময়, কোম্পানি কর্তৃক নির্ধারিত হইবে। মালামাল মুল্যহার নির্ধারণে কোম্পানির অর্থ দপ্তর সময় সময় সার্কুলার জারি করিবে এবং উহার ভিত্তিতে প্রাক্কলন করিয়া বিপণন ডিভিশন/সংশ্লিষ্ট দপ্তর চাহিদাপত্র ইস্যু করিবে;

(ঙ) বিতরণ লাইন স্থাপনের ক্ষেত্রে সরকারি, সংস্থা, প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন ন্যূনতম ৭ (সাত) ফুট প্রস্থ বিশিষ্ট রাস্তা/সড়ক বরাবর সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অনুমতিক্রমে স্থাপন হইবে, সার্ভিস লাইন স্থাপনের ক্ষেত্রে বিতরণ/উৎস লাইন হইতে আড়াআড়ি রাস্তা কাটার অনুমতিক্রমে গ্রাহকের আঙ্গিনায় রাইজার বা আরএমএস পর্যন্ত গ্রাহকের নিজস্ব মালিকানার ভূমি বরাবর, রাইজার বা আরএমএস গ্রাহকের নিজস্ব আঙ্গিনার সীমানার ভিতরে নির্ধারিত জায়গায় এবং আরএমএস হইতে গ্যাস সরঞ্জামাদির সহিত যুক্তক্রমে অভ্যন্তরীণ পাইপলাইন গ্রাহকের নিজস্ব ভূমিতে স্থাপনের বিষয়টি নিশ্চিত করিতে হইবে।

২১। **প্রক্রিয়াধীন অবস্থায় সংযোগ গ্রহণ না করিবার ক্ষেত্রে সার্ভিস চার্জ কর্তন।**- গ্যাস সংযোগ প্রক্রিয়াধীন অবস্থায় কোন গ্রাহক গ্যাস সংযোগ গ্রহণ না করিলে তফসিল-৪ এ উল্লিখিত হারে গ্রাহকের জমাকৃত অর্থ হইতে সার্ভিস চার্জ কর্তনযোগ্য হইবে, তবে কোন কারণে কোম্পানি গ্যাস সংযোগ প্রদান করিতে ব্যর্থ হইলে গ্রাহকের জমাকৃত অর্থ হইতে সার্ভিস চার্জ কর্তন করা যাইবে না।

## অংশ-৩



R

## নিরাপত্তা জামানত

২২। **নিরাপত্তা জামানত**।-(১) গৃহস্থালি গ্যাস গ্রাহকের নিরাপত্তা জামানত নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে নির্ধারণ ও কোম্পানির অনুকূলে জমাদান করিতে হইবে-

(ক) মিটারবিহীন গৃহস্থালি গ্রাহকদের ক্ষেত্রে একমুখী বা দ্বিমুখী চুলার সংখ্যা হিসাবে ফ্লাট রেইটের ভিত্তিতে নিজস্ব/সরকারি ভূমির লীজ গ্রহীতার ক্ষেত্রে ২ (দুই) মাসের এবং বেসরকারি ভূমির লীজ গ্রহীতার ক্ষেত্রে ৪ (চার) মাসের বিলের সমপরিমাণ অর্থ নিরাপত্তা জামানত হিসাবে জমা করিতে হইবে;

(খ) মিটারযুক্ত গৃহস্থালি গ্রাহকের জন্য অনুমোদিত ঘণ্টাপ্রতি লোড এবং প্রযোজ্য চালনাধাঁচ অনুযায়ী মাসিক অনুমোদিত লোডের ভিত্তিতে নিজস্ব/সরকারি ভূমি লীজ গ্রহীতার ক্ষেত্রে ৩ (তিন) মাসের এবং বেসরকারি ভূমি লীজ গ্রহীতার ক্ষেত্রে ৪ (চার) মাসের সমপরিমাণ অর্থ নিম্নবর্ণিত সূত্র মোতাবেক হিসাব করিয়া নিরাপত্তা জামানত হিসাবে গ্রাহককে জমাদান করিতে হইবে:

মাসিক অনুমোদিত লোড (SCM) = ([illegible] (SCFH) / [illegible]) ×বার্নার সংখ্যা×দৈনিক কর্মঘন্টা×মাসিক কার্যদিবস×ডাইভারসিটি ফ্যাক্টর

এখানে, SCM বলিতে ষ্ট্যান্ডার্ড কিউবিক মিটার এবং SCFH বলিতে ষ্ট্যান্ডার্ড কিউবিক ফিট/ঘণ্টা বুঝাইবে।

নিরাপত্তা জামানত (টাকা)=মাসিক অনুমোদিত লোড (SCM) × গ্যাস ট্যারিফ রেইট (টাকা/ঘনমিটার) × ২ মাস, তবে বেসরকারি ভূমির লীজ হইলে ২ (দুই) মাসের পরিবর্তে ৪ (চার) মাস।

(গ) গ্যাসের ট্যারিফ যে তারিখ হইতে বৃদ্ধি পাইবে সেই তারিখের পরবর্তী ৩ (তিন) মাসের মধ্যে নূতন হারে জামানত পুনর্নির্ধারিত করিয়া সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়/দপ্তর প্রধানের অনুমোদনক্রমে উহার চাহিদাপত্র গ্রাহকের নিকট সরবরাহ করিতে হইবে এবং পরবর্তী ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ সমান সংখ্যক ২ (দুই) কিস্তিতে আদায়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে:

(ঘ) প্রি-পেইড গ্রাহকের ক্ষেত্রে কোনরূপ নিরাপত্তা জামানত প্রযোজ্য হইবে না।

(২) বাণিজ্যিক গ্রাহকের জন্য-

(ক) অনুমোদিত ঘণ্টাপ্রতি লোড এবং প্রযোজ্য চালনাধাঁচ অনুযায়ী মাসিক অনুমোদিত লোডের ভিত্তিতে ২(দুই) মাস এবং ভাড়াকৃত/লীজকৃত স্থানের ক্ষেত্রে ৪ (চার) মাসের সমপরিমাণ বিল নিম্নবর্ণিত সূত্র অনুযায়ী হিসাব করিয়া সমুদয় অর্থ, নগদ বা পে-অর্ডার বা ডিডি আকারে, জমা প্রদান করিতে হইবে:

মাসিক অনুমোদিত লোড (SCM)= (ঘণ্টাপ্রতি লোড (SCFH) / ৩৫.৩১৪৭) ×দৈনিক কর্মঘন্টা×মাসিক কার্যদিবস×ডাইভারসিটি ফ্যাক্টর।

এখানে, SCM বলিতে ষ্ট্যান্ডার্ড কিউবিক মিটার এবং SCFH বলিতে ষ্ট্যান্ডার্ড কিউবিক ফিট/ঘণ্টা বুঝাইবে।

নিরাপত্তা জামানত (টাকা)=মাসিক অনুমোদিত লোড (SCM) × গ্যাস ট্যারিফ রেইট (টাকা/ঘনমিটার) × ২ মাস, তবে বেসরকারি ভূমির লীজ বা ভাড়াকৃত স্থানে হইলে ২ (দুই) মাসের পরিবর্তে ৪ (চার) মাস।

(খ) গ্যাসের ট্যারিফ যে তারিখ হইতে বৃদ্ধি পাইবে সেই তারিখের পরবর্তী ৩ (তিন) মাসের মধ্যে নূতন হারে আঞ্চলিক বিতরণ কার্যালয় কর্তৃক জামানত পুনর্নির্ধারণ করিয়া সংশ্লিষ্ট উপমহাব্যবস্থাপক (বিপণন/বিক্রয়) এর অনুমোদনক্রমে সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক বিতরণ কার্যালয়ের প্রধানের স্বাক্ষরে চাহিদাপত্র গ্রাহকের নিকট সরবরাহ করিতে এবং উহা পরবর্তী সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ সমান ২ (দুই) কিস্তিতে আদায়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। তবে পূর্বে অতিরিক্ত জামানত জমা থাকিলে উহার সহিত সমন্বয়পূর্বক অবশিষ্ট পরিমাণ আদায়যোগ্য হইবে।

(৩) শিল্প, চা বাগান, ক্যাপটিভ পাওয়ার শ্রেনির গ্রাহকের জন্য-

(ক) অনুমোদিত ঘণ্টাপ্রতি লোড এবং প্রযোজ্য চালনাধাঁচ অনুসারে নির্ধারিত মাসিক অনুমোদিত লোডের ভিত্তিতে নিজস্ব/সরকারি ভূমি লীজ গ্রহীতার ক্ষেত্রে ২ (দুই) মাস এবং ভাড়াকৃত/বেসরকারি ভূমির লীজকৃত স্থানে হইলে ৪ (চার) মাসের সমপরিমাণ বিল নিম্নবর্ণিত সূত্র অনুযায়ী হিসাব করিয়া মোট নিরাপত্তা জামানতের পরিমাণ নির্ধারণ করিতে হইবে:

$$\text{মাসিক অনুমোদিত লোড (SCM)} = \frac{\text{ঘণ্টাপ্রতি লোড (SCFH)}}{৩৫.৩১৪৭} \times \text{দৈনিক কর্মঘণ্টা} \times \text{মাসিক কার্যদিবস} \times \text{ডাইভারসিটি ফ্যাক্টর।}$$

এখানে, SCM বলিতে ষ্ট্যান্ডার্ড কিউবিক মিটার এবং SCFH বলিতে ষ্ট্যান্ডার্ড কিউবিক ফিট/ঘণ্টা বুঝাইবে।

নিরাপত্তা জামানত= মাসিক অনুমোদিত লোড (SCM)×(টাকা) গ্যাস ট্যারিফ রেইট (টাকা/ঘনমিটার)×২ মাস, তবে বেসরকারি ভূমির লীজ বা ভাড়াকৃত স্থানে হইলে ২ (দুই) মাসের পরিবর্তে ৪ (চার) মাস।

(খ) জামানতের ৫০% নগদ, ডিডি বা পে-অর্ডারের মাধ্যমে এবং অবশিষ্ট ৫০% তফসিলী ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত ৫ (পাঁচ) বৎসরের জন্য গ্রহণযোগ্য ব্যাংক গ্যারান্টি অথবা লিয়েনে FDR, সঞ্চয়পত্র, সেভিংস সার্টিফিকেট বা অন্য কোন প্রকার বন্ড এর মাধ্যমে জমা দেওয়া যাইবে;

(গ) গ্যাসের ট্যারিফ যে তারিখ হইতে বৃদ্ধি পাইবে সেই তারিখের পরবর্তী ৩ (তিন) মাসের মধ্যে নূতন হারে অতিরিক্ত বা ব্যালেন্স নিরাপত্তা জামানত আঞ্চলিক বিতরণ কার্যালয়/দপ্তর কর্তৃক পুনর্নির্ধারণ করিয়া সংশ্লিষ্ট মহাব্যবস্থাপক(বিপণন)/উপব্যবস্থাপনা পরিচালক এর অনুমোদনক্রমে চাহিদাপত্র সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক বিতরণ কার্যালয়/দপ্তর প্রধানের স্বাক্ষরে গ্রাহকের নিকট সরবরাহ করা হইবে এবং তাহা পরবর্তী সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ সমান ২ (দুই) কিস্তিতে আদায়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। তবে পূর্বে অতিরিক্ত জামানত জমা থাকিলে উহার সহিত সমন্বয়পূর্বক অবশিষ্ট পরিমাণ আদায়যোগ্য হইবে।

(৪) মৌসুমী গ্রাহকের জন্য-

(ক) অনুমোদিত ঘণ্টাপ্রতি লোড এবং প্রযোজ্য চালনাধাঁচ অনুসারে নির্ধারিত মাসিক অনুমোদিত লোডের ভিত্তিতে ৩ (তিন) মাস বা লীজকৃত স্থানে হইলে ৬ (ছয়) মাসের এবং ইটভাটার জন্য ৫ (পাঁচ) মাসের সমপরিমাণ বিল নিম্নবর্ণিত সূত্র অনুযায়ী হিসাব করিয়া মোট নিরাপত্তা জামানতের পরিমাণ নির্ধারণ করিতে হইবে:

$$\text{মাসিক অনুমোদিত লোড (SCM)} = \frac{\text{ঘণ্টাপ্রতি লোড (SCFH)}}{৩৫.৩১৪৭} \times \text{দৈনিক কর্মঘণ্টা} \times \text{মাসিক কার্যদিবস} \times \text{ডাইভারসিটি ফ্যাক্টর:}$$

এখানে, SCM বলিতে ষ্ট্যান্ডার্ড কিউবিক মিটার এবং SCFH বলিতে ষ্ট্যান্ডার্ড কিউবিক ফিট/ঘণ্টা বুঝাইবে।

নিরাপত্তা জামানত (টাকা)= মাসিক অনুমোদিত লোড (SCM)×গ্যাস ট্যারিফ রেইট (টাকা/ঘনমিটার) ×৩ (তিন) মাস, তবে বেসরকারি ভূমির লীজ বা ভাড়াকৃত স্থানে হইলে ৩ (তিন) মাসের পরিবর্তে ৬ (ছয়) মাস ও ইটভাটা হইলে ৫ (পাঁচ) মাস।

(খ) নিরাপত্তা জামানতের ৫০% নগদে, ডিডি বা পে-অর্ডারের মাধ্যমে এবং ৫০% তফসিলী ব্যাংকের ব্যাংক গ্যারান্টি অথবা লিয়েনে FDR, সঞ্চয়পত্র বা সেভিংস সার্টিফিকেট এর মাধ্যমে জমা প্রদান করা যাইবে;

(গ) গ্যাসের ট্যারিফ বৃদ্ধি পাইলে সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক বিতরণ কার্যালয়/দপ্তর কর্তৃক পুনর্নির্ধারণ করিয়া মহাব্যবস্থাপক (বিপণন) এর অনুমোদনক্রমে ১ (এক) মাসের মধ্যে অতিরিক্ত জামানত বা ব্যালেন্স নিরাপত্তা জামানত সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক বিতরণ কার্যালয়/দপ্তর প্রধান কর্তৃক গ্যাসের ট্যারিফ বৃদ্ধি পাইলে ১ (এক) মাসের মধ্যে অতিরিক্ত জামানত আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(৫) সিএনজি শ্রেণির-

(ক) গ্রাহকের জন্য অনুমোদিত ঘন্টাপ্রতি লোড এবং প্রযোজ্য চালনাধাঁচ অনুসারে নির্ধারিত মাসিক অনুমোদিত লোডের ভিত্তিতে বা পাক্ষিক ভিত্তিতে বিল হওয়ার ক্ষেত্রে ১ (এক) মাস বা ভাড়াকৃত /সরকারি-বেসরকারি লীজকৃত জায়গার ক্ষেত্রে ১.৫ (দেড়) মাসের সমপরিমাণ বিল নিম্নবর্ণিত সূত্র অনুযায়ী হিসাব করিয়া মোট নিরাপত্তা জামানতের পরিমাণ নির্ধারণ করিতে হইবে:

$$\text{মাসিক অনুমোদিত লোড (SCM)} = \frac{\text{ঘণ্টাপ্রতি লোড (SCFH)}}{\text{[illegible]}} \times \text{দৈনিক কর্মঘণ্টা} \times \text{মাসিক কার্যদিবস} \times \text{ডাইভারসিটি ফ্যাক্টর:}$$

এখানে, SCM বলিতে ষ্ট্যান্ডার্ড কিউবিক মিটার এবং SCFH বলিতে ষ্ট্যান্ডার্ড কিউবিক ফিট/ঘণ্টা বুঝাইবে।

নিরাপত্তা জামানত (টাকা)= মাসিক অনুমোদিত লোড (SCM)×গ্যাস ট্যারিফ রেইট (টাকা/ঘনমিটার)×১ (এক) মাস, তবে বেসরকারি ভূমির লীজ বা ভাড়াকৃত স্থানে হইলে ১ (এক) মাসের পরিবর্তে ১.৫ (দেড়) মাস।

(খ) নিরূপিত জামানতের অর্থ তফসিলী ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত ৫ (পাঁচ) বৎসরের জন্য গ্রহণযোগ্য ব্যাংক গ্যারান্টি অথবা লিয়েনে FDR, সঞ্চয়পত্র, সেভিংস সার্টিফিকেট বা অন্য কোন প্রকার গ্রহণযোগ্য বন্ড এর মাধ্যমে জমা দেওয়া যাইবে;

(গ) গ্যাসের ট্যারিফ যে তারিখ হইতে বৃদ্ধি পাইবে সেই তারিখের পরবর্তী ১.৫ (দেড়) মাসের মধ্যে নূতন হারে অতিরিক্ত জামানত বা ব্যালেন্স নিরাপত্তা জামানত সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক বিতরণ কার্যালয়/দপ্তর কর্তৃক পুনর্নির্ধারণ করিয়া মহাব্যবস্থাপক (বিপণন)/উপব্যবস্থাপনা পরিচালক এর অনুমোদনক্রমে চাহিদাপত্র গ্রাহকের নিকট সরবরাহ করিতে হইবে এবং তদনুযায়ী গ্রাহককে পাক্ষিক বিলের ক্ষেত্রে পরবর্তী ১.৫ (দেড়) মাসের মধ্যে বর্ধিত জামানতের অর্থ প্রদান করিতে হইবে।

(৬) বিদ্যুৎ, সার, আইপিপি, মৌসুমী গ্রাহকের ক্ষেত্রে মাসিক অনুমোদিত লোডের ২ (দুই) মাসের সমপরিমাণ গ্যাস বিল অনুযায়ী নিরূপিত জামানতের অর্থ তফসিলী ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত ৫ (পাঁচ) বৎসরের জন্য গ্রহণযোগ্য ব্যাংক গ্যারান্টি অথবা লিয়েনে FDR, সঞ্চয়পত্র, সেভিংস সার্টিফিকেট বা অন্য কোন প্রকার গ্রহণযোগ্য বন্ড এর মাধ্যমে কোম্পানির অনুকূলে জমা দিতে হইবে।

২৩। **গ্যাস লাইন কমিশনিং ব্যয়** ।- (১) গৃহস্থালি গ্রাহকের গ্যাস সংযোগের জন্য রেগুলেটর, মিটার ইত্যাদি স্থাপনের পর বার্নার চালু করিয়া গ্যাস সরবরাহের জন্য রাইজার প্রতি ৫ (পাঁচ) শত টাকা কমিশনিং বাবদ ব্যয় গ্রাহককে কোম্পানির অনুকূলে পরিশোধ করিতে হইবে।

(২) গৃহস্থালি বহির্ভূত অন্য সকল গ্রাহক গ্যাস সংযোগ কমিশনকালে স্থাপিত সরঞ্জামের লোড পরীক্ষণ করিয়া সংশ্লিষ্ট কমিশনিং টিমের ব্যবস্থাপক বা উপ-ব্যবস্থাপক পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্তৃক আবেদনপত্রের সহিত ঘোষিত বা ক্যাটালগে উল্লিখিত লোড সর্ম্পকে নিশ্চিত হইয়া কমিশনিং কার্ডে স্বাক্ষর করিবেন।

(৩) উপ- বিধি (২) এর অধীন পরীক্ষাকালে ঘন্টাপ্রতি লোড কম পাওয়া গেলে অনুমোদিত লোড রেকর্ডভুক্ত হইবে এবং লোড বেশী পরিলক্ষিত হইলে সরঞ্জাম প্রতিস্থাপন বা সরঞ্জাম হ্রাসক্রমে অনুমোদিত লোডের মধ্যে কমিশনিং করিতে হইবে। তবে লোড বেশী হইলে অনুমোদিত লোড বৃদ্ধির সুযোগ থাকিলে সেই অনুযায়ী প্রয়োজনবোধে চুক্তি সংশোধন করিতে এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এবং এতদবিষয়ে কোন ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হইলে সংশ্লিষ্ট কমিশনিং টিমের কর্মকর্তাগণ দায়ী হইবে।

(৪) সকল শ্রেণির গ্রাহকের আরএমএস বা সিএমএস স্থাপনের পর গ্যাস সরঞ্জাম বা বার্নার চালু করিয়া গ্যাস সরবরাহের জন্য তফসিল-৫ এ উল্লিখিত হারে কমিশনিং ব্যয় গ্রাহকের নিকট থেকে আদায় করিতে হইবে।

## চতুর্থ অধ্যায়

## গ্যাস সরবরাহ চুক্তি

২৪। **গ্যাস সরবরাহ চুক্তি।**- (১) গ্যাস ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য গ্যাস বিতরণ বা বিপণন কোম্পানির সহিত উক্ত কোম্পানি কর্তৃক নির্ধারিত ফরম্যাটে গ্রাহক শ্রেণির ভিত্তিতে গ্রাহকের গ্যাস সরবরাহ চুক্তি স্বাক্ষর করিতে হইবে এবং গ্যাস সরবরাহ চুক্তি এই বিধিমালার অবিচ্ছেদ্য অংশ হইবে। তবে বিদ্যুৎ, সার কারখানা, আইপিপি, বিশেষায়িত ক্যাপটিভ পাওয়ার, বিশেষায়িত শিল্প খাতের গ্রাহকের ক্ষেত্রে উভয় প্রতিষ্ঠানের সমঝোতার ভিত্তিতে প্রণীত গ্যাস সরবরাহ চুক্তি কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে স্বাক্ষরিত হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন স্বাক্ষরিত চুক্তিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা, গ্রাহক সংকেত, গ্যাস সংযোগস্থ অবস্থানের ঠিকানা, গ্যাসের সরঞ্জামাদির বিবরণ, ঘণ্টা প্রতি বা দৈনিক বা মাসিক অনুমোদিত লোড, ন্যূনতম লোড, অনুমোদিত চাপ, মিটারিং ব্যবস্থা, বিলিং পদ্ধতি, নিরাপত্তা জামানত, অবৈধ গ্যাস ব্যবহারে দণ্ড বা জরিমানাসহ অন্যান্য আবশ্যকীয় তথ্যাবলি সংক্ষিপ্ত আকারে লিপিবদ্ধ থাকিবে।

(৩) এই বিধিমালা কার্যকর হইবার পূর্বে বিদ্যমান গ্যাস সংযোগের স্বাক্ষরিত সকল চুক্তির ক্ষেত্রে এবং কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে এই বিধিমালা প্রযোজ্য হইবে।

(৪) কোন গ্রাহকের গ্যাস লোড বৃদ্ধি, হ্রাস বা পরিবর্তন হইলে সেইক্ষেত্রে কোম্পানির সহিত গ্রাহকের সম্পূরক চুক্তি স্বাক্ষর করিতে হইবে এবং উহা পূর্ববর্তী চুক্তির অবিচ্ছেদ্য অংশ বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) মালিকানা পরিবর্তন করা হইলে নূতন মালিকের সহিত পুনরায় গ্যাস সরবরাহ চুক্তি স্বাক্ষর করিতে হইবে।

(৬) পেট্রোবাংলার নেতৃত্বে গঠিত কমিটি কর্তৃক অভিন্ন চুক্তিপত্র প্রণয়ন করিবে যা কোম্পানি কর্তৃক অনুসরনীয় হইবে।

## পঞ্চম অধ্যায়

## গ্যাস সরঞ্জামের লোড এবং বহির্গমন চাপ নির্ধারণ

২৫। **গ্যাস স্থাপনা বা সরঞ্জামের লোড এবং বা বহির্গমন চাপ নির্ধারণ বা পুনর্নির্ধারণ।**- (১) সঠিকভাবে সার্ভিস লাইন, আরএমএস, অভ্যন্তরীণ লাইন ডিজাইন এবং ন্যূনতম গ্যাস বিল ও জামানতের পরিমাণ নির্ধারণের লক্ষ্যে সকল শ্রেণিভুক্ত গ্রাহকের প্রস্তাবিত বা স্থাপিত গ্যাস স্থাপনার সর্বোচ্চ উৎপাদন ক্ষমতার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ঘণ্টাপ্রতি লোড নির্ধারণ করিতে হইবে এবং উক্তরূপ ক্ষেত্রে গ্রাহক কর্তৃক সেটকৃত বা অনুমোদিত চাপ হ্রাস-বৃদ্ধি নির্ধারণের ক্ষেত্রে অনুমোদিত স্ট্যান্ডার্ড ঘণ্টাপ্রতি লোড পরিবর্তন করা যাইবে না।

(২) যে সকল গ্যাস স্থাপনা বিদেশ হইতে আমদানি করা হইবে সেই সকল স্থাপনার ক্যাটালগ যথাযথভাবে পরীক্ষাপূর্বক উহার ভিত্তিতে এবং দেশীয় প্রযুক্তিতে প্রস্তুতকৃত স্থাপনার ক্যাটালগ স্বীকৃত বা উপযুক্ত সংস্থা কর্তৃক বা কোম্পানির কারিগরি কমিটি কর্তৃক নিশ্চয়কৃত (authenticated) করা হইলে যথাযথভাবে পরীক্ষাপূর্বক উহার ভিত্তিতে বা সংশ্লিষ্ট স্থাপনার আকার বা আয়তনের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ উৎপাদন ক্ষমতা হিসাব করিয়া তদানুযায়ী ঘণ্টা প্রতি লোড নির্ধারণ বা পুনর্নির্ধারণ করিতে হইবে।

(৩) উপরোক্ত পদ্ধতিতে লোড নির্ধারণ করা সম্ভব না হইলে গ্যাস স্থাপনার ক্ষেত্রে তফসিল-৬ এ উল্লিখিত পদ্ধতি মোতাবেক ঘণ্টাপ্রতি লোড এবং বহির্গমণ চাপ নির্ধারণ বা পুনর্নির্ধারণ করিতে হইবে।

(৪) উপ-বিধি (২) ও (৩) এ বর্ণিত স্থাপনার বাহিরে যে কোন স্থাপনার লোড নির্ধারণের ক্ষেত্রে তাপ সঞ্চালন ও তাপ গতি বিদ্যার তত্ত্বসমূহ প্রয়োগ করিয়া স্থাপনার লোড নির্ধারণ করিতে হইবে।

(৫) রি-রোলিং, সিলিকেট, কাঁচ, চুন, সিরামিক এবং এ্যানেলিং ফার্নেসের ঘণ্টাপ্রতি লোড ১০০ এবং লবণ কারখানার ঘণ্টাপ্রতি লোড ৫০ (পঞ্চাশ) এর গুণিতক হিসাবে নির্ধারণ করিতে হইবে।



R

(৬) গ্রাহকের গ্যাস চাহিদার ন্যূনতম ২৫% এর উর্দ্ধে সার্ভিস লাইন বা আরএমএস এর ডিজাইন করিতে হইবে। মিটার নির্বাচনের ক্ষেত্রে ঘন্টাপ্রতি গ্যাস লোড প্রবাহের ন্যূনতম ২০% ও সর্বোচ্চ ৮০% সীমা বিবেচনা করিতে হইবে। গ্যাস সরঞ্জামের ব্যবহারের ধরন ও প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া প্রয়োজনে একই আরএমএস এর আওতায় পৃথক মিটার নির্বাচন করা যাইবে। তবে, সেই ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ পাইপলাইনের আন্ত:সংযোগ করা যাইবে না।

(৭) বয়লার ও জেনারেটরের ঘণ্টা প্রতি লোড নিম্নবর্ণিতরূপে নির্ধারিত হইবে,-

(ক) বয়লার ও জেনারেটরের ক্যাটালগ যথাযথভাবে পরীক্ষণপূর্বক এবং কোম্পানির নির্ধারিত হিটিং ভ্যালুর সাথে সামঞ্জস্য আনয়নপূর্বক উহার ভিত্তিতে ঘণ্টা প্রতি লোড নির্ধারণ করিতে হইবে, তবে ক্যাটালগ পাওয়া না গেলে বয়লারের ক্ষেত্রে প্রতি কেজি সমতুল্য বাষ্প ক্ষমতার জন্য ৩ (তিন) SCF এর ভিত্তিতে এবং জেনারেটরের ক্ষেত্রে প্রতি কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ১২ (বার) SCF এর ভিত্তিতে ঘণ্টা প্রতি লোড নির্ধারণ করিতে হইবে;

(খ) স্থাপিতব্য বয়লার এবং জেনারেটর আবশ্যিকভাবে জ্বালানি দক্ষতা সম্পন্ন (Energy Efficient) হইতে হইবে এবং এইক্ষেত্রে শুধুমাত্র বয়লারের ন্যূনতম তাপীয় দক্ষতা ৮২% ও শুধুমাত্র জেনারেটরের ন্যূনতম ইলেক্ট্রিক্যাল দক্ষতা ৩৫% হইলে জ্বালানি দক্ষ বলিয়া বিবেচিত হইবে;

(গ) স্থানীয়ভাবে প্রস্তুতকৃত বা সংযোজিত ও পুরাতন সরঞ্জামাদির কারিগরি ক্যাটালগ প্রদান করা সম্ভব না হইলে ড্রইংসহ বিস্তারিত বিবরণ দাখিল করিতে হইবে এবং জ্বালানি দক্ষতা নিশ্চিত করিবার জন্য সার্টিফাইড এনার্জি অডিটর রহিয়াছে এইরূপ এনার্জি অডিটিং ফার্ম বা সরকার কর্তৃক স্বীকৃত কোন প্রতিষ্ঠানের প্রত্যয়নপত্র দাখিল করিতে হইবে;

(৮) নিম্নবর্ণিত সমীকরণের মাধ্যমে Atmospheric Burner এর ক্ষমতা নিরূপণ করিতে হইবে,-

$$Q = 1658.5 \times K \times A \times \sqrt{h/G}$$

যেখানে,

Q = Discharge in SCFH
A = Area of orifice in square inches
h = Differential Pressure in inches of water column
G = Specific Gravity of gas using air at 1.0
K = Coefficient of discharge (যাহার মান ০.৭-০.৮৫)

(৯) বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহক কর্তৃক যে উদ্দেশ্যে গ্যাস ব্যবহার করা হয় তাহার ধরণ বা প্রক্রিয়ার উপর ভিত্তি করিয়া সংশ্লিষ্ট শ্রেণি বা উপশ্রেণির আওতাভুক্ত গ্রাহকদের মাসিক লোড নির্ধারণ, নিরাপত্তা জামানতের হিসাব ও মাসিক ন্যূনতম প্রদেয় বিল নিরূপণের লক্ষ্যে প্রথম নতুন সংযোগ প্রক্রিয়াকালে ন্যূনতম চালনাধাঁচ ও ডাইভারসিটি ফ্যাক্টর ধরিয়া নিম্নরূপভাবে নির্ধারণ করিতে হইবে এবং বা লোড বৃদ্ধি প্রক্রিয়াকালে বিদ্যমান চালনাধাঁচ ও ডাইভারসিটি ফ্যাক্টর ধরিয়া লোড পুনর্নির্ধারিত করিতে হইবে,-

(ক) গৃহস্থালি গ্রাহক:-গ্রাহকের মাসিক লোড নির্ধারণ ও তদনুযায়ী গ্রাহক কর্তৃক যে উদ্দেশ্যে গ্যাস ব্যবহার করা হইবে উহার ধরন বা প্রক্রিয়ার উপর ভিত্তি করিয়া নিরাপত্তা জামানতের পরিমাণ নির্ধারণের লক্ষ্যে চালনাধাঁচ ও ডাইভারসিটি ফ্যাক্টর (বিচ্যুতি গুণনীয়ক) নির্দিষ্ট করিয়া দিতে হইবে এবং গ্রাহক উপশ্রেণি অনুযায়ী চালনাধাঁচ এবং বিচ্যুতি গুণনীয়ক তফসিল-৭ অনুযায়ী নির্ধারিত হইবে;

(খ) বাণিজ্যিক গ্রাহক:-বাণিজ্যিক শ্রেণি বা উপশ্রেণির আওতাভুক্ত গ্রাহকদের গ্যাস ব্যবহারের ধরন বা প্রক্রিয়ার আলোকে চালনাধাঁচ এবং বিচ্যুতি গুণনীয়ক তফসিল-৮ অনুযায়ী নির্ধারিত হইবে;

(গ) শিল্প, ক্যাপটিভ পাওয়ার, সিএনজি, চা বাগান গ্রাহক এই শ্রেণি বা উপশ্রেণির আওতাভুক্ত গ্রাহকদের গ্যাস ব্যবহারের ধরন বা প্রক্রিয়ার আলোকে চালনাধাঁচ এবং বিচ্যুতি গুণনীয়ক তফসিল-৯ অনুযায়ী নির্ধারিত হইবে।

## ষষ্ঠ অধ্যায়

## মিটার রিডিং গ্রহণ, বিল প্রস্তুতকরণ এবং বিল প্রেরণ

### অংশ-১

### মিটার রিডিং গ্রহণ

২৬। **মিটার রিডিং গ্রহণ**।-গৃহস্থালি, বাণিজ্যিক, সিএনজি, শিল্প, ক্যাপটিভ পাওয়ার, মৌসুমী এবং চা বাগান শ্রেণির গ্রাহকের গ্যাস বিল প্রস্তুতের জন্য-

(ক) সিএনজি ব্যতীত অন্যান্য শ্রেণির গ্রাহকের মিটার রিডিং প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহের ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে এবং সিএনজি গ্রাহকের ক্ষেত্রে পাক্ষিক মিটার রিডিং পক্ষ শেষ হওয়ার ২ (দুই) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয় বা শাখার কর্মকর্তাদের মাধ্যমে গ্রহণ করিতে হইবে;

(খ) মিটার রিডিং গ্রহণের সময় মিটার সচল না বিকল তাহা মিটার রিডিং গ্রহণকারী কর্মকর্তা বাহ্যিকভাবে পরিদর্শন করিবেন;

(গ) দফা (খ) এর অধীন গ্রাহকের হস্তক্ষেপজনিত কারণ ব্যতীত মিটার বিকল মর্মে সনাক্ত হইলে পরবর্তী ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে তাহা প্রতিস্থাপন করিতে হইবে। গ্রাহকের হস্তক্ষেপজনিত কারণে মিটার বিকলের ক্ষেত্রে মিটার তাৎক্ষনিকভাবে অপসারণ সাপেক্ষে মিটার পরীক্ষাকরণ, দায়-দায়িত্ব নিরূপণ এবং প্রাপ্য দেনা-পাওনা আদায়পূর্বক মিটার প্রতিস্থাপন করা যাইবে।

(ঘ) সঠিকভাবে গ্যাস বিল প্রণয়নের লক্ষ্যে মিটার বিকলের বিষয়টি বিল প্রণয়নকারী দপ্তর/বিভাগকে যথাসময়ে অবহিত করিতে হইবে;

(ঙ) গ্যাস বিল প্রস্তুত ছাড়াও কারিগরি প্রয়োজনে বা গ্যাস ব্যবহারের প্যাটার্ন বা গ্যাস সরবরাহ পরিস্থিতির কারণে বা অন্য যে কোন বিশেষ কারণে যে কোন সময়ে কোম্পানি কর্তৃক মিটার রিডিং গ্রহণ করা যাইবে।

### অংশ-২

### বিল প্রস্তুতকরণ

২৭। **বিল প্রস্তুতকরণ**।-(১) বিল প্রস্তুতের সময়-

(ক) কোম্পানির মিটার রিডিং গ্রহণকারী শাখা বা দপ্তর রিডিং সাইকেল অনুযায়ী সংগৃহীত মিটার রিডিং এর ব্যবধানকে চাপ শুদ্ধি গুণনীয়ক এবং তাপমাত্রা গুণনীয়ক, ১৫ (পনের) ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড বিবেচনাক্রমে, ১ (এক) দ্বারা গুণ করিয়া আদর্শ আয়তন হিসাবে গ্যাস ব্যবহার নিরূপণ করিয়া উহা বিল প্রণয়নকারী শাখা বা বিভাগে পরবর্তী মাসের ৫ (পাঁচ) তারিখের মধ্যে গ্রাহকের নিকট প্রেরণ করিবে;

(খ) কোম্পানির বিল প্রণয়নকারী শাখা বা বিভাগ কর্তৃক প্রকৃত গ্যাস ব্যবহার এবং মাসিক ন্যূনতম লোডের মধ্যে যাহা অধিক হইবে উহাকে গ্যাসের ট্যারিফ রেইট দ্বারা গুণ করিয়া গ্যাস বিল প্রস্তুত করিবে;

(গ) অনুমোদিত লোডের অতিরিক্ত গ্যাস ব্যবহারের জন্য জরিমানা প্রযোজ্য হইলে তাহা মাসিক বিলের সহিত যোগ করিতে হইবে এবং চাপ শুদ্ধিগুণক নিম্নবর্ণিত রাশিমালার মাধ্যমে নির্ণীত হইবে,-

$$\text{চাপ শুদ্ধিগুণক} = \frac{\text{পিএসআইজি এককে গ্যাস সরবরাহ চাপ} + \text{১৪.৭৩}}{\text{১৪.৭৩}}$$

এখানে, Base Pressure =Atmospheric Pressure = ১৪.৭৩ Psig
১ পিএসআইজি =২৭.৬৯ ইঞ্চি ওয়াটার কলাম

(ঘ) উন্নততর কম্পিউটারাইজড মিটারিং ব্যবস্থার সুযোগ থাকিলে, সেই সকল ক্ষেত্রে আদর্শ অবস্থায় গ্যাস ব্যবহার পরিমাপ করিয়া বিল প্রস্তুতের ব্যবস্থা করা যাইবে;

(ঙ) কোন কারণে মিটার রিডিং গ্রহণ করা সম্ভব না হইলে মিটার রিডিং গ্রহণকারী দপ্তর উহার যুক্তিসংগত কারণ ব্যাখ্যাপূর্বক নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার অনুমোদনক্রমে বিগত স্বাভাবিক ৩ (তিন) মাসের গড়ের ভিত্তিতে গ্যাস ব্যবহার নির্ণয় করিবে এবং সেই অনুযায়ী বিল প্রস্তুত করিতে হইবে;

(চ) ইলেকট্রনিক ভলিউম কারেকশন পদ্ধতি চালু হইলে বা থাকিলে সেই অনুযায়ী মিটার রিডিং, গ্যাস ব্যবহার নির্ণয়করণ এবং বিলিং হইবে;

(ছ) গ্রাহকের সহিত কোম্পানির সম্পাদিত গ্যাস সরবরাহ চুক্তির আওতায় সাধারন মিটারিং ব্যবস্থার পাশাপাশি হিটিং ভ্যালুর (Heating Value) মাধ্যমে মাসিক সমন্বয় বিল প্রণয়ন বলবৎ থাকিবে;

(জ) কোম্পানির বিপরীতে গ্যাস ক্রয় এবং গ্রাহকের নিকট গ্যাস বিক্রয় এর পরিমানের উপর মাসিক সিস্টেম লস/গেইন নিরুপনের পাশাপাশি প্রতিটি সুনির্দিষ্ট এলাকা/কার্যালয় ভিত্তিক ডিআরএস/ টিবিএস/ সিজিএস ভিত্তিক গ্যাস গ্রহন এবং উহার আওতায় উক্ত এলাকা ভিত্তিক গ্রাহকের নিকট গ্যাস বিক্রয় পরিমাপের সহিত তুলনামূলক চিত্র/মিলকরণ ব্যবস্থা অব্যাহত রাখিতে হইবে বা পর্যায়ক্রমে চালু করিতে হইবে।

(২) মিটার বিকলকালীন সময়ের জন্য নিম্নরূপভাবে কোম্পানিকে বিল প্রস্তুত করিতে হইবে,-

(ক) গৃহস্থালি গ্রাহকের ক্ষেত্রে অপারেশনাল বা কারিগরি কারণে মিটার বিকল হইলে এবং অনুমোদিত লোড অপরিবর্তীত থাকিলে বিগত স্বাভাবিক ৩ (তিন) মাসের বিলকৃত গড় ব্যবহারের ভিত্তিতে;

(খ) পূর্বের তিন মাসের বিল পাওয়া না গেলে মিটার পরিবর্তন পরবর্তী ৩ (তিন) মাসের গড় ব্যবহারের ভিত্তিতে, তবে যে সকল ক্ষেত্রে গড় ব্যবহার ন্যূনতম লোডের তুলনায় কম হইবে সেই সকল ক্ষেত্রে ন্যূনতম লোডকে গ্যাসের ট্যারিফ রেইট দ্বারা গুণ করিয়া;

(গ) অতিরিক্ত সরঞ্জাম স্থাপনের কারণে মিটার বিকল হইলে অতিরিক্ত সরঞ্জামের লোড এবং অনুমোদিত লোড আনুপাতিক হারে যোগ করিয়া প্রাপ্ত গড় ব্যবহারের ভিত্তিতে;

(ঘ) গ্যাস বিল প্রস্তুতের ক্ষেত্রে অনুমোদিত চাপ শুদ্ধিগুণক প্রযোজ্য হইবে।

(৩) অন্যান্য গ্রাহকের ক্ষেত্রে কোম্পানি নিম্নরূপভাবে বিল প্রস্তুত করিবে,-

(ক) অপারেশনাল বা প্রাকৃতিক কারিগরি কারণে মিটার বিকল হইলে এবং বিকলের ৩ (তিন) মাস পূর্ব হইতে অপসারণ পূর্ববর্তী সময়ে লোড অপরিবর্তীত থাকিলে সিএনজি ব্যতীত সকল শ্রেণির গ্রাহকের ক্ষেত্রে মিটার বিকলের পূর্ববর্তী স্বাভাবিক ৩ (তিন) মাসের বিলের গড় গ্যাস ব্যবহারের ভিত্তিতে বিল প্রস্তুত করিতে হইবে এবং সিএনজি গ্রাহকের ক্ষেত্রে মিটার বিকলের পূর্ববর্তী ৬ (ছয়)টি পাক্ষিক বিলকৃত গড় গ্যাস ব্যবহারের ভিত্তিতে মিটার বিকলকালীন সময়ে সাময়িক বিল প্রণীত হইবে, তবে সিএনজি ব্যতীত সকল শ্রেণির গ্রাহকের মিটার বিকলের পরবর্তী ৩ (তিন) মাসের বিলকৃত এবং সিএনজি শ্রেণির গ্রাহকের ক্ষেত্রে মিটার বিকলের পূর্ববর্তী ৬ (ছয়)টি পাক্ষিক বিলকৃত ব্যবহার পাওয়া না গেলে সে ক্ষেত্রে অনুমোদিত লোডের ৬০% এর ভিত্তিতে মিটার বিকলকালীন সময়ে সাময়িক বিল প্রণয়ন করা হইবে;

(খ) সিএনজি ব্যতীত সকল শ্রেণির গ্রাহকের মিটার পরিবর্তন পরবর্তী ৩ (তিন) মাস লোড অপরিবর্তীত থাকিলে এবং সিএনজি শ্রেণির গ্রাহকের ক্ষেত্রে পরিবর্তন পরবর্তী ৬ (ছয়)টি পাক্ষিক লোড অপরিবর্তীত থাকিলে বিলকৃত গড় ব্যবহারের ভিত্তিতে চূড়ান্ত বিল প্রস্তুত করিয়া পূর্বের প্রস্তুতকৃত বিল সমন্বয় করিতে হইবে;

(গ) গ্যাস সংযোগ চালুর ১২ (বারো) মাসের মধ্যে মিটার বিকলের ক্ষেত্রে বিকল পূর্ববর্তী স্বাভাবিক ৩ (তিন) মাসের প্রকৃত গড় ব্যবহার ভিত্তিতে এবং ১২ (বারো) মাসের পরবর্তী সময়ে মিটার বিকলের ক্ষেত্রে বিকল পূর্ববর্তী স্বাভাবিক ৩ (তিন) মাসের গড় ও মাসিক ন্যূনতম লোডের মধ্যে যাহা অধিক হইবে উহার ভিত্তিতে গ্যাস বিল প্রস্তুত করিতে হইবে।

(৪) মিটার বিকলকালে লোড পুনর্নির্ধারিত হইলে বা অননুমোদিত বা অনুমোদনের অতিরিক্ত স্থাপনায় গ্যাস ব্যবহারের কারণে মিটার বিকল হইলে সেইক্ষেত্রে সিএনজি ব্যতীত সকল শ্রেণির গ্রাহকের বিকল মিটার পরিবর্তন পরবর্তী পুনর্নির্ধারিত লোডের বিপরীতে ৩ (তিন) মাসের ও সিএনজি শ্রেণির গ্রাহকের ক্ষেত্রে পুনর্নির্ধারিত লোডের বিপরীতে ৬ (ছয়)টি পাক্ষিক বিলকৃত গড় গ্যাস ব্যবহারের ভিত্তিতে বিল প্রস্তুত করিতে হইবে, তবে মিটার বিকলকালে অনুমোদিত লোডের ৬০% এর ভিত্তিতে কোম্পানিকে সাময়িক বিল প্রস্তুত করিতে হইবে।

(৫) মিটার পরিবর্তন পরবর্তী সিএনজি ব্যতীত সকল শ্রেণির গ্রাহকের ৩ (তিন) মাসের পুনর্নির্ধারিত লোডে এবং সিএনজি শ্রেণির গ্রাহকের ক্ষেত্রে ৬ (ছয়)টি পাক্ষিক পুনর্নির্ধারিত লোডে বিলকৃত গড় ব্যবহারের ভিত্তিতে চূড়ান্তবিল প্রস্তুত করিয়া পূর্বের প্রস্তুতকৃত বিলের সহিত সমন্বয় করিতে হইবে এবং বিকল মিটার পরিবর্তনের পর পুনর্নির্ধারিত লোডের বিপরীতে সিএনজি ব্যতীত সকল শ্রেণির গ্রাহকের ৩ (তিন) মাসের এবং সিএনজি শ্রেণির গ্রাহকের ক্ষেত্রে ৬ (ছয়)টি পাক্ষিক বিলকৃত ব্যবহার পাওয়া না গেলে সেইক্ষেত্রে অনুমোদিত লোডের বিপরীতে বিকল পূর্ববর্তী সিএনজি ব্যতীত সকল শ্রেণির গ্রাহকের স্বাভাবিক ৩ (তিন) মাসের এবং সিএনজি শ্রেণির গ্রাহকদের ক্ষেত্রে ৬ (ছয়)টি পাক্ষিক বিলকৃত গড় ব্যবহার ও পুনর্নির্ধারিত লোডের গুণফলকে অনুমোদিত লোড দ্বারা ভাগ করিয়া প্রাপ্ত ব্যবহারের ভিত্তিতে কোম্পানিকে বিল প্রস্তুত করিতে হইবে।

## অংশ-৩

## বিল প্রেরণ

২৮। **বিল প্রেরণ** ।-(১) বিধি ২৭ এর অধীন প্রস্তুতকৃত বিল নিম্নরূপভাবে গ্রাহকের নিকট কোম্পানি কর্তৃক প্রেরণ করিতে হইবে,-

(ক) মিটারযুক্ত গৃহস্থালি গ্রাহকের প্রতি মাসের বিল পরবর্তী মাসের ১৫ (পনের) তারিখের মধ্যে গ্রাহকের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে এবং কোন কারণে গ্রাহক সময়মত বিল প্রাপ্ত না হইলে তিনি কোম্পানির সংশ্লিষ্ট দপ্তর হইতে ডুপ্লিকেট বিল সংগ্রহ করিতে পারিবেন;

(খ) মিটারবিহীন গৃহস্থালি গ্রাহকের সংযোগকালীন সরবরাহকৃত বিল বই দ্বারা কমিশন কর্তৃক একমুখী বা দ্বি-মুখী চুলার জন্য নির্ধারিত হারে গ্রাহককে নিজ উদ্যোগে বিল পরিশোধ করিতে হইবে এবং প্রথম বিল বইয়ের পরবর্তী সকল বিল বই কোম্পানির জোন, আঞ্চলিক কার্যালয়, নির্ধারিত ব্যাংক বা বিল-পে-সেন্টার হইতে কোম্পানির সংশ্লিষ্ট দপ্তর কর্তৃক তথ্যাদি রেকর্ডক্রমে বিনামূল্যে সংগ্রহ করা যাইবে। মিটারবিহীন কোন বিল কোম্পানির কার্যালয় হইতে প্রস্তুতের ক্ষেত্রে প্রতি মাসের বিল পরবর্তী মাসের ১৫ (পনের) তারিখের মধ্যে গ্রাহকের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে;

(গ) প্রি-পেইড মিটারযুক্ত গৃহস্থালি গ্রাহকগণ নির্ধারিত মূল্যে ক্রয়কৃত কার্ডের সমপরিমাণ গ্যাস ব্যবহার করিতে পারিবেন।

(২) সিএনজি ব্যতীত অন্যান্য গ্রাহকদের ক্ষেত্রে প্রতিমাসের বিল পরবর্তী মাসের ১৫ (পনের) তারিখের মধ্যে এবং সিএনজি শ্রেণির গ্রাহকের, পাক্ষিক বিল পক্ষ শেষ হওয়ার ৫ কার্যদিবসের মধ্যে গ্রাহকের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে এবং কোন কারণে গ্রাহক সময়মত বিল না পাইলে কোম্পানির সংশ্লিষ্ট দপ্তর হইতে ডুপ্লিকেট বিল সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

(৩) কোম্পানির ই-সার্ভিস সেবা চালু হইলে ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে গ্রাহকের নিকট বিল প্রেরণ হইবে।

২৯। **আরএমএস বা সিএমএস নির্মাণ ও ভাড়া নির্ধারণ**।–(১) কোম্পানি মিটারযুক্ত সাধারণ গ্রাহকের ক্ষেত্রে আরএমএস এবং বিশেষায়িত গ্রাহকের ক্ষেত্রে সিএমএস দ্বারা মূলত: গ্যাস সরবরাহের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ ও পরিমাপ নিরুপণ করা হইবে। কোম্পানির নিকট আরএমএস মজুদ থাকিলে গ্রাহককে আরএমএস বা সিএমএস সরবরাহ করা হইবে এবং কোম্পানির নিকট মজুদ না থাকিলে কোম্পানির অনুমোদিত ডিজাইন, ড্রইং ও সরবরাহকৃত মালামাল দ্বারা গ্রাহক নিয়োজিত ঠিকাদার কর্তৃক কোম্পানির সার্বিক তত্ত্বাবধানে নির্মিত/স্থাপিত হইবে।

(২) বিশেষায়িত যেই সকল গ্রাহক আরএমএস বা সিএমএস গ্রাহক নিজে স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহন করিবে সেই সকল ক্ষেত্রে আরএমএস এর ডিজাইন, ড্রইং ও মালামালের স্পেসিফিকেশনে কোম্পানির পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে এবং কোম্পানির সার্বিক তত্ত্বাবধানে কোম্পানির তালিকাভুক্ত নিয়োজিত ঠিকাদার দ্বারা নির্মাণ এবং গ্যাস কমিশনিং করিতে হইবে। এই ক্ষেত্রে ন্যূনতম ২ (দুই) বছরের স্পেয়ারপার্টস গ্রাহককে কোম্পানির নিকট সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(৩) সকল ক্ষেত্রে আরএমএস বা সিএমএস এর মালিকানা কোম্পানির থাকিবে এবং কোম্পানি কর্তৃক সরবরাহকৃত আরএমএস বা সিএমএস এর ভাড়া গ্রাহককে গ্যাস সরবরাহকালীন প্রদান করিতে হইবে এবং উক্ত ভাড়া নিম্নরূপভাবে নির্ধারিত হইবে,-

(ক) আরএমএস বা সিএমএস এর জন্য গ্রাহক কর্তৃক প্রদেয় মূল্যের সহিত অতিরিক্ত ১০% হারে ওভারহেড যোগ করিয়া যোগফলকে ৮৪ (চুরাশি) দ্বারা ভাগ করিয়া মাসিক আরএমএস বা সিএমএস এর ভাড়া নির্ধারণ করিতে হইবে এবং সিএনজি ব্যতীত অন্যান্য গ্রাহকদের ক্ষেত্রে প্রতিমাসের গ্যাস বিলের সাথে এবং সিএনজি শ্রেণির গ্রাহকের প্রতি মাসের দ্বিতীয় পাক্ষিক গ্যাস বিলের সাথে উক্ত ভাড়া গ্রাহককে পরিশোধ করিতে হইবে;

(খ) লোড হ্রাস বা বৃদ্ধি কিংবা ৭ (সাত) বৎসর মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার কারণে আরএমএস বা সিএমএস সম্পূর্ণ কিংবা আংশিক প্রতিস্থাপন করা হইলে নতুনভাবে সংযোজিত মালামালের মূল্য অনুযায়ী আরএমএস বা সিএমএস এর মাসিক ভাড়া পূর্বের নিয়মে পুনর্নির্ধারিত করিতে হইবে;

(গ) মিটার ব্যতীত আরএমএস বা সিএমএস এর মালামালের মূল্য গ্রাহক এককালীন পরিশোধ করিলে শুধু মিটারের মুল্যের উপর মিটার ভাড়া নির্ধারণ করিতে হইবে এবং আংশিক মালামাল গ্রাহক সরবরাহ করিলে বা আংশিক মূল্য পরিশোধ করিলে আরএমএস বা সিএমএস এর মোট মূল্য হইতে উহা বাদ দিয়া ভাড়া নির্ধারণ করা হইবে;

(ঘ) কোম্পানি নিজ ব্যয়ে প্রতি বৎসর ন্যূনতম একবার আরএমএস বা সিএমএস সাধারণ রক্ষণাবেক্ষণ করিবে এবং গ্রাহকের আবেদনক্রমে সাধারণ আরএমএস একবারের অধিক রক্ষণাবেক্ষণ করিবার প্রয়োজন হইলে প্রতিবার গ্রাহক কর্তৃক কোম্পানির অনুকূলে ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা জমাদান করিতে হইবে। তবে গ্রাহক অর্থায়নে নির্মিত বিশেষায়িত আরএমএস বা সিএমএস যাহা পরিচালনার জন্য সার্বক্ষণিক জনবল নিয়োজিত থাকিলে সেই ক্ষেত্রে মাসিক ১ (এক) লক্ষ টাকা হারে সার্ভিস চার্জ বাবদ প্রতি মাসের গ্যাস বিলের সহিত গ্রাহককে পরিশোধ করিতে হইবে;

(ঙ) সকল শ্রেণির গ্রাহকের ক্ষেত্রে রাইজার বা আরএমএস বা সিএমএস রক্ষনাবেক্ষণ বা মেরামতের জন্য কোন মালামালের প্রয়োজন হইলে ভোগযোগ্য স্পেয়ার পার্টস ব্যতীত গ্রাহক উহার মূল্য পরিশোধ করিবেন। তবে যেই সকল মালামাল কোম্পানির ভান্ডারে মজুদ নেই সেই সকল মালামাল গ্রাহক কোম্পানির অনুমোদনক্রমে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সরবরাহ করিতে পারিবেন;

(চ) মেরামতের পর অপসারিত বা উদ্বৃত্ত মালামাল কোম্পানির ভান্ডারে ফেরতযোগ্য হইবে তবে গ্রাহক উহার মূল্য পরিশোধ করিলে অর্থ ফেরত বা সমন্বয় হইবে;

(ছ) যেই সকল গ্রাহকের শুধুমাত্র রেগুলেটর ও সাধারণ ডায়াফ্রাম মিটার দ্বারা গ্যাস সংযোগ হইবে সেই সকল ক্ষেত্রে গ্রাহক কর্তৃক স্থাপনা নির্মিত হইলেও কোম্পানি কর্তৃক মাসিক নির্ধারিত হারে গ্যাস বিলের সহিত মিটার ভাড়া আদায়যোগ্য হইবে।

৩০। **রাজস্ব আদায়।**–(১) গ্রাহকের সহিত কোম্পানির সম্পাদিত চুক্তিপত্রের শর্ত ও বিধিমালার বিধানের আলোকে সকল শ্রেণির গ্রাহকের নিকট হইতে গ্যাস বিল, বকেয়া বিলের উপর সারচার্জ, অতিরিক্ত বিল, সমন্বয় বিল, জরিমানা, নিরাপত্তা জামানতসহ অন্যান্য পাওনাদি থাকিলে কোম্পানিকে উহা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) প্রি-পেইড মিটারযুক্ত সকল গ্রাহক কোম্পানি কর্তৃক নির্ধারিত ভেন্ডরের নিকট হইতে নির্দিষ্ট মূল্যে কার্ড ক্রয়পূর্বক গ্যাস ব্যবহার করিবেন।

৩১। **বিল পরিশোধের সময়সীমা।**-(১) নিয়মিত গ্যাস বিল পরিশোধের সময়সীমা হইবে নিম্নরূপ,-

(ক) মিটারবিহীন গৃহস্থালি গ্রাহকগণ সরবরাহকৃত বিল বই এর মাধ্যমে, বা ক্ষেত্রমত, অফিস হইতে প্রস্তুতকৃত ও প্রেরণকৃত, প্রতিমাসের গ্যাস বিল পরবর্তী মাসের শেষ তারিখের মধ্যে কোন প্রকার বিলম্ব মাশুল/সারচার্জ ছাড়া পরিশোধ করিতে পারিবেন;

(খ) সিএনজি শ্রেণি ব্যতীত অন্যান্য শ্রেণির গ্রাহক মাসিক বিল গ্যাস ব্যবহার/সরবরাহ মাস হইতে পরবর্তী মাসের শেষ তারিখ পর্যন্ত কোন প্রকার বিলম্ব মাশুল/সারচার্জ ছাড়া পরিশোধ করিতে পারিবেন;

(গ) সিএনজি শ্রেণির গ্রাহক পাক্ষিক বিল ইস্যুর তারিখ হইতে পরবর্তী ৫ (পাঁচ) দিনের মধ্যে কোন প্রকার সারচার্জ ছাড়াই বিল পরিশোধ করিতে পারিবেন;

(ঘ) বিল পরিশোধের সর্বশেষ তারিখ সাপ্তাহিক বা সরকারি ছুটির দিন হইলে পরবর্তী কার্যদিবসে সারচার্জ আরোপ ব্যতিরেকে গ্রাহক কর্তৃক বিল পরিশোধ করা যাইবে;

(ঙ) প্রি-পেইড মিটারের ক্ষেত্রে প্রি-পেইড মিটার ব্যবহারের নীতিমালা অনুযায়ী বিল পরিশোধ করিতে হইবে।

(২) বকেয়া/খেলাপি গ্রাহকের গ্যাস বিল কিস্তিতে পরিশোধ-

(ক) গ্রাহকের বকেয়া গ্যাস বিলের ৫০% এককালীন ও অবশিষ্টাংশ সর্বোচ্চ ২ (দুই) কিস্তিতে পরিশোধের শর্তে মহাব্যবস্থাপক (বিপণন/রাজস্ব) বা উপব্যবস্থাপনা পরিচালক অনুমোদন করিবেন, তবে অবশিষ্টাংশ সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) কিস্তিতে পরিশোধের সুযোগ প্রদানের আবেদন করা হইলে, গ্রাহক কর্তৃক নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে বকেয়াসহ কিস্তিতে জমাদান ও অন্যান্য পাওনাদি পরিশোধের লিখিত অঙ্গীকারনামা প্রদান সাপেক্ষে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরচালিক অনুমোদন প্রদান করিবেন;

(খ) গ্রাহকের বকেয়া বিল, জরিমানা বা পাওনার কিস্তিসমূহ পরবর্তী প্রতি মাসের নির্ধারিত বিলের সহিত পরিশোধযোগ্য হইবে এবং গ্রাহক কিস্তিতে যথাযথভাবে পরিশোধে ব্যর্থ হইলে গ্যাস সংযোগ অস্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্নযোগ্য হইবে।

৩২। **মাসিক ন্যূনতম বিল**।- (১) গৃহস্থালি শ্রেণির গ্রাহকের ক্ষেত্রে-

(ক) মিটারবিহীন গৃহস্থালি গ্রাহকের ক্ষেত্রে মাসিক ন্যূনতম প্রদেয় বিল প্রযোজ্য হইবে না, তবে গ্রাহকের আবেদনক্রমে সর্বনিম্ন ৬ (ছয়) মাস এবং সর্বোচ্চ ২ (দুই) বৎসরের জন্য গ্যাস সংযোগ রেগুলেটরসহ সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন করা হইলে উক্ত সময়ের জন্য ন্যূনতম প্রদেয় হিসাবে ফ্লাট রেইটে নির্ধারিত মাসিক বিলের ৫০% গ্রাহককে পরিশোধ করিতে হইবে এবং ২ (দুই) বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পর পুনরায় সংযোগ গ্রহণ না করিলে উক্ত সংযোগ স্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) মিটারবিহীন গৃহস্থালি গ্রাহকের ক্ষেত্রে সরকারি ভবন বা কোয়ার্টার একই রাইজারের আওতায় একাধিক ফ্লাট থাকিলে এবং কোন কারনে কোন ফ্লাট খালি থাকিলে সেইক্ষেত্রে চুলার সংযোগ সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন করিয়া চুলা হ্রাস হিসাবে গণ্য করা যাইবে যা পরবর্তীতে প্রয়োজনে পুন:স্থাপনকরত: ব্যবহারের সুযোগ থাকিবে এবং উক্ত ক্ষেত্রে মাসিক ন্যূনতম বিল প্রদেয় হইবে না, তবে খালি ফ্লাট কোন কর্মচারীর অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হইলে উক্ত ফ্ল্যাটের মাসিক গ্যাস বিল যথারীতি আদায়যোগ্য হইবে;

(গ) মিটারযুক্ত গৃহস্থালি গ্রাহকের ক্ষেত্রে অনুমোদিত মাসিক লোডের ৬০% ন্যূনতম প্রদেয় হিসাবে প্রযোজ্য হইবে এবং মাসিক গ্যাস ব্যবহার অনুমোদিত লোডের ৬০% এর অধিক হইলে মিটারের ভাড়া পরিশোধসহ প্রকৃত গ্যাস ব্যবহারের ভিত্তিতে মাসিক গ্যাস বিল পরিশোধ করিতে হইবে এবং কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাসে ১৫ দিনের অধিক বন্ধ বা ছুটি থাকিলে কোম্পানিকে পূর্বে অবহিতকরণ সাপেক্ষে প্রকৃত গ্যাস ব্যবহারের ভিত্তিতে গ্রাহক কর্তৃক বিল পরিশোধ করা যাইবে।

(২) বাণিজ্যিক শ্রেণির গ্রাহকের ক্ষেত্রে-



R

(ক) দৈনিক গ্যাস ব্যবহারের সময় ১৬ ঘণ্টার নিম্নে হইলে ন্যূনতম লোড মাসিক অনুমোদিত লোডের ৫০% এবং গ্যাস ব্যবহারের সময় ১৬ ঘণ্টা বা উর্ধ্বে হইলে ন্যূনতম লোড মাসিক অনুমোদিত লোডের ৬০% এর ভিত্তিতে মাসিক গ্যাস বিল গ্রাহককে পরিশোধ করিতে হইবে;

(খ) দৈব-দুর্বিপাক (ফোর্স ম্যাজিউর), সরকারি আইন, ধর্মঘট, যুদ্ধ, গৃহবিপ্লব, অগ্নিকান্ড, গুরুতরভাবে যন্ত্রপাতির বৈকল্যসহ পক্ষগণের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে কোনো পক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা গ্যাসের সরবরাহ, চাহিদা বা ভোগের আংশিক হ্রাস বা পূর্ণ বিরতির কারণে গ্রাহকের কোনরূপ ক্ষতি সাধিত হইলে উক্তরূপ ক্ষতির জন্য কোম্পানি দায়ী হইবে না। তবে, শর্ত থাকে যে, যদি গ্রাহক কোম্পানিকে ফোর্স ম্যাজিউর সংগঠিত হইবার ৪৮ (আটচল্লিশ) ঘন্টার মধ্যে লিখিতভাবে প্রমাণসহ দূর্ঘটনার খবর অবহিত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে দৈব-দুর্বিপাক কবলিত সময়ের জন্য গ্রাহক আনুপাতিক হারে ন্যূনতম দায় হইতে অব্যাহতি পাইবেন।

(গ) লে-অফ বা লক আউটজনিত কারণে গ্যাস ব্যবহার বন্ধ রাখা হইলে নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে গ্রাহক গ্যাস ব্যবহার বন্ধকালীন ন্যূনতম চার্জ হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হইবেন,-

শর্তসমূহ:

(অ) লে-অফ বা লকআউট ঘোষণার বিষয়টি নির্ধারিত আবেদনপত্রের মাধ্যমে কোম্পানির সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক বিতরণ কার্যালয় বা জোন প্রধানকে অবহিত করিতে হইবে;

(আ) লে-অফ বা লক আউটকালীন গ্রাহক গ্যাস ব্যবহার করিলে গ্রাহক ন্যূনতম প্রদেয় হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হইবেন না;

(ই) লে-অফ বা লকআউট ঘোষণার বিষয়টি গ্রাহক কর্তৃক কোম্পানির সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক বিতরণ কার্যালয় বা জোন প্রধানকে অবহিতকরণের দিন হইতে প্রযোজ্য হইবে;

(ঈ) লে-অফ বা লকআউট ঘোষণার বিষয়টি গ্রাহক কর্তৃক কোম্পানির সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক বিতরণ কার্যালয় বা জোন প্রধানকে আবেদনপত্রের মাধ্যমে অবহিতকরণের পর তিনি বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি গ্রাহক আঙ্গিনা পরিদর্শনপূর্বক ইনলেট ও আউটলেটে ভাল্ভ বন্ধ করিয়া সীল করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং যৌথভাবে মিটার পাঠ লিপিবদ্ধ করিয়া উহাতে উভয়পক্ষ স্বাক্ষর করিবেন;

(উ) লে-অফ সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক বিতরণ কার্যালয় বা জোন প্রধানকে লকআউট প্রত্যাহারের বিষয়টি গ্রাহক কর্তৃক লিখিতভাবে অবহিতকরণের পর পুনরায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক গ্রাহক আঙ্গিনা পরিদর্শনক্রমে আরএমএস এ অবৈধ হস্তক্ষেপ কিংবা গ্যাস ব্যবহার না করিবার বিষয়টি নিশ্চিত করিয়া ৪৮ (আটচল্লিশ) ঘণ্টার মধ্যে পুনরায় গ্যাস সরবরাহ চালুর ব্যবস্থা করিবেন;

(ঊ) গ্রাহক কর্তৃক লে-অফ বা লক-আউটকালীন আবেদনের সময় ইনভয়েস ভিত্তিক বকেয়া গ্যাস বিলসহ সকল পাওনাদি পরিশোধপূর্বক যথাযথ নিয়মে লে-অফ বা লক-আউটকালীন কার্যকর হইবে, তবে এইরূপ সময়সীমা সর্বোচ্চ ২ (দুই) বৎসর মেয়াদে প্রযোজ্য হইবে এবং উক্ত সময়সীমা অতিক্রান্ত হইলে ন্যূনতম বিল প্রযোজ্য হইবে;

(ঋ) কোন প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো/কারখানা সংস্কার, পুন:নির্মাণ বা সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার কারণে এবং তদীয় কারণে সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাস সময় পর্যন্ত গ্যাস ব্যবহারের প্রয়োজন না থাকিলে সেই ক্ষেত্রে কোম্পানির কারিগরি কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী গ্যাস সংযোগ অস্থায়ী বিচ্ছিন্নক্রমে অনুমোদিত চালনাধাঁচ দৈনিক গ্যাস ব্যবহারের সময় ১৬ (ষোল) ঘণ্টার নিম্নে হইলে ন্যূনতম লোড মাসিক অনুমোদিত লোডের ২০% এবং গ্যাস ব্যবহারের সময় ১৬ ঘণ্টা বা উর্ধ্বে হইলে মাসিক অনুমোদিত লোডের ৩০% এর ভিত্তিতে ন্যূনতম লোড অনুযায়ী মাসিক গ্যাস বিল গ্রাহককে পরিশোধ করিতে হইবে এবং সময়সীমা ৬ (ছয়) মাসের অধিক হইলে প্রযোজ্য অনুযায়ী ন্যূনতম বিল আরোপযোগ্য হইবে।

(৩) শিল্প গ্রাহকের ক্ষেত্রে-

(ক) গ্যাস লাইন কমিশনের পরবর্তী ১২ (বারো) মাস কোন ন্যূনতম চার্জ প্রযোজ্য হইবে না এবং উক্ত সময়ে কেবল প্রকৃত মিটার রিডিং এর ভিত্তিতে বিল প্রণয়ন করিতে হইবে, তবে উক্ত সময়ে গ্রাহক গ্যাস কারচুপি, অননুমোদিত বা অনুমোদনের অতিরিক্ত গ্যাস স্থাপনা ব্যবহার করিলে তজ্জন্য অতিরিক্ত বিল ও জরিমানা ধার্য করা যাইবে এবং এইরূপ ক্ষেত্রে অবশিষ্ট সময়ের জন্য প্রকৃত ব্যবহারের ভিত্তিতে গ্যাসবিল পরিশোধের সুযোগ রহিত হইবে;

(খ) গ্যাস লাইন কমিশনিং পরবর্তী ১২ (বারো) মাসের মধ্যে বকেয়ার কারণে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হইলে সংযোগ বিচ্ছিন্নকাল অন্তর্ভুক্ত করিয়া গ্যাস লাইন কমিশনিং এর তারিখ হইতে পরবর্তী ১২ (বারো) মাস প্রকৃত ব্যবহার ভিত্তিক বিল পরিশোধের সুযোগ প্রদান করিতে হইবে;

(গ) বাণিজ্যিক সংযোগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অন্যান্য শর্তাবলী প্রযোজ্য হইবে।

(৪) মৌসুমী গ্রাহকের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক সংযোগের জন্য প্রযোজ্য বিষয়সহ নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ প্রযোজ্য হইবে,-

(ক) মৌসুম অতিবাহিত হওয়ার পর সংযোগ বিচ্ছিন থাকাকালীন ন্যূনতম দেয় প্রযোজ্য হইবে না;

(খ) মৌসুম বহির্ভূত সময়ে আইসক্রীম কারখানা এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ প্লান্টের মাসিক লোড প্রতি বৎসর গ্রাহকের আবেদনক্রমে অনধিক ৩ (তিন) মাসের জন্য সর্বোচ্চ ৫০% হ্রাস করা যাইবে এবং এইরূপ ক্ষেত্রে লোড হ্রাস বা বৃদ্ধি ফি প্রযোজ্য হইবে না।

(৫) চা বাগান শ্রেণির গ্রাহকের ক্ষেত্রে—

(ক) আবেদনক্রমে গ্যাস সংযোগ সাময়িক বিচ্ছিন্নকালীন ন্যূনতম প্রদেয় প্রযোজ্য হইবে না এবং এইরূপক্ষেত্রে পূর্ববর্তী পঞ্জিকা বর্ষের অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসের গড় গ্যাস ব্যবহারের এক-তৃতীয়াংশের সমপরিমাণ ন্যূনতম প্রদেয় হইবে;

(খ) কেবল প্রথম বৎসরের জন্য মাসিক অনুমোদিত লোডের এক-তৃতীয়াংশ ন্যূনতম প্রদেয় বিল হইবে তবে গ্রাহকের আবেদনক্রমে চা বাগানের গ্যাস সংযোগ সাময়িক বন্ধের ক্ষেত্রে সংযোগ বন্ধের পূর্ববর্তী ৩ (তিন) মাসের গড় গ্যাস ব্যবহারের এক-তৃতীয়াংশ পরবর্তী পঞ্জিকা বর্ষে ন্যূনতম প্রদেয় হিসাবে বিবেচিত হইবে।

(৬) ক্যাপটিভ পাওয়ার গ্রাহকের ন্যূনতম প্রদেয় শিল্প শ্রেণির অনুরূপ হইবে।

(৭) সিএনজি শ্রেণির গ্রাহকের ক্ষেত্রে ন্যূনতম প্রদেয় বিল প্রযোজ্য হইবে না, তবে কোন সিএনজি স্টেশনে বিদ্যুৎ উৎপাদন বা গ্যাস ইঞ্জিনে ব্যবহৃত গ্যাসের জন্য ক্যাপটিভ পাওয়ার শ্রেণির বিধান প্রযোজ্য হইবে এবং একই মিটারের মাধ্যমে কম্প্রেসার বা যান্ত্রিক শক্তি উৎপাদনের জন্য গ্যাস ইঞ্জিনে গ্যাস ব্যবহারের ক্ষেত্রে মিটার দ্বারা রেকর্ডকৃত গ্যাস ব্যবহারকে ক্যাটালগ অনুযায়ী কম্প্রেসার ও গ্যাস ইঞ্জিনে সর্বোচ্চ গ্যাস চাহিদার সমানুপাতে বিভাজন করিয়া নিয়মানুযায়ী গ্যাস বিল প্রস্তুত করিতে হইবে।

(৮) ষ্ট্যান্ডবাই জেনারেটর বিদ্যুৎ বিতরণকারী কোম্পানির বিদ্যুৎ সরবরাহ বিঘ্নকালে ব্যবহারের জন্য স্ট্যান্ডবাই জেনারেটরের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ প্রক্রিয়া অনুসরণ করিতে হইবে-

(ক) এইরূপ জেনারেটরের ক্ষমতা বিদ্যুৎ সরবরাহকারী কোম্পানির অনুমোদিত বৈদ্যুতিক লোডের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হইতে হইবে;

(খ) ষ্ট্যান্ডবাই জেনারেটরের জন্য স্বতন্ত্র আরএমএস বা সিএমএস ও অভ্যন্তরীণ লাইন স্থাপন করিতে হইবে;

(গ) ষ্ট্যান্ডবাই জেনারেটরের ক্ষেত্রে ন্যূনতম চার্জ প্রযোজ্য হইবে না, তবে গ্যাস ব্যবহার মাসিক অনুমোদিত লোডের তুলনায় বেশী হইলে সার্বক্ষণিক জেনারেটরের জন্য প্রযোজ্য চালনা ধাঁচের ভিত্তিতে যে সময় হইতে অতিরিক্ত ব্যবহার গোচরীভূত হইবে সেই সময় হইতে ন্যূনতম চার্জ প্রদেয় প্রযোজ্য হইবে।

৩৩। **বকেয়া গ্যাস বিল বা পাওনাদির উপর সারচার্জ বা বিলম্ব ফি**।-(১) মিটারবিহীন গৃহস্থালি গ্রাহকের বিল পরিশোধের নির্ধারিত তারিখ অতিক্রম করিবার পর বিল পরিশোধকালে গ্রাহককে অপরিশোধিত বিলের জন্য খেলাপী গ্রাহক হিসাবে একমুখী ও দ্বি-মুখী চুলা নির্বিশেষে প্রত্যেক বকেয়া মাসের জন্য মাসিক প্রতি চুলার জন্য ১০ (দশ) টাকা হারে সারচার্জ বা বিলম্ব ফি পরিশোধ করিতে হইবে।

উদাহরণ-একটি একমুখী বা দ্বি-মুখী চুলার জন্য কোন গ্রাহকের জানুয়ারি হইতে জুন মাস পর্যন্ত বকেয়া বিল জুলাই মাসের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ করিলে জানুয়ারি-জুন পর্যন্ত স্বাভাবিক মাসিক গ্যাস বিলের সাথে সার চার্জ হিসাবে জানুয়ারি মাসের জন্য ১০×৬=৬০.০০ টাকা, ফেব্রুয়ারি মাসের জন্য ১০×৫=৫০.০০ টাকা, মার্চ মাসের জন্য ১০×৪ =৪০.০০ টাকা, এপ্রিল মাসের জন্য ১০×৩=৩০.০০ টাকা এবং মে মাসের জন্য ১০×২=২০.০০ টাকা বিলম্ব ফি/সারচার্জ হিসাবে অতিরিক্ত পরিশোধ করিতে হইবে। অর্থাৎ এই গ্রাহককে ছয় মাসের মুল গ্যাস বিলের সাথে মোট সারচার্জ বা বিলম্ব ফি বাবদ (৬০+৫০+৪০+৩০+২০)= ২০০.০০ (দুইশত) টাকা পরিশোধ করিতে হইবে।

(২) সরকারি বা বেসরকারি মিটারযুক্ত গৃহস্থালি, বাণিজ্যিক, শিল্প, ক্যাপটিভ পাওয়ার, সিএনজি, বিদ্যুৎ, সার, আইপিপি, মৌসুমি শ্রেণির আওতায় কোন গ্রাহকের বিল পরিশোধের নির্ধারিত তারিখ অতিক্রম করিবার পর হইতে বিল পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত সময়ের জন্য বার্ষিক ১২% হারে বিলম্ব ফি/সারচার্জ পরিশোধ করিতে হইবে।

(৩) বিলম্ব ফি/সারচার্জ কোন অবস্থাতেই মূল বিলের ৫০% এর অধিক হইবে না।

(৪) সমন্বয় বিল, অতিরিক্ত বিল ও বিধিবহির্ভূত কার্যকলাপের জন্য আরোপিত জরিমানার উপর কোন বিলম্ব ফি/সারচার্জ আরোপযোগ্য হইবে না। তবে, নির্ধারিত তারিখের মধ্যে এ জাতীয় বিল গ্রাহক কর্তৃক পরিশোধ করা না হইলে গ্যাস সংযোগ অস্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্নযোগ্য হইবে।

## সপ্তম অধ্যায়

## গ্রাহক আঙ্গিনা পরিদর্শন

৩৪। **গ্রাহক আঙ্গিনা পরিদর্শন**।-(১) গৃহস্থালি গ্রাহকের ক্ষেত্রে-

(ক) মিটারবিহীন গৃহস্থালি গ্রাহক: ২ (দুই) বৎসরে ন্যূনতম এক বার এবং খেলাপি গ্রাহকের গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ও ভিজিল্যান্স টীমের অভিযান পরিচালনকালেও পরিদর্শন করা যাইবে

(খ) মিটারযুক্ত গৃহস্থালি গ্রাহক: প্রতি বৎসরে ন্যূনতম এক বার এবং মাসিক মিটার রিডিং গ্রহণকালেও পরিদর্শন কাজ সম্পন্ন করা যাইবে।

(২) উপ-বিধি (১) ব্যতীত অন্যান্য গ্রাহকের আঙ্গিনা কোম্পানির নিজস্ব কর্মকর্তা বা মনোনীত প্রতিনিধি বা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নিম্নবর্ণিত সময়সীমার মধ্যে পরিদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে এবং গ্রাহকের মাসিক মিটার রিডিং গ্রহণকালেও পরিদর্শন কার্য সম্পন্ন করা যাইবে।

(৩) প্রয়োজনে কোম্পানির উপযুক্ত প্রতিনিধি বা ভিজিল্যান্স টীম এবং পেট্রোবাংলা বা সরকার বা কমিশন কর্তৃক ভিজিল্যান্স টীম/কর্মকর্তা যে কোন সময় যে কোন গ্রাহক আঙ্গিনা বা স্থাপনা পরিদর্শন করিতে পারিবে।

| | | | |
|---|---|---|---|
| (ক) | বাণিজ্যিক গ্রাহক | : | ১ (এক) বৎসরে ন্যূনতম একবার। |
| (খ) | সাধারণ/বিশেষায়িত শিল্প গ্রাহক | : | যে সকল গ্রাহকের ঘণ্টা প্রতি লোড ৪ (চার) হাজার ঘনফুট বা এর উর্ধ্বে তাহাদের ক্ষেত্রে প্রতি ২ (দুই) মাসে ন্যূনতম একবার। |
| (গ) | শিল্প গ্রাহক | : | যে সকল গ্রাহকের ঘণ্টাপ্রতি লোড ৪ (চার) হাজার ঘনফুটের নিম্নে তাহাদের ক্ষেত্রে প্রতি ৪ (চার) মাসে ন্যূনতম একবার। |
| (ঘ) | মৌসুমী গ্রাহক | : | প্রতি মৌসুমে ন্যূনতম দুইবার। |
| (ঙ) | চা বাগান গ্রাহক | : | মৌসুমী গ্রাহকের অনুরূপ। |
| (চ) | সাধারণ/বিশেষায়িত ক্যাপটিভ পাওয়ার গ্রাহক | : | শিল্প গ্রাহকের অনুরূপ। |
| (ছ) | সিএনজি গ্রাহক | : | শিল্প গ্রাহকের অনুরূপ। |
| (জ) | বিদ্যুৎ/সার | : | শিল্পের গ্রাহকের অনুরূপ। |

(৪) মিটারে ইভিসি স্থাপিত থাকিলে কোম্পানির উপযুক্ত প্রতিনিধি/টীমকে প্রতি ৪ (চার) মাস অন্তর ডাটা ডাউনলোডপূর্বক গ্যাস ব্যবহার পরিবীক্ষণ করিতে হইবে।

(৫) পরিচয়পত্রসহ কোম্পানির/সরকারি/পেট্রোবাংলার বৈধ প্রতিনিধি পরিদর্শনে গেলে গ্রাহক তাহাকে পূর্ণ সহযোগিতা প্রদানে বাধ্য থাকিবেন এবং গ্রাহক বাধা প্রদান করিলে অস্থায়ীভাবে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণসহ আইনের ধারা ১৬ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(৬) মিটার রিডিং বহি বা পরিদর্শন প্রতিবেদনে কোম্পানির মনোনীত প্রতিনিধি এবং গ্রাহক বা গ্রাহক প্রতিনিধিকে যৌথভাবে স্বাক্ষর করিতে হইবে এবং মিটার রিডিং বহি বা পরিদর্শন প্রতিবেদনে গ্রাহক বা গ্রাহক প্রতিনিধি স্বাক্ষর না করিলে পরিদর্শন পরবর্তী ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্যাবলি রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে গ্রাহককে অবহিত করিতে হইবে।

## অষ্টম অধ্যায়

## অতিরিক্ত লোড, গ্যাস কারচুপি এবং সরঞ্জাম ক্ষতিগ্রস্ত

### অংশ-১

### অতিরিক্ত লোড

৩৫। **অনুমোদিত লোডের অতিরিক্ত গ্যাস ব্যবহার**।-অনুমোদিত বা নির্ধারিত লোডের চাইতে বেশী গ্যাস ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোম্পানি বা লাইসেন্সীর সম্মতি নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে প্রয়োগযোগ্য হইবে,-

(ক) মিটারযুক্ত গৃহস্থালি শ্রেণি-

(অ) গ্রাহকের মাসিক গ্যাস ব্যবহার, অনুমোদিত মাসিক লোড বা নির্ধারিত লোড এর ১১০% হইতে ১২০% এর মধ্যে হইলে-মাসিক অনুমোদিত লোডের ২৫% এর সমপরিমাণ গ্যাস বিলের অর্থ জরিমানাসহ উক্ত মাসের প্রকৃত গ্যাস ব্যবহারের বিল আদায়যোগ্য হইবে;

(আ) এইরূপ ব্যবহার ১ (এক) পঞ্জিকা বর্ষে মোট ৪ (চার) বারের বেশী হইলে গ্যাস সংযোগ অস্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্নযোগ্য হইবে;

(ই) গ্রাহকের মাসিক গ্যাস ব্যবহার, অনুমোদিত মাসিক লোড বা নির্ধারিত লোড এর ১২০% এর বেশী হইলে, মাসিক অনুমোদিত লোডের ৫০% এর সমপরিমাণ গ্যাস বিলের অর্থ জরিমানাসহ উক্ত মাসের প্রকৃত গ্যাস ব্যবহারের বিল আদায়যোগ্য হইবে এবং গ্যাস সংযোগ অস্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্নযোগ্য হইবে;

(খ) বাণিজ্যিক শ্রেণি-

(অ) গ্রাহকের মাসিক গ্যাস ব্যবহার, অনুমোদিত মাসিক লোড বা নির্ধারিত লোড এর ১১০% হইতে ১২০% এর মধ্যে হইলে মাসিক অনুমোদিত লোডের ২৫% এর সমপরিমাণ গ্যাস বিলের অর্থ জরিমানাসহ উক্ত মাসের প্রকৃত গ্যাস ব্যবহারের বিল আদায়যোগ্য হইবে;

(আ) এইরূপ ব্যবহার এক পঞ্জিকা বর্ষে মোট ৪ (চার) বারের বেশী হইলে গ্যাস সংযোগ অস্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্নযোগ্য হইবে;

(ই) গ্রাহকের মাসিক গ্যাস ব্যবহার, অনুমোদিত মাসিক লোড বা নির্ধারিত লোড এর ১২০% এর অধিক বেশী হইলে মাসিক অনুমোদিত লোডের ৫০% এর সমপরিমাণ গ্যাস বিলের অর্থ জরিমানাসহ উক্ত মাসের প্রকৃত গ্যাস ব্যবহারের বিল আদায়যোগ্য এবং গ্যাস সংযোগ অস্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্নযোগ্য হইবে;

(গ) শিল্প, ক্যাপটিভ পাওয়ার, চা বাগান, মৌসুমী শ্রেণির গ্রাহকের-

(অ) গ্রাহকের মাসিক গ্যাস ব্যবহার, অনুমোদিত মাসিক লোড বা নির্ধারিত লোড এর ১১০% হইতে ১২০% এর মধ্যে হইলে মাসিক অনুমোদিত লোডের ২৫% এর সমপরিমাণ গ্যাস বিলের অর্থ জরিমানাসহ উক্ত মাসের প্রকৃত গ্যাস ব্যবহারের বিল আদায়যোগ্য হইবে;

(আ) এইরূপ ব্যবহার ১ (এক) পঞ্জিকা বর্ষে মোট ৪ (চার) বারের বেশী হইলে গ্যাস সংযোগ অস্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্নযোগ্য হইবে;

(ই) গ্রাহকের মাসিক গ্যাস ব্যবহার, অনুমোদিত মাসিক লোড বা নির্ধারিত লোড এর ১২০% এর বেশী হইলে মাসিক অনুমোদিত লোডের ৫০% এর সমপরিমাণ গ্যাস বিলের অর্থ জরিমানাসহ উক্ত মাসের প্রকৃত গ্যাস ব্যবহারের বিল আদায়যোগ্য এবং গ্যাস সংযোগ অস্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্নযোগ্য হইবে;

(ঘ) সিএনজি শ্রেণি –

(অ) গ্রাহকের মাসিক গ্যাস ব্যবহার, অনুমোদিত মাসিক লোড বা নির্ধারিত লোড এর ১১০% হইতে ১২০% এর মধ্যে হইলে মাসিক অনুমোদিত লোডের ১০% এর সমপরিমাণ গ্যাস বিলের অর্থ জরিমানাসহ প্রকৃত গ্যাস ব্যবহারের ওপর উক্ত মাসের বিল আদায়যোগ্য হইবে;

(আ) এইরুপ গ্যাস ব্যবহার কোন পঞ্জিকা বর্ষে মোট ৪ (চার) বারের বেশী হইলে গ্যাস সংযোগ অস্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্নযোগ্য হইবে;

(ই) গ্রাহকের মাসিক গ্যাস ব্যবহার, অনুমোদিত মাসিক লোড বা নির্ধারিত লোড এর ১২০% এর বেশী হইলে মাসিক অনুমোদিত লোডের ২০% এর সমপরিমাণ গ্যাস বিলের অর্থ জরিমানাসহ প্রকৃত গ্যাস ব্যবহারের ওপর উক্ত মাসের বিল ধার্যকরণ এবং গ্যাস সংযোগ অস্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্নযোগ্য হইবে;

(ঙ) বিদ্যুৎ ও সার শ্রেণি –

(অ) গ্রাহকের মাসিক গ্যাস ব্যবহার, অনুমোদিত মাসিক লোড বা নির্ধারিত লোড এর ১১০% হইতে ১২০% এর মধ্যে হইলে মাসিক অনুমোদিত লোডের ৫% এর সমপরিমাণ গ্যাস বিলের অর্থ জরিমানাসহ প্রকৃত গ্যাস ব্যবহারের ওপর উক্ত মাসের বিল আদায়যোগ্য হইবে;

(আ) এইরুপ গ্যাস ব্যবহার কোন পঞ্জিকা বর্ষে মোট ৪ (চার) বারের বেশী হইলে গ্যাস সংযোগ অস্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্নযোগ্য হইবে;

(ই) গ্রাহকের মাসিক গ্যাস ব্যবহার, অনুমোদিত মাসিক লোড বা নির্ধারিত লোড এর ১২০% এর বেশী হইলে মাসিক অনুমোদিত লোডের ১০% এর সমপরিমাণ গ্যাস বিলের অর্থ জরিমানাসহ প্রকৃত গ্যাস ব্যবহারের ওপর উক্ত মাসের বিল ধার্যকরণ এবং গ্যাস সংযোগ অস্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্নযোগ্য হইবে;

(চ) উপরি উল্লিখিত সকল শ্রেণির গ্রাহকের ক্ষেত্রে মাসিক গ্যাস ব্যবহার অনুমোদিত মাসিক লোড বা নির্ধারিত লোড এর ১২০% এর বেশী হইলে বর্ণিত ব্যবস্থা গ্রহণসহ, প্রয়োজনে বাংলাদেশ গ্যাস আইনের ধারা ১২(২) অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

## অংশ-২

## গ্যাস কারচুপি ও জরিমানা, অতিরিক্ত বিল

৩৬। **গ্যাস কারচুপি বা অননুমোদিত স্থাপনার জন্য অতিরিক্ত বিল ও জরিমানা** ।- (১) মিটারবিহীন গৃহস্থালি শ্রেণির গ্রাহক অতিরিক্ত গ্যাস ব্যবহার করিলে অস্থায়ীভাবে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণসহ নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে,-

(ক) সরবরাহ লাইন হইতে বা অন্য কোন গ্রাহকের লাইন বা রাইজার বা আরএমএস বা সরঞ্জাম বা স্থাপনা বা উৎস হইতে অবৈধ সংযোগ স্থাপন করিয়া গ্যাস ব্যবহারের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্যাস লাইনের নির্মাণ বা কমিশনিং বা পূর্বের সংযোগ সনাক্তকরণের তারিখ হইতে অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ পর্যন্ত, সর্বোচ্চ ১ (এক) বৎসর, এবং উক্তরূপ সনাক্তকরণের তারিখ হইতে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ পর্যন্ত গ্রাহকের স্থাপিত গ্যাস সরঞ্জামের বিপরীতে ফ্লাট রেইটে গ্যাস বিল এবং ১ (এক) বৎসরের গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ জরিমানা হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে;

(খ) গ্যাস সংযোগ সংক্রান্ত কোনো শর্ত ভঙ্গের কারণে গ্যাস লাইন বিচ্ছিন্নকরণের পর অননুমোদিত বা অবৈধভাবে গ্যাস ব্যবহারের ক্ষেত্রে পূর্বের সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ হইতে অবৈধ সংযোগ সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত, সর্বোচ্চ ১ (এক) বৎসর, এবং উক্তরূপ সনাক্তকরণের তারিখ হইতে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ পর্যন্ত গ্রাহকের অনুমোদিত ও সংযোজিত সরঞ্জামাদির মোট ফ্লাট রেইটে হিসাবকৃত বিলের মধ্যে যাহা অধিক হইবে উহার ভিত্তিতে গ্যাস বিল এবং অনুমোদিত সরঞ্জামাদির ভিত্তিতে ৩ (তিন) মাসের গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ জরিমানা হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে;

(গ) রেগুলেটর অননুমোদিতভাবে বা অবৈধভাবে বা পুনঃস্থাপন বা চাপ পুনর্নির্ধারণ করিয়া নির্ধারিত চাপের অধিক চাপে গ্যাস ব্যবহারের ক্ষেত্রে পূর্বে চাপ সেটকরণ বা রেগুলেটর সীলকরণ বা সর্বশেষ পরিদর্শনের তারিখে সীল সঠিক পাওয়া গেলে, ঐ তারিখ হইতে কারচুপি সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত, সর্বোচ্চ ১ (এক) বৎসর, এবং উক্তরূপ সনাক্তকরণের তারিখ হইতে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ বা অনুমোদিত চাপে পুনঃসেটকরণ পূর্বক রেগুলেটর সীলকরণ বা নিয়মিতকরণের সময় পর্যন্ত রেগুলেটর সর্বোচ্চ যে চাপে সেট করা সম্ভব সেই চাপের ভিত্তিতে স্থাপিত গ্যাস সরঞ্জামের ক্ষমতা হিসাব করিয়া তদানুযায়ী আনুপাতিক হারে ফ্লাট রেইটের ভিত্তিতে অতিরিক্ত বিল এবং অনুমোদিত সরঞ্জামাদির ভিত্তিতে ৩ (তিন) মাসের গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ জরিমানা হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে;

(ঘ) অনুমোদিত সংখ্যার অতিরিক্ত বা অতিরিক্ত ক্ষমতাসম্পন্ন গ্যাস সরঞ্জাম বা অননুমোদিত ডিভাইস স্থাপনপূর্বক গ্যাস ব্যবহারের ক্ষেত্রে গ্যাস লাইন কমিশনিং এর তারিখ বা চুলা বর্ধিতকরণের তারিখ বা সর্বশেষ পরিদর্শনের তারিখ বা গ্যাস লাইন পুন:সংযোগের তারিখ বা চুলা স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে বন্ধকরণের তারিখ হইতে শুরু করিয়া কারচুপি সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত, সর্বোচ্চ ১ (এক) বৎসর, উক্তরূপ সনাক্তকরণের তারিখ হইতে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ বা নিয়মিতকরণের তারিখ পর্যন্ত অতিরিক্ত স্থাপনার বিপরীতে ফ্লাট রেইটের ভিত্তিতে গ্যাস বিল এবং পুনর্নির্ধারিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে ১ (এক) মাসের গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ জরিমানা হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে;

(ঙ) পরিত্যক্ত রাইজার হইতে অননুমোদিত বা অবৈধভাবে গ্যাস সংযোগ গ্রহণ করিয়া গ্যাস ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইত:পূর্বে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ হইতে কারচুপি সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত, সর্বোচ্চ ১ (এক) বৎসর



R

এবং উক্তরূপ সনাক্তকরণের তারিখ হইতে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ বা নিয়মিতকরণের তারিখ পর্যন্ত পরিদর্শনে প্রাপ্ত একক বা দ্বৈত চুলার মোট সংখ্যা অনুযায়ী ফ্লাট রেইটের ভিত্তিতে এবং অন্যান্য সরঞ্জামের ক্ষেত্রে, যদি থাকে, প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়কের ভিত্তিতে মাসিক লোড নির্ধারণ করিয়া গ্যাস বিল এবং প্রাপ্ত সকল সরঞ্জামাদির ভিত্তিতে ৩ (তিন) মাসের গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ জরিমানা হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে;

(চ) যে উদ্দেশ্যে গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হইয়াছে সেই উদ্দেশ্যে ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে গ্যাস ব্যবহার করা হইলে গ্যাস সংযোগ অস্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্নযোগ্য হইবে এবং ইত:পূর্বে কোম্পানির কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শন বা গ্যাস লাইন পুন:সংযোগ বা সরঞ্জাম বর্ধিতকরণ বা কমিশনের তারিখ হইতে ভিন্ন উদ্দেশ্যে গ্যাস ব্যবহার সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত, সর্বোচ্চ ১ (এক) বৎসর, এবং উক্তরূপ সনাক্তকরণের তারিখ হইতে গ্যাস লাইন বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ পর্যন্ত যে উদ্দেশ্যে গ্যাস ব্যবহার পাওয়া যাইবে উহার জন্য প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়ক অনুযায়ী হিসাব করিয়া মাসিক লোডের ভিত্তিতে অতিরিক্ত গ্যাস বিল এবং অনুমোদিত সরঞ্জামাদির বিপরীতে ফ্লাট রেইটে ১ (এক) বৎসরের গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ জরিমানা হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে;

(২) মিটারযুক্ত গৃহস্থালি গ্রাহক গ্যাস কারচুপি বা অননুমোদিত গ্যাস ব্যবহার করিলে অস্থায়ীভাবে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণসহ নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে,-

(ক) মিটার বাইপাস বা প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন করিয়া গ্যাস ব্যবহারের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্যাস লাইনের নির্মাণ বা কমিশনিং বা পূর্বের সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ হইতে অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ পর্যন্ত, সর্বোচ্চ ১ (এক) বৎসর, এবং উক্তরূপ সনাক্তকরণের তারিখ হইতে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ বা নিয়মিতকরণের তারিখ পর্যন্ত গ্রাহকের অনুমোদিত ঘণ্টা প্রতি লোড ও সংযোজিত ঘন্টা প্রতি লোডের মধ্যে যাহা অধিক হইবে সেই লোড এবং প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়কের ভিত্তিতে পুনর্নির্ধারিত মাসিক লোড অনুযায়ী অতিরিক্ত গ্যাস বিল এবং অনুমোদিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে ৩ (তিন) মাসের গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ জরিমানা হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে;

(খ) মিটারে অবৈধ হস্তক্ষেপ বা বিপরীতমুখী বা উল্টোভাবে মিটার স্থাপন অথবা মিটার বা আরএমএস বা রাইজারের সীল বা যান্ত্রিক ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করিয়া গ্যাস ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইত:পূর্বে কোম্পানির কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শন বা গ্যাসলাইন পুন:সংযোগ বা সরঞ্জাম বর্ধিতকরণ বা কমিশনের তারিখ হইতে গ্যাস কারচুপি সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত, সর্বোচ্চ ১ (এক) বৎসর, এবং উক্তরূপ সনাক্তকরণের তারিখ হইতে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ বা মিটার সীলকরণ বা মিটার পরিবর্তনের তারিখ পর্যন্ত সময়ে প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত ঘণ্টা প্রতি লোড ও সংযোজিত ঘন্টা প্রতি লোডের মধ্যে যাহা অধিক সেই লোড এবং প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়কের ভিত্তিতে পুনর্নির্ধারিত মাসিক লোড হিসাবে অতিরিক্ত গ্যাস বিল এবং অনুমোদিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে ৩ (তিন) মাসের গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ জরিমানা হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে;

(গ) সরবরাহ লাইন হইতে বা অন্য কোন গ্রাহকের লাইন বা আরএমএস বা সরঞ্জাম বা স্থাপনা বা উৎস হইতে অবৈধ সংযোগ স্থাপন করিয়া গ্যাস ব্যবহারের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্যাস লাইনের নির্মাণ বা কমিশনিং বা পূর্বের সংযোগ সনাক্তকরণের তারিখ হইতে অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ পর্যন্ত, সর্বোচ্চ ১ (এক) বৎসর, এবং উক্তরূপ সনাক্তকরণের তারিখ হইতে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ পর্যন্ত গ্রাহকের সংযোজিত ঘন্টা প্রতি লোড এবং প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়কের ভিত্তিতে মাসিক লোড হিসাব করিয়া উহার ভিত্তিতে গ্যাস বিল এবং অনুমোদিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে ৩ (তিন) মাসের গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ জরিমানা হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে;

(ঘ) গ্যাস সংযোগ সংক্রান্ত কোন শর্ত ভঙ্গের কারণে গ্যাস লাইন বিচ্ছিন্নকরণের পর অননুমোদিত বা অবৈধভাবে গ্যাস ব্যবহারের ক্ষেত্রে পূর্বের সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ বা পরিদর্শনের তারিখ হইতে অবৈধ সংযোগ সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত, সর্বোচ্চ ১ (এক) বৎসর, এবং উক্তরূপ সনাক্তকরণের তারিখ হইতে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ পর্যন্ত গ্রাহক বা প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত ঘণ্টা প্রতি লোড ও সংযোজিত ঘন্টা প্রতি লোডের মধ্যে যাহা অধিক হইবে উক্ত লোড এবং প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়কের ভিত্তিতে মাসিক

লোড নির্ধারণ করিয়া তদানুযায়ী গ্যাস বিল এবং অনুমোদিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে ৩ (তিন) মাসের গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ জরিমানা হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে;

(ঙ) রেগুলেটর বা রেগুলেটরের চাপ অননুমোদিতভাবে বা অবৈধভাবে পরিবর্তন বা পুনঃস্থাপন বা পুনর্নির্ধারণ করিয়া নির্ধারিত চাপের অধিক চাপে গ্যাস ব্যবহারের ক্ষেত্রে পূর্বে চাপ সেটকরণ বা রেগুলেটর সীলকরণ বা সর্বশেষ পরিদর্শনের, সীল সঠিক পাওয়া গেলে, তারিখ হইতে কারচুপি সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত, সর্বোচ্চ ১ (এক) বৎসর, এবং উক্তরূপ সনাক্তকরণের তারিখ হইতে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ বা অনুমোদিত চাপে পুনঃসেটকরণ পূর্বক রেগুলেটর সীলকরণ বা নিয়মিতকরণের সময় পর্যন্ত প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ চাপের ভিত্তিতে হিসাব করিয়া সংযোজিত ঘণ্টা প্রতি লোড ও প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়ক অনুসারে পুনর্নির্ধারিত ন্যূনতম লোড এবং সর্বোচ্চ চাপের ভিত্তিতে নির্ণেয় প্রকৃত গ্যাস ব্যবহারের মধ্যে যাহা অধিক হইবে উহার ভিত্তিতে অতিরিক্ত গ্যাস বিল এবং অনুমোদিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে ১ (এক) মাসের গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ জরিমানা হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে;

(চ) অনুমোদিত সংখ্যার অতিরিক্ত বা অতিরিক্ত ক্ষমতাসম্পন্ন গ্যাস সরঞ্জাম বা কৃত্রিম ডিভাইস স্থাপনপূর্বক গ্যাস ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের সংযোজিত ঘণ্টা প্রতি লোড এবং প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়ক অনুযায়ী মাসিক লোড ও ন্যূনতম মাসিক লোড পুনর্নির্ধারণ করিয়া সর্বশেষ পরিদর্শনে অনিয়ম পাওয়া না গেলে, বা গ্যাস লাইন কমিশন হইতে শুরু করিয়া অননুমোদিত গ্যাস স্থাপনা বা বার্ণার সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত, সর্বোচ্চ ১ (এক) বৎসর, এবং উক্তরূপ সনাক্তকরণের তারিখ হইতে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ বা নিয়মিতকরণের তারিখ পর্যন্ত পুনর্নির্ধারিত ন্যূনতম মাসিক লোডের ভিত্তিতে গ্যাস বিল সংশোধন করিয়া অতিরিক্ত গ্যাস বিল এবং পুনর্নির্ধারিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে ১ (এক) মাসের গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ জরিমানা হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে, তবে অনুমোদিত স্থাপনার বিপরীতে হস্তক্ষেপ ব্যতীত ঘন্টা প্রতি সংযোজিত লোড অতিরিক্ত পাওয়া গেলে এবং উহা মিটার ক্ষমতার মধ্যে ও মাসিক গ্যাস ব্যবহার অনুমোদিত লোডের মধ্যে থাকিলে উক্ত ক্ষেত্রে কোম্পানি নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অতিরিক্ত ক্ষমতার সরঞ্জাম অপসারণ না করিলে গ্যাস সংযোগ অস্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্নকরণ এবং যথারীতি অতিরিক্ত বিল ও জরিমানা আদায় করিতে হইবে;

(ছ) পরিত্যক্ত রাইজার হইতে অননুমোদিত বা অবৈধভাবে গ্যাস সংযোগ গ্রহণ করিয়া গ্যাস ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইত:পূর্বে সম্পাদিত পরিদর্শন বা সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ হইতে অবৈধ সংযোগ সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত, সর্বোচ্চ ১ (এক) বৎসর, উক্তরূপ সনাক্তকরণের তারিখ হইতে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ পর্যন্ত গ্রাহক বা প্রতিষ্ঠানের জন্য অনুমোদিত ঘণ্টা প্রতি লোড ও সংযোজিত ঘন্টা প্রতি লোডের মধ্যে যাহা অধিক হইবে উক্ত লোড এবং প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়কের ভিত্তিতে মাসিক লোড নির্ধারণ করিয়া তদানুযায়ী গ্যাস বিল এবং অনুমোদিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে ৩ (তিন) মাসের গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ জরিমানা হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে;

(জ) যে উদ্দেশ্যে গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হইয়াছে সেই উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে গ্যাস ব্যবহার করা হইলে গ্যাস সংযোগ অস্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্নযোগ্য হইবে এবং ইত:পূর্বে কোম্পানির কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শন বা গ্যাস লাইন পুন:সংযোগ বা সরঞ্জাম বর্ধিতকরণ বা কমিশনের তারিখ হইতে ভিন্ন উদ্দেশ্যে গ্যাস ব্যবহার সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত, সর্বোচ্চ ১ (এক) বৎসর, এবং উক্তরূপ সনাক্তকরণের তারিখ হইতে গ্যাস লাইন বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ পর্যন্ত যেই উদ্দেশ্যে গ্যাস ব্যবহার পাওয়া যাইবে উহার জন্য প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়ক অনুযায়ী হিসাব করিয়া পুনর্নির্ধারিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে অতিরিক্ত গ্যাস বিল এবং অনুমোদিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে ৩ (তিন) মাসের গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ জরিমানা হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে;

(৩) বাণিজ্যিক গ্রাহক গ্যাস কারচুপি বা অননুমোদিত গ্যাস ব্যবহার করিলে অস্থায়ীভাবে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণসহ নিম্নরূপ ব্যবস্থা গৃহীত হইবে-

(ক) মিটার বাইপাস বা প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন করিয়া গ্যাস ব্যবহারের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্যাস লাইনের নির্মাণ বা কমিশনিং বা পূর্বের সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ হইতে অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ পর্যন্ত, সর্বোচ্চ ১ বছর, এবং উক্তরূপ সনাক্তকরণের তারিখ হইতে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ বা নিয়মিতকরণের

তারিখ পর্যন্ত গ্রাহক বা প্রতিষ্ঠানের জন্য অনুমোদিত ঘণ্টা প্রতি লোড ও সংযোজিত ঘণ্টা প্রতি লোডের মধ্যে যাহা অধিক হইবে সেই লোড এবং প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়কের ভিত্তিতে পুনর্নির্ধারিত মাসিক লোড অনুযায়ী অতিরিক্ত গ্যাস বিল এবং অনুমোদিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে ৩ (তিন) মাসের গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ জরিমানা হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে;

(খ) মিটারে অবৈধ হস্তক্ষেপ বা বিপরীতমুখী বা উল্টোভাবে মিটার স্থাপন অথবা মিটার বা আরএমএস বা রাইজার এর সীল বা যান্ত্রিক ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করিয়া গ্যাস ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইত:পূর্বে কোম্পানির কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শন বা গ্যাস লাইন পুন:সংযোগ বা সরঞ্জাম বর্ধিতকরণ বা কমিশনের তারিখ হইতে গ্যাস কারচুপি সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত সময় সর্বোচ্চ ১ (এক) বছর এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সনাক্তকরণের তারিখ হইতে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ বা মিটার সীলকরণ বা মিটার পরিবর্তনের তারিখ পর্যন্ত সময়ে প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত ঘণ্টা প্রতি লোড ও সংযোজিত ঘণ্টা প্রতি লোডের মধ্যে যাহা অধিক সেই লোড এবং প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়কের ভিত্তিতে পুনর্নির্ধারিত মাসিক লোড হিসাবে অতিরিক্ত গ্যাস বিল এবং অনুমোদিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে ৩ (তিন) মাসের গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ জরিমানা হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে;

(গ) সরবরাহ লাইন বা অন্য কোন গ্রাহকের স্থাপনা বা সরঞ্জাম বা সার্ভিস বা অভ্যন্তরীণ লাইন বা অন্য উৎস হইতে অবৈধ সংযোগ স্থাপন করিয়া বা পরিবহন করিয়া গ্যাস ব্যবহার করিবার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্যাস সরবরাহ লাইনের নির্মাণ বা কমিশনিং বা পূর্বের সংযোগ সনাক্তকরণের তারিখ হইতে অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ পর্যন্ত সর্বোচ্চ ১ (এক) বছর বা অন্য কোন গ্রাহকের গ্যাস সংযোগ বা স্থাপনা বা সার্ভিস লাইন বা অভ্যন্তরীণ লাইন বা সরবরাহ লাইন বা অন্য কোন উৎস হইতে অননুমোদিতভাবে গ্যাস পরিবহন করিয়া বা সংযোগ করিয়া অবৈধভাবে গ্যাস ব্যবহারের ক্ষেত্রে ১ (এক) বছর এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উক্ত সনাক্তকরণের তারিখ হইতে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ পর্যন্ত গ্রাহক বা প্রতিষ্ঠানের জন্য সংযোজিত ঘণ্টা প্রতি লোড এবং প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়কের ভিত্তিতে মাসিক লোড নির্ধারণ করিয়া তাহার ভিত্তিতে গ্যাস বিল এবং সংযোজিত লোডের ভিত্তিতে ৩ (তিন) মাসের গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ জরিমানা হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে;

(ঘ) গ্যাস সংযোগ সংক্রান্ত কোন শর্ত ভঙ্গের কারণে গ্যাস লাইন বিচ্ছিন্নকরণের পর অননুমোদিত বা অবৈধভাবে গ্যাস ব্যবহার করিবার ক্ষেত্রে পূর্বের সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ বা পরিদর্শনের তারিখ হইতে অবৈধ সংযোগ সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত সর্বোচ্চ ১ (এক) বছর এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উক্ত সনাক্তকরণের তারিখ হইতে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ পর্যন্ত গ্রাহক বা প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত ঘণ্টা প্রতি লোড ও সংযোজিত ঘণ্টা প্রতি লোডের মধ্যে যাহা অধিক হইবে সেই লোড এবং প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়কের ভিত্তিতে মাসিক লোড নির্ধারণ করিয়া সেই অনুযায়ী গ্যাস বিল এবং অনুমোদিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে ৩ (তিন) মাসের গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ জরিমানা হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে;

(ঙ) রেগুলেটর বা রেগুলেটরের চাপ অননুমোদিতভাবে বা অবৈধভাবে পুনঃস্থাপন বা পুনর্নির্ধারণ করিয়া নির্ধারিত চাপের অধিক চাপে গ্যাস ব্যবহার করিবার ক্ষেত্রে-

(অ) ইত:পূর্বে চাপ সেটকরণ বা রেগুলেটর সীলকরণ বা সর্বশেষ পরিদর্শনের সীল সঠিক পাওয়া গেলে, তারিখ হইতে কারচুপি সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত সময় সর্বোচ্চ ১ (এক) বছর এবং উক্ত সনাক্তকরণের তারিখ হইতে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ বা অনুমোদিত চাপে পুনঃসেটকরণপূর্বক রেগুলেটর সীলকরণ বা নিয়মিতকরণের সময় পর্যন্ত প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ চাপের ভিত্তিতে হিসেবকৃত সংযোজিত ঘণ্টা প্রতি লোড ও প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়ক অনুসারে পুনর্নির্ধারিত ন্যূনতম লোড এবং সর্বোচ্চ চাপের ভিত্তিতে নির্ণেয় প্রকৃত গ্যাস ব্যবহারের মধ্যে যাহা অধিক তাহার ভিত্তিতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অতিরিক্ত গ্যাস বিল এবং অনুমোদিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে ৩ (তিন) মাসের গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ জরিমানা হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে;

(আ) গ্রাহক কর্তৃক রেগুলেটরে হস্তক্ষেপের মাধ্যমে অনুমোদিত চাপের চেয়ে অধিক চাপে গ্যাস ব্যবহার পরিলক্ষিত হইলে সর্বশেষ চাপ সেটকরণ বা/রেগুলেটর সীলকরণ বা সর্বশেষ পরিদর্শনের তারিখ হইতে অধিক চাপে গ্যাস ব্যবহার সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত সময় সর্বোচ্চ ১ (এক) বছর এবং সনাক্তকরণের

তারিখ হইতে অনুমোদিত চাপে পুনঃসেট করিয়া রেগুলেটর সীলকরণ বা চাপ নিয়মিতকরণের তারিখ পর্যন্ত অধিক চাপে গ্যাস ব্যবহারজনিত কারণে সংশোধিত বিল এবং ০৩ (তিন) মাসের সংশোধিত বিলের সমপরিমাণ অর্থ জরিমানা হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে। রেগুলেটরে হস্তক্ষেপ না করিয়া অনুমোদিত চাপের চেয়ে অধিক চাপে গ্যাস ব্যবহার পরিলক্ষিত হইলে সর্বশেষ চাপ সেটকরণ বা রেগুলেটর সীলকরণ বা সর্বশেষ পরিদর্শনের তারিখ হইতে উচ্চচাপে গ্যাস ব্যবহার সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত সময় সর্বোচ্চ ১ (এক) বছর এবং উক্তরুপ সনাক্তকরণের তারিখ হইতে অনুমোদিত চাপে পুনঃসেট করিয়া রেগুলেটর সীলকরণ বা চাপ নিয়মিতকরণের তারিখ পর্যন্ত অধিক চাপে গ্যাস ব্যবহার জনিত কারণে সংশোধিত বিল আদায়যোগ্য হইবে;

(চ) অনুমোদিত সংখ্যার অতিরিক্ত বা অতিরিক্ত ক্ষমতাসম্পন্ন গ্যাস সরঞ্জাম বা কৃত্রিম ডিভাইস স্থাপনপূর্বক গ্যাস ব্যবহার করিবার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের সংযোজিত ঘণ্টা প্রতি লোড এবং প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়ক অনুযায়ী মাসিক লোড ও ন্যূনতম মাসিক লোড পুনর্নির্ধারিত করিয়া সর্বশেষ পরিদর্শনে অনিয়ম পাওয়া না গেলে, গ্যাস লাইন কমিশন হইতে শুরু করিয়া অননুমোদিত গ্যাস স্থাপনা বা বার্ণার সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত সময়ের সর্বোচ্চ ১ (এক ) বছর এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উক্তরুপ সনাক্তকরণের তারিখ হইতে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ না করিয়া নিয়মিতকরণের তারিখ পর্যন্ত পুনর্নির্ধারিত ন্যূনতম মাসিক লোডের ভিত্তিতে গ্যাস বিল সংশোধন করিয়া অতিরিক্ত গ্যাস বিল এবং পুনর্নির্ধারিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে ১ (এক) মাসের গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ জরিমানা হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে;

তবে, অনুমোদিত স্থাপনার বিপরীতে হস্তক্ষেপ ব্যতীত সংযোজিত ঘন্টাপ্রতি লোড অতিরিক্ত পাওয়া গেলে এবং উহা মিটার ক্ষমতার মধ্যে ও মাসিক গ্যাস ব্যবহার অনুমোদিত লোডের মধ্যে থাকিলে সেই ক্ষেত্রে কোম্পানির নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অতিরিক্ত ক্ষমতার সরঞ্জাম অপসারণ না করিলে গ্যাস সংযোগ অস্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্নযোগ্য হইবে এবং প্রযোজ্যমতে অতিরিক্ত বিল ও জরিমানা ধার্য হইবে।

(ছ) পরিত্যক্ত রাইজার হইতে অননুমোদিত বা অবৈধভাবে গ্যাস সংযোগ গ্রহণ করিয়া গ্যাস ব্যবহার করিবার ক্ষেত্রে ইত:পূর্বে সম্পাদিত পরিদর্শন বা সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ হইতে অবৈধ সংযোগ সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত সর্বোচ্চ ১ (এক) বছর এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উক্তরুপ সনাক্তকরণের তারিখ হইতে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ পর্যন্ত গ্রাহক বা প্রতিষ্ঠানের জন্য অনুমোদিত ঘণ্টা প্রতি লোড ও সংযোজিত ঘণ্টা প্রতি লোডের মধ্যে যাহা অধিক হইবে সেই লোড এবং প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়কের ভিত্তিতে মাসিক লোড নির্ধারণ করিয়া সেই অনুযায়ী গ্যাস বিল এবং অনুমোদিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে ৩ (তিন) মাসের গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ জরিমানা হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে;

(জ) যেই উদ্দেশ্যে গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হইয়াছে সেই উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে গ্যাস ব্যবহার করা হইলে গ্যাস সংযোগ অস্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্নযোগ্য হইবে। ইত:পূর্বে কোম্পানির কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শন/গ্যাস লাইন পুন:সংযোগ/সরঞ্জাম বর্ধিতকরণ/কমিশনের তারিখ হইতে ব্যবসার ধরন পরিবর্তন/ব্যবহারের ধরন পরিবর্তন/শ্রেণি বা উপশ্রেণি পরিবর্তন/সরঞ্জামের গ্যাস ব্যবহারে বিভক্তি ইত্যাদি সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত সময় (সর্বোচ্চ ১ বছর) এবং উক্তরুপ সনাক্তকরণের তারিখ হইতে গ্যাস লাইন বিচ্ছিন্নকরণ/নিয়মিতকরণের তারিখ পর্যন্ত যেই উদ্দেশ্যে গ্যাস ব্যবহার পাওয়া যাইবে তাহার জন্য প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়কের ভিত্তিতে মাসিক লোড হিসাব করিয়া অনুমোদিত মাসিক লোড অপেক্ষা বেশী হইলে সেই ক্ষেত্রে পুনর্নির্ধারিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে অতিরিক্ত গ্যাস বিল এবং অনুমোদিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে ১ (এক) মাসের গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ জরিমানা হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

(৪) শিল্প গ্রাহক (ঘণ্টা প্রতি লোড ৪ (চার) হাজার ঘনফুটের নিচে গ্যাস কারচুপি বা অননুমোদিত গ্যাস ব্যবহার করিলে অস্থায়ীভাবে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণসহ নিম্নরূপ ব্যবস্থা গৃহীত হইবে-

(ক) মিটার বাইপাস বা প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন করিয়া গ্যাস ব্যবহার করিবার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্যাস লাইনের নির্মাণ বা কমিশনিং বা পূর্বের সংযোগ বিচ্ছিন্নের তারিখ হইতে অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ পর্যন্ত সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাস এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উক্তরুপ সনাক্তকরণের তারিখ হইতে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন বা নিয়মিতকরণের তারিখ পর্যন্ত গ্রাহক বা প্রতিষ্ঠানের জন্য অনুমোদিত ঘণ্টা প্রতি লোড ও সংযোজিত ঘণ্টা প্রতি লোডের মধ্যে যাহা অধিক হইবে সেই লোড এবং প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়কের ভিত্তিতে

পুনর্নির্ধারিত মাসিক লোড অনুযায়ী অতিরিক্ত গ্যাস বিল এবং অনুমোদিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে ৩ (তিন) মাসের গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ জরিমানা হিসাবে গ্রাহকের নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে;

(খ) মিটারে অবৈধ হস্তক্ষেপ বা বিপরীতমুখী মিটার স্থাপন অথবা মিটার বা আরএমএস বা রাইজার এর সীল বা যান্ত্রিক ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করিয়া গ্যাস ব্যবহার করিবার ক্ষেত্রে ইত:পূর্বে কোম্পানির কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শন বা গ্যাস লাইন পুন:সংযোগ বা সরঞ্জাম বর্ধিতকরণ বা কমিশনের তারিখ হইতে গ্যাস কারচুপি সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত সময়, সর্বোচ্চ ৪ (চার) মাস এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উক্তরূপ সনাক্তকরণের তারিখ হইতে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ বা মিটার সীলকরণ বা মিটার পরিবর্তনের তারিখ পর্যন্ত সময়ে প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত ঘণ্টা প্রতি লোড ও সংযোজিত ঘণ্টা প্রতি লোডের মধ্যে যাহা অধিক সেই লোড এবং প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়কের ভিত্তিতে পুনর্নির্ধারিত মাসিক লোড হিসাবে অতিরিক্ত গ্যাস বিল এবং অনুমোদিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে ২ (দুই) মাসের গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ জরিমানা হিসাবে গ্রাহকের নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে;

(গ) সরবরাহ লাইন বা অন্য কোন গ্রাহকের স্থাপনা বা সরঞ্জাম বা সার্ভিস লাইন বা অভ্যন্তরীণ লাইন বা অন্য উৎস হইতে অবৈধ সংযোগ স্থাপন করিয়া বা পরিবহন করিয়া গ্যাস ব্যবহার করিবার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্যাস লাইনের নির্মাণ বা কমিশনিং বা পূর্বের সংযোগ সনাক্তকরণের তারিখ হইতে অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ পর্যন্ত সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাস বা অন্য কোন গ্রাহকের গ্যাস সংযোগ বা স্থাপনা বা সার্ভিস লাইন বা অভ্যন্তরীণ লাইন বা অন্য উৎস হইতে গ্যাস পরিবহন বা সংযোগ করিয়া অবৈধভাবে গ্যাস ব্যবহারের ক্ষেত্রে ৬ (ছয়) মাস এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উক্তরূপ সনাক্তকরণের তারিখ হইতে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ পর্যন্ত গ্রাহক বা প্রতিষ্ঠানের জন্য সংযোজিত ঘণ্টা প্রতি লোড এবং প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়কের ভিত্তিতে মাসিক লোড হিসাব করিয়া তাহার ভিত্তিতে গ্যাস বিল এবং সংযোজিত লোডের ভিত্তিতে মাসিক ৩ (তিন) মাসের গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ জরিমানা হিসাবে গ্রাহকের নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে;

(ঘ) গ্যাস সংযোগ সংক্রান্ত কোন শর্ত ভঙ্গের কারণে গ্যাস লাইন বিচ্ছিন্নকরণের পর অননুমোদিত বা অবৈধভাবে গ্যাস ব্যবহার করিবার ক্ষেত্রে পূর্বের সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ বা পরিদর্শনের তারিখ হইতে অবৈধ সংযোগ সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাস এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উক্ত সনাক্তকরণের তারিখ হইতে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ পর্যন্ত গ্রাহক বা প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত ঘণ্টা প্রতি লোড ও সংযোজিত ঘণ্টা প্রতি লোডের মধ্যে যাহা অধিক হইবে সেই লোড এবং প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়কের ভিত্তিতে মাসিক লোড নির্ধারণ করিয়া সেই অনুযায়ী গ্যাস বিল এবং অনুমোদিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে ৩ (তিন) মাসের গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ জরিমানা হিসাবে গ্রাহকের নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে;

(ঙ) রেগুলেটর বা রেগুলেটরের চাপ অননুমোদিতভাবে বা অবৈধভাবে পুনঃস্থাপন বা পুনর্নির্ধারণ করিয়া নির্ধারিত চাপের অধিক চাপে গ্যাস ব্যবহার করিবার ক্ষেত্রে-

(অ) পূর্বে চাপ সেটকরণ বা রেগুলেটর সীলকরণ বা সর্বশেষ পরিদর্শনের তারিখে সীল সঠিক পাওয়া গেলে, ঐ তারিখ হইতে কারচুপি সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত সময়, সর্বোচ্চ ৪ (চার) মাস, এবং উক্তরূপ সনাক্তকরণের তারিখ হইতে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ বা অনুমোদিত চাপে পুনঃসেটকরণপূর্বক রেগুলেটর সীলকরণ বা নিয়মিতকরণের সময় পর্যন্ত প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ চাপের ভিত্তিতে হিসাবকৃত সংযোজিত ঘণ্টা প্রতি লোড ও প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়ক অনুসারে পুনর্নির্ধারিত ন্যূনতম লোড এবং সর্বোচ্চ চাপের ভিত্তিতে নির্ণেয় প্রকৃত গ্যাস ব্যবহারের মধ্যে যাহা অধিক তাহার ভিত্তিতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অতিরিক্ত গ্যাস বিল এবং অনুমোদিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে ২ (দুই) মাসের গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ জরিমানা হিসাবে গ্রাহকের নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে;

(আ) গ্রাহক কর্তৃক রেগুলেটরে হস্তক্ষেপের মাধ্যমে অনুমোদিত চাপের চেয়ে অধিক চাপে গ্যাস ব্যবহার পরিলক্ষিত হইলে সর্বশেষ চাপ সেটকরণ বা রেগুলেটর সীলকরণ বা সর্বশেষ পরিদর্শনের তারিখ হইতে উচ্চচাপে গ্যাস ব্যবহার সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত সময়, সর্বোচ্চ ৪ (চার) মাস এবং সনাক্তকরণের তারিখ হইতে অনুমোদিত চাপে পুনঃসেট করিয়া রেগুলেটর সীলকরণ বা চাপ নিয়মিতকরণের তারিখ পর্যন্ত অধিক চাপে গ্যাস ব্যবহার জনিত কারণে সংশোধিত বিল এবং ০১ (এক) মাসের সংশোধিত বিলের সমপরিমাণ অর্থ জরিমানা হিসাবে গ্রাহকের নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে;

(ই) রেগুলেটরে হস্তক্ষেপ না করিয়া অনুমোদিত চাপের চেয়ে অধিক চাপে গ্যাস ব্যবহার পরিলক্ষিত হইলে সর্বশেষ চাপ সেটকরণ বা রেগুলেটর সীলকরণ বা সর্বশেষ পরিদর্শনের তারিখ হইতে উচ্চচাপে গ্যাস ব্যবহার সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত সময়, সর্বোচ্চ ৪ (চার) মাস এবং সনাক্তকরণের তারিখ হইতে অনুমোদিত চাপে পুনঃসেট করিয়া রেগুলেটর সীলকরণ বা চাপ নিয়মিতকরণের তারিখ পর্যন্ত অধিক চাপে গ্যাস ব্যবহারজনিত কারণে সংশোধিত বিল গ্রাহকের নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে;

(চ) অনুমোদিত সংখ্যার অতিরিক্ত বা অতিরিক্ত ক্ষমতাসম্পন্ন গ্যাস সরঞ্জাম বা পাইপ লাইন বা আরএমএস এ অননুমোদিত ডিভাইস স্থাপনপূর্বক গ্যাস ব্যবহার করিবার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের সংযোজিত ঘণ্টা প্রতি লোড এবং প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়ক অনুযায়ী মাসিক লোড ও ন্যূনতম মাসিক লোড পুনর্নির্ধারণ করিয়া সর্বশেষ পরিদর্শনে অনিয়ম পাওয়া না গেলে, বা গ্যাস লাইন কমিশন হইতে শুরু করিয়া অননুমোদিত গ্যাস স্থাপনা বা বার্ণার সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত সময়ের, সর্বোচ্চ ৪ (চার) মাস এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উক্ত সনাক্তকরণের তারিখ হইতে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ বা নিয়মিতকরণের তারিখ পর্যন্ত পুনর্নির্ধারিত ন্যূনতম মাসিক লোডের ভিত্তিতে গ্যাস বিল সংশোধন করিয়া অতিরিক্ত গ্যাস বিল এবং পুনর্নির্ধারিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে ১ (এক) মাসের গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ জরিমানা হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে। তবে, অনুমোদিত স্থাপনার বিপরীতে হস্তক্ষেপ ব্যতীত সংযোজিত ঘন্টাপ্রতি লোড অতিরিক্ত পাওয়া গেলে এবং উহা মিটার ক্ষমতার মধ্যে ও মাসিক গ্যাস ব্যবহার অনুমোদিত লোডের মধ্যে থাকিলে সেই ক্ষেত্রে কোম্পানি নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অতিরিক্ত ক্ষমতার সরঞ্জাম অপসারণ না করিলে গ্যাস সংযোগ অস্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্নযোগ্য হইবে এবং প্রযোজ্যমতে অতিরিক্ত বিল ও জরিমানা ধার্য হইবে;

(ছ) পরিত্যক্ত রাইজার হইতে অননুমোদিত বা অবৈধভাবে গ্যাস সংযোগ গ্রহণ করিয়া গ্যাস ব্যবহার করিবার ক্ষেত্রে ইত:পূর্বে সম্পাদিত পরিদর্শন বা সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ হইতে অবৈধ সংযোগ সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত, সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাস এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উক্ত সনাক্তকরণের তারিখ হইতে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ পর্যন্ত গ্রাহক বা প্রতিষ্ঠানের জন্য অনুমোদিত ঘণ্টা প্রতি লোড ও সংযোজিত ঘণ্টা প্রতি লোডের মধ্যে যাহা অধিক হইবে সেই লোড এবং প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়কের ভিত্তিতে মাসিক লোড নির্ধারণ করিয়া সেই অনুযায়ী গ্যাস বিল এবং অনুমোদিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে ৩ (তিন) মাসের গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ জরিমানা হিসাবে গ্রাহকের নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে;

(জ) যে উদ্দেশ্যে গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হইয়াছে সেই উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে গ্যাস ব্যবহার করা হইলে গ্যাস সংযোগ অস্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্নযোগ্য হইবে। ইত:পূর্বে কোম্পানির কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শন/গ্যাস লাইন পুন:সংযোগ/সরঞ্জাম বর্ধিতকরণ/কমিশনের তারিখ হইতে ব্যবসার ধরন পরিবর্তন/ব্যবহারের ধরন পরিবর্তন/শ্রেণি বা উপশ্রেণি পরিবর্তন/সরঞ্জামের গ্যাস ব্যবহারে বিভক্তি ইত্যাদি সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত সময় (সর্বোচ্চ ৪ মাস) এবং উক্ত সনাক্তকরণের তারিখ হইতে গ্যাস লাইন বিচ্ছিন্নকরণ/নিয়মিতকরণের তারিখ পর্যন্ত যেই উদ্দেশ্যে গ্যাস ব্যবহার পাওয়া যাইবে তাহার জন্য প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়কের ভিত্তিতে মাসিক লোড হিসাব করিয়া অনুমোদিত মাসিক লোড অপেক্ষা বেশী হইলে সেই ক্ষেত্রে পুনর্নির্ধারিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে অতিরিক্ত গ্যাস বিল এবং অনুমোদিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে ১ (এক) মাসের গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ যাহা, সর্বোচ্চ ১ (এক) লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

(৫) শিল্প গ্রাহক (ঘণ্টা প্রতি লোড ৪,০০০ ঘনফুট ও ইহার উর্ধ্বে) গ্যাস কারচুপি বা অননুমোদিত গ্যাস ব্যবহার করিলে অস্থায়ীভাবে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণসহ নিম্নরূপ ব্যবস্থা গৃহীত হইবে-

(ক) মিটার বাইপাস বা প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন করিয়া গ্যাস ব্যবহার করিবার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্যাস লাইনের নির্মাণ বা কমিশনিং বা পূর্বের সংযোগ বিচ্ছিন্নের তারিখ হইতে অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ পর্যন্ত সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাস এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উক্ত সনাক্তকরণের তারিখ হইতে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিনকরণ বা নিয়মিতকরণের তারিখ পর্যন্ত গ্রাহক বা প্রতিষ্ঠানের জন্য অনুমোদিত ঘণ্টা প্রতি লোড ও সংযোজিত ঘণ্টা প্রতি লোডের মধ্যে যাহা অধিক হইবে সেই লোড এবং প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়কের ভিত্তিতে পুনর্নির্ধারিত মাসিক লোড অনুযায়ী অতিরিক্ত গ্যাস বিল এবং অনুমোদিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে ৩ (তিন) মাসের গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ জরিমানা হিসাবে গ্রাহকের নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে;



R

(খ) মিটারে অবৈধ হস্তক্ষেপ বা বিপরীতমুখী মিটার স্থাপন অথবা মিটার বা আরএমএস বা রাইজার এর সীল বা যান্ত্রিক ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করিয়া গ্যাস ব্যবহার করিবার ক্ষেত্রে ইত:পূর্বে কোম্পানির কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শন বা গ্যাস লাইন পুন:সংযোগ বা সরঞ্জাম বর্ধিতকরণ বা কমিশনের তারিখ হইতে গ্যাস কারচুপি সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত সময়, সর্বোচ্চ ২ (দুই) মাস এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উক্তরূপ সনাক্তকরণের তারিখ হইতে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ বা মিটার সীলকরণ বা মিটার পরিবর্তনের তারিখ পর্যন্ত সময়ে প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত ঘণ্টা প্রতি লোড ও সংযোজিত ঘণ্টা প্রতি লোডের মধ্যে যাহা অধিক সেই লোড এবং প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়কের ভিত্তিতে পুনর্নির্ধারিত মাসিক লোড হিসাবে অতিরিক্ত গ্যাস বিল এবং অনুমোদিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে ২ (দুই) মাসের গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ জরিমানা হিসাবে গ্রাহকের নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে;

(গ) সরবরাহ লাইন বা অন্য কোন গ্রাহকের স্থাপনা বা সরঞ্জাম বা সার্ভিস বা অভ্যন্তরীণ লাইন বা অন্য উৎস হইতে অবৈধ সংযোগ স্থাপন করিয়া বা পরিবহন করিয়া গ্যাস ব্যবহার করিবার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্যাস লাইনের নির্মাণ বা কমিশনিং বা পূর্বের সংযোগ সনাক্তকরণের তারিখ হইতে অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ পর্যন্ত, সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাস বা অন্য কোন গ্রাহকের গ্যাস সংযোগ বা স্থাপনা বা অন্য কোন উৎস হইতে অননুমোদিত মাধ্যমে গ্যাস পরিবহন করিয়া অবৈধভাবে গ্যাস ব্যবহারের ক্ষেত্রে ৬ (ছয়) মাস এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উক্ত সনাক্তকরণের তারিখ হইতে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ পর্যন্ত গ্রাহক বা প্রতিষ্ঠানের জন্য সংযোজিত ঘণ্টা প্রতি লোড এবং প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়কের ভিত্তিতে মাসিক লোড হিসাব করিয়া উহার ভিত্তিতে গ্যাস বিল এবং সংযোজিত লোডের ভিত্তিতে ৩ (তিন) মাসের গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ জরিমানা হিসাবে গ্রাহকের নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে;

(ঘ) গ্যাস সংযোগ সংক্রান্ত কোন শর্ত ভঙ্গের কারনে গ্যাস লাইন বিচ্ছিন্নকরণের পর অননুমোদিত বা অবৈধভাবে গ্যাস ব্যবহার করিবার ক্ষেত্রে পূর্বের সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ বা পরিদর্শনের তারিখ হইতে অবৈধ সংযোগ সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত, সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাস, এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উক্তরূপ সনাক্তকরণের তারিখ হইতে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ পর্যন্ত গ্রাহক বা প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত ঘণ্টা প্রতি লোড ও সংযোজিত ঘণ্টা প্রতি লোডের মধ্যে যাহা অধিক হইবে সেই লোড এবং প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়কের ভিত্তিতে মাসিক লোড নির্ধারণ করিয়া সেই অনুযায়ী গ্যাস বিল এবং অনুমোদিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে ৩ (তিন) মাসের গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ জরিমানা হিসাবে গ্রাহকের নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে;

(ঙ) রেগুলেটর বা রেগুলেটরের চাপ অননুমোদিতভাবে বা অবৈধভাবে পুন:স্থাপন বা পুনর্নির্ধারিত করিয়া নির্ধারিত চাপের অধিক চাপে গ্যাস ব্যবহার করিবার ক্ষেত্রে-

(অ) পূর্বে চাপ সেটকরণ বা রেগুলেটর সীলকরণ বা সর্বশেষ পরিদর্শনের তারিখে সীল সঠিক পাওয়া গেলে, ঐ তারিখ হইতে কারচুপি সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত সময়, সর্বোচ্চ ২ (দুই) মাস, এবং উক্তরূপ সনাক্তকরণের তারিখ হইতে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ বা অনুমোদিত চাপে পুনঃসেটকরণপূর্বক রেগুলেটর সীলকরণ বা নিয়মিতকরণের সময় পর্যন্ত প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ চাপের ভিত্তিতে হিসাবকৃত সংযোজিত ঘণ্টা প্রতি লোড ও প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়ক অনুসারে পুনর্নির্ধারিত ন্যূনতম লোড এবং সর্বোচ্চ চাপের ভিত্তিতে নির্ণেয় প্রকৃত গ্যাস ব্যবহারের মধ্যে যাহা অধিক উহার ভিত্তিতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অতিরিক্ত গ্যাস বিল এবং অনুমোদিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে ১ (এক) মাসের গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ, সর্বোচ্চ ৩ (তিন) লক্ষ টাকা, জরিমানা হিসাবে গ্রাহকের নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে;

(আ) গ্রাহক কর্তৃক রেগুলেটরে হস্তক্ষেপের মাধ্যমে অনুমোদিত চাপের চেয়ে অধিক চাপে গ্যাস ব্যবহার পরিলক্ষিত হইলে সর্বশেষ চাপ রেগুলেটরে হস্তক্ষেপ না করিয়া অনুমোদিত চাপের চেয়ে অধিক চাপে গ্যাস ব্যবহার পরিলক্ষিত হইলে সর্বশেষ চাপ সেটকরণ বা রেগুলেটর সীলকরণ বা সর্বশেষ পরিদর্শনের তারিখ হইতে উচ্চচাপে গ্যাস ব্যবহার সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত সময়, সর্বোচ্চ ২ (দুই) মাস এবং সনাক্তকরণের তারিখ হইতে অনুমোদিত চাপে পুন:সেটকরণ করিয়া রেগুলেটর সীলকরণ বা চাপ নিয়মিতকরণের তারিখ পর্যন্ত অধিক চাপে গ্যাস ব্যবহার জনিত কারণে সংশোধিত বিল গ্রাহকের নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে;

(ই) রেগুলেটরে হস্তক্ষেপ না করিয়া অনুমোদিত চাপের চেয়ে অধিক চাপে গ্যাস ব্যবহার পরিলক্ষিত হইলে সর্বশেষ চাপ সেটকরণ বা রেগুলেটর সীলকরণ বা সর্বশেষ পরিদর্শনের তারিখ হইতে উচ্চচাপে গ্যাস ব্যবহার সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত সময়, সর্বোচ্চ ২ (দুই) মাস এবং সনাক্তকরণের তারিখ হইতে অনুমোদিত চাপে পুন:সেটকরণ করিয়া রেগুলেটর সীলকরণ বা চাপ নিয়মিতকরণের তারিখ পর্যন্ত অধিক চাপে গ্যাস ব্যবহারজনিত কারণে সংশোধিত বিল আদায়যোগ্য হইবে;

(চ) অনুমোদিত সংখ্যার অতিরিক্ত বা অতিরিক্ত ক্ষমতাসম্পন্ন গ্যাস সরঞ্জাম বা সার্ভিস লাইন বা আরএমএস বা অভ্যন্তরীণ লাইনে অননুমোদিত ডিভাইস স্থাপনপূর্বক গ্যাস ব্যবহার করিবার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের সংযোজিত ঘণ্টা প্রতি লোড এবং প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়ক অনুযায়ী মাসিক লোড ও ন্যূনতম মাসিক লোড পুনর্নির্ধারণ করিয়া সর্বশেষ পরিদর্শন, অনিয়ম পাওয়া না গেলে বা গ্যাস লাইন কমিশন হইতে শুরু করিয়া অননুমোদিত গ্যাস স্থাপনা বা বার্ণার সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত সময়ের, সর্বোচ্চ ২ (দুই) মাস এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উক্তরুপ সনাক্তকরণের তারিখ হইতে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ বা নিয়মিতকরণের তারিখ পর্যন্ত পুনর্নির্ধারিত ন্যূনতম মাসিক লোডের ভিত্তিতে গ্যাস বিল সংশোধন করিয়া অতিরিক্ত গ্যাস বিল এবং পুনর্নির্ধারিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে ১ (এক) মাসের গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ (সর্বোচ্চ ৩ (তিন) লক্ষ টাকা) জরিমানা হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে। তবে, অনুমোদিত স্থাপনার বিপরীতে হস্তক্ষেপ ব্যতীত সংযোজিত ঘন্টাপ্রতি লোড অতিরিক্ত পাওয়া গেলে এবং উহা মিটার ক্ষমতাহার মধ্যে ও মাসিক গ্যাস ব্যবহার অনুমোদিত লোডের মধ্যে থাকিলে সেইক্ষেত্রে কোম্পানি নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অতিরিক্ত ক্ষমতাহার সরঞ্জাম অপসারণ না করিলে গ্যাস সংযোগ অস্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্ন হইবে এবং প্রযোজ্যমতে অতিরিক্ত বিল ও জরিমানা ধার্য হইবে;

(ছ) পরিত্যক্ত রাইজার হইতে অননুমোদিত বা অবৈধভাবে গ্যাস সংযোগ গ্রহণ করিয়া গ্যাস ব্যবহার করিবার ক্ষেত্রে ইত:পূর্বে সম্পাদিত পরিদর্শন বা সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ হইতে অবৈধ সংযোগ সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত, সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাস এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উক্ত সনাক্তকরণের তারিখ হইতে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ পর্যন্ত গ্রাহক বা প্রতিষ্ঠানের জন্য অনুমোদিত ঘণ্টা প্রতি লোড ও সংযোজিত ঘন্টা প্রতি লোডের মধ্যে যাহা অধিক হইবে সেই লোড এবং প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়কের ভিত্তিতে মাসিক লোড নির্ধারণ করিয়া সেই অনুযায়ী গ্যাস বিল এবং অনুমোদিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে ৩ (তিন) মাসের গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ জরিমানা হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে;

(জ) যেই উদ্দেশ্যে গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হইয়াছে, সেই উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে গ্যাস ব্যবহার করা হইলে গ্যাস সংযোগ অস্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্নযোগ্য হইবে। ইত:পূর্বে কোম্পানির কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শন/গ্যাস লাইন পুন:সংযোগ/সরঞ্জাম বর্ধিতকরণ/ কমিশনের তারিখ হইতে ব্যবসার ধরন পরিবর্তন/ব্যবহারের ধরন পরিবর্তন/শ্রেণি বা উপশ্রেনি পরিবর্তন/সরঞ্জামের গ্যাস ব্যবহারে বিভক্তি ইত্যাদি সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত সময় (সর্বোচ্চ ২ মাস) এবং উক্তরুপ সনাক্তকরণের তারিখ হইতে গ্যাস লাইন বিচ্ছিন্নকরণ/নিয়মিতকরণের তারিখ পর্যন্ত যেই উদ্দেশ্যে গ্যাস ব্যবহার পাওয়া যাবে তাহার জন্য প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়কের ভিত্তিতে মাসিক লোড হিসাব করিয়া অনুমোদিত মাসিক লোড অপেক্ষা বেশী হইলে সেই ক্ষেত্রে পুনর্নির্ধারিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে অতিরিক্ত গ্যাস বিল এবং অনুমোদিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে ১ (এক) মাসের গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ (সর্বোচ্চ ২ লক্ষ টাকা) জরিমানা হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

(৬) মৌসুমী গ্রাহক: শিল্প শ্রেণির গ্রাহকদের অনুরূপ।

(৭) ক্যাপটিভ পাওয়ার গ্রাহক:

(ক) শিল্প শ্রেণির গ্রাহকদের অনুরূপ;

(খ) ক্যাপটিভ পাওয়ার শ্রেণিভুক্ত গ্রাহক কর্তৃক অবৈধভাবে বাণিজ্যিক বা গৃহস্থালী কাজে বা চা বাগান বা মৌসুমী সিএনজি স্টেশন বা শিল্প প্রতিষ্ঠানে গ্যাস ব্যবহার করা হইলে গ্যাস সংযোগ অস্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্নযোগ্য হইবে। অবৈধ গ্যাস ব্যবহার সনাক্তকরণের সময় প্রাপ্ত বার্নার বা সরঞ্জামের ঘণ্টা প্রতি লোড এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়ক অনুসারে মাসিক লোড নির্ধারণপূর্বক উক্ত লোডের ভিত্তিতে গ্যাস

লাইন কমিশনিং এর তারিখ বা লোড বর্ধিতকরণের তারিখ বা সর্বশেষ পরিদর্শনের তারিখ বা গ্যাস লাইন পুন:সংযোগের তারিখ হইতে শুরু করিয়া গ্যাস কারচুপি সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত সময়, আবাসিক ও বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহারের জন্য সর্বোচ্চ ১ (এক) বছর, এবং শিল্প বা মৌসুমী বা সিএনজি স্টেশন বা চা বাগান শ্রেণির জন্য ঘণ্টা প্রতি লোড ৪ (চার) হাজার ঘনফুটের নিচে সর্বোচ্চ ৪ (চার) মাস এবং ঘণ্টা প্রতি লোড ৪ (চার) হাজার ঘনফুট ও এর উর্ধ্বে সবোচ্চ ২ (দুই) মাস এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উক্তরুপ সনাক্তকরণের তারিখ হইতে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ বা নিয়মিতকরণ এর তারিখ পর্যন্ত নির্ধারিত হারে অতিরিক্ত গ্যাস বিল এবং সকল ক্ষেত্রে অনুমোদিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে ১ (এক) মাসের গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ যাহা, সর্বোচ্চ ১ (এক) লক্ষ টাকা পর্যন্ত, জরিমানা হিসাবে গ্রাহকের নিকট থেকে আদায়যোগ্য হইবে।

(৮) সিএনজি গ্রাহক: অস্থায়ীভাবে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণসহ নিম্নরূপ ব্যবস্থা গৃহীত হইবে-

(ক) উপ-অনুচ্ছেদ (চ), যাহা অনুমোদিত সংখ্যার অতিরিক্ত বা অতিরিক্ত ক্ষমতাসম্পন্ন গ্যাস সরঞ্জাম বা সার্ভিস লাইন বা আরএমএস বা অভ্যন্তরীণ লাইনে কৃত্রিম ডিভাইস স্থাপনপূর্বক গ্যাস ব্যবহার করিবার ক্ষেত্র ব্যতীত, অন্যান্য ক্ষেত্রে শিল্প শ্রেণির গ্রাহকদের অনুরূপ;

(খ) অনুমোদিত সংখ্যার অতিরিক্ত বা অতিরিক্ত ক্ষমতাসম্পন্ন গ্যাস সরঞ্জাম স্থাপনপূর্বক গ্যাস ব্যবহার করিবার ক্ষেত্রে সিএনজি শ্রেণির গ্রাহক কর্তৃক মিটার কারচুপির সাথে সম্পৃক্ত না হইয়া অননুমোদিতভাবে অতিরিক্ত স্থাপনা বা উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কম্প্রেসর সংযোজন করা হইলে সর্বশেষ পরিদর্শন, অনিয়ম পাওয়া না গেলে, বা গ্যাস লাইন কমিশনিং এর তারিখ হইতে শুরু করিয়া অবৈধ কার্যকলাপ সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত, সর্বোচ্চ ২ (দুই) মাস এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উক্তরুপ সনাক্তকরণের তারিখ হইতে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ বা নিয়মিতকরণের তারিখ পর্যন্ত নিম্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে অতিরিক্ত বিল ও জরিমানা নির্ধারণ করা হইবে:

অনুমোদিত ও অতিরিক্ত সংযোজিত ঘণ্টাপ্রতি লোডের আনুপাতিক হারে মাসিক গ্যাস ব্যবহারকে বিভাজন করিয়া যেই সকল মাসের গ্যাস ব্যবহার অতিরিক্ত মাসিক লোডের ৬০% এর কম হইবে সেই সকল মাসের গ্যাস বিল উক্ত ধার্যকৃত অতিরিক্ত মাসিক লোডের ৬০% এর ভিত্তিতে সংশোধন করিয়া সংশোধিত বিল এবং মোট সংযোজিত ঘণ্টাপ্রতি লোডের ভিত্তিতে মাসিক লোড অনুযায়ী ১৫ (পনর) দিনের গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ, সর্বোচ্চ ১০ (দশ) লক্ষ টাকা, জরিমানা হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে। তবে অনুমোদিত স্থাপনার বিপরীতে হস্তক্ষেপ ব্যতীত সংযোজিত ঘন্টাপ্রতি লোড অতিরিক্ত পাওয়া গেলে এবং উহা মিটার ক্ষমতার মধ্যে ও মাসিক গ্যাস ব্যবহার অনুমোদিত লোডের মধ্যে থাকিলে সেই ক্ষেত্রে কোম্পানি নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অতিরিক্ত ক্ষমতার সরঞ্জাম অপসারণ না করিলে গ্যাস সংযোগ অস্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্ন হইবে এবং প্রযোজ্যমতে অতিরিক্ত বিল ও জরিমানা ধার্য হইবে যাহা গ্রাহককে পরিশোধ করিতে হইবে;

(গ) সিএনজি শ্রেণিভুক্ত গ্রাহক কর্তৃক অবৈধভাবে বাণিজ্যিক বা গৃহস্থালী কাজে বা চা বাগান বা মৌসুমী বা শিল্প প্রতিষ্ঠানে গ্যাস ব্যবহার করা হইলে গ্যাস সংযোগ অস্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্নযোগ্য হইবে। অবৈধ গ্যাস ব্যবহার সনাক্তকরণের সময় প্রাপ্ত বার্নার বা সরঞ্জাম-এর ঘণ্টাপ্রতি লোড এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়ক অনুসারে মাসিক লোড নির্ধারণপূর্বক উক্ত লোডের ভিত্তিতে গ্যাস লাইন কমিশনিং এর তারিখ বা লোড বর্ধিতকরণের তারিখ বা সর্বশেষ পরিদর্শনের তারিখ বা গ্যাস লাইন পুন:সংযোগের তারিখ হইতে শুরু করিয়া অবৈধ গ্যাস ব্যবহার সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত সময়, আবাসিক ও বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহারের জন্য সর্বোচ্চ ১ (এক) বছর, এবং শিল্প বা মৌসুমী বা চা বাগান শ্রেণির জন্য ঘণ্টাপ্রতি লোড ৪ (চার) হাজার ঘনফুটের নিচে সর্বোচ্চ ৪ (চার) মাস এবং ঘণ্টাপ্রতি লোড ৪ (চার) হাজার ঘনফুট ও এর উর্ধ্বে সর্বোচ্চ ২ (দুই) মাস এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উক্ত সনাক্তকরণের তারিখ হইতে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ বা নিয়মিতকরণের তারিখ পর্যন্ত নির্ধারিত হারে অতিরিক্ত গ্যাস বিল এবং সকল ক্ষেত্রে অনুমোদিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে ১ (এক) মাসের গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ (সর্বোচ্চ ২ (দুই) লক্ষ টাকা) জরিমানা হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে;

(৯) চা বাগান গ্রাহক: শিল্প শ্রেণির গ্রাহকদের অনুরূপ।

৩৭। **অবৈধ কার্যকলাপ একাধিক বার সংঘটনের জন্য জরিমানা ।**- (১) কোনো গ্রাহক বা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গ্যাস কারচুপি বা অননুমোদতি বা অবৈধভাবে যে কোনো অপরাধ বা অনিয়ম প্রথমবার সংঘটনের ক্ষেত্রে উক্ত অপরাধের জন্য

অতিরিক্ত বিল, সমন্বয় বিল ও জরিমানা ধার্য সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট বিধি বা উপ-বিধিতে বর্ণিত বিধান অনুযায়ী প্রাপ্য পাওনাদিসহ জরিমানা প্রদান করিতে হইবে, তবে একই মালিকানাধীন গ্রাহক বা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দ্বিতীয়বার কোনো অপরাধ বা অনিয়ম সংঘটিত হইলে উহার জন্য প্রাপ্য পাওনাদিসহ দ্বিগুণ এবং তৃতীয়বার সংঘটনের ক্ষেত্রে চারগুণ হারে গ্রাহকের নিকট থেকে জরিমানা আদায়যোগ্য হইবে।

(২) উপ-বিধি (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বিধিমালা কার্যকর হইবার পর হইতে তিন বারের অধিক কোন অবৈধ বা অননুমোদিত কার্যকলাপ বা অপরাধ গ্রাহক কর্তৃক সংঘটিত হইলে সংযোগ স্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্নসহ অতিরিক্ত বিল ও জরিমানা আদায়যোগ্য হইবে।

৩৮। **অতিরিক্ত বিল, সমন্বয় বিল ও জরিমানা ধার্যের বিষয়টি গ্রাহককে অবহিতকরণ ও আদায়।**-(১) কোন গ্রাহক কর্তৃক গ্যাস কারচুপি, অননুমোদিত গ্যাস ব্যবহারসহ সমজাতীয় কোন কার্যকলাপের বিষয়ে কোম্পানি অবহিত বা নিশ্চিত হইবার ১ (এক) মাসের মধ্যে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে বিধি ৩৫, বিধি ৩৬ ও বিধি ৩৭ অনুযায়ী গ্রাহকের উপর অতিরিক্ত বিল, সমন্বয় বিল, জরিমানাসহ অন্যান্য পাওনা ধার্য করা হইলে গ্যাস বিপণন কোম্পানির সংশ্লিষ্ট কার্যালয়/দপ্তর প্রধান কর্তৃক স্বাক্ষরিত পত্র বা চাহিদাপত্রের মাধ্যমে ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে রেজিষ্টিকৃত ডাকযোগে বা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে বা বিশেষ বাহক বা ইলেক্ট্রনিক মারফত গ্রাহককে অবহিত করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন আরোপিত অতিরিক্ত বিল, সমন্বয় বিল, জরিমানা ও বিধি-বিধান মোতাবেক অন্যান্য পাওনা চাহিদাপত্র ইস্যুর ২১ (একুশ) কার্যদিবসের মধ্যে গ্রাহককে পরিশোধ করিতে হইবে।

## অংশ-৩

## রাইজার বা আরএমএস বা সিএমএস এর সরঞ্জাম ক্ষতিগ্রস্ত/চুরির জন্য মূল্য আদায়

৩৯। **রাইজার বা আরএমএস বা সিএমএস এর সরঞ্জাম নষ্ট বা অকেজো করিয়া ক্ষতিগ্রস্থ করা বা চুরির জন্য মূল্য আদায়।**-

(১) গ্রাহকের অবৈধ হস্তক্ষেপের কারণে বা আরএমএস বা সিএমএস এ স্থাপিত সরঞ্জামের চেয়ে অতিরিক্ত লোডে গ্যাস ব্যবহারের কারণে আরএমএস বা সিএমএস এর কোনো যন্ত্রপাতি বা মালামাল বা সরঞ্জাম অকেজো হইলে বা গ্রাহকের আঙ্গিনা হইতে আরএমএস এর কোনো সরঞ্জাম চুরি হইলে বা মিটারের মূল সিল ভাঙ্গা পাওয়া গেলে বা রাইজার, রেগুলেটর, লক-উইং-কক, ইনসুলেটিং ভাল্ব, সার্ভিস লাইন, আরএমএস এর কোনো সরঞ্জাম কোনো কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হইলে উক্ত সকল ক্ষেত্রে উক্ত সরঞ্জামের দ্বিগুন মূল্য গ্রাহকের নিকট হইতে আদায়পূর্বক কোম্পানি কর্তৃক উক্ত সরঞ্জাম পুনরায় প্রতিস্থাপন করা হইবে।

(২) গ্রাহকের অবৈধ হস্তক্ষেপ ব্যতীত প্রাকৃতিক কারণে রাইজার, রেগুলেটর, লক-উইং-কক, ইনসুলেটিং ভাল্ব, সার্ভিস লাইন, আরএমএস বা মিটার বা মালামাল (যা উপভোগ্য নয়) নষ্ট বা অকেজো হইলে উক্তক্ষেত্রে নতুন মিটার বা মালামালের মূল্য, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নির্মাণ ব্যয়, গ্রাহকের নিকট হইতে প্রকৃত/একক গ্রাহক মূল্য আদায়যোগ্য হইবে এবং বিদ্যমান বা স্থাপিতব্য আরএমএস বা সিএমএস এর ভাড়াও যথারীতি আদায়যোগ্য হইবে।

(৩) বিতরণ লাইন, সার্ভিস লাইন, আরএমএস, অভ্যন্তরীণ লাইনের মালামাল ও নির্মাণ ব্যয় গ্রাহক বহন করিলেও উহার মালিকানা কোম্পানির নিকট থাকিবে এবং উহাদের মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণ কোম্পানি কর্তৃক সম্পাদিত হইলেও মালামাল ক্রয় বা মেরামত ব্যয় গ্রাহক বহন করিবে, তবে অভ্যন্তরীণ লাইনের মালিকানা গ্রাহকের অনুকূলে থাকিলেও এবং উহার মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় গ্রাহক বহন করিলেও নির্মাণ কার্য কোম্পানির অনুমোদন ও তদারকিতে সম্পন্ন করিতে হইবে।

(৪) গ্যাস পাইপলাইন ও আরএমএস মেরামতের পর উদ্বৃত্ত বা অপসারণকৃত মালামাল কোম্পানির ভান্ডারে জমা হইবে।



R

## নবম অধ্যায়

## সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ও ব্যয়

### অংশ-১

### সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ

৪০। **অস্থায়ীভাবে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ।**- (১) কোনো কোম্পানির সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক বা জোনাল কার্যালয় প্রধান, উপ-মহাব্যবস্থাপক (বিক্রয়/বিপণন), মহাব্যবস্থাপক (বিক্রয়/বিপণন/রাজস্ব)/সংশ্লিষ্ট মহাব্যবস্থাপক/পরিচালক, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ভিজিলেন্স টিম প্রধান বা টাস্কফোর্স প্রধান অস্থায়ীভাবে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবেন বা অধিক্ষেত্রভুক্ত কার্যালয়কে অস্থায়ীভাবে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবেন। এই সকল সরকারি কাজে বাঁধা প্রদানের ক্ষেত্রে দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী বাঁধা প্রদানকারীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন মিটারবিহীন গৃহস্থালি সংযোগ অস্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্ন করা যাইবে, যদি-

(ক) জাতীয় দৈনিক পত্রিকা, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া, ই-সার্ভিস এর মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি প্রচার বা মাইকিংসহ অন্য কোনো মাধ্যম ব্যবহার করিয়া নির্ধারিত সময়ের বিল পরিশোধের অনুরোধ জানানোর পরও গ্রাহক বকেয়া গ্যাস বিল পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হন;

(খ) গ্রাহক বকেয়া পাওনা পরিশোধ সাপেক্ষে সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন করিবার আবেদন করেন; বা

(গ) সরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে একই রাইজারের আওতায় একাধিক ফ্লাট বা বাসা থাকিলে বা কোনো ফ্লাট বা বাসায় গ্যাস বা চুলা ব্যবহারের প্রয়োজন না হইলে রেগুলেটর বা আরএমএস অপসারণ না করিয়াও উক্তরূপ চুলার সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা যাইবে এবং উক্ত ক্ষেত্রে কোনো বিল প্রযোজ্য হইবে না, তবে সেই ক্ষেত্রে লোড হ্রাস বা বৃদ্ধির ফি আদায়যোগ্য হইবে।

(৩) নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে বিনা নোটিশে গৃহস্থালি মিটারবিহীন গ্রাহকের গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা যাইবে,-

(ক) রেগুলেটরে হস্তক্ষেপ বা টেম্পারিং করা হইলে;

(খ) অননুমোদিত বা অবৈধভাবে গ্যাস বার্ণার বা সরঞ্জাম স্থাপন বা স্থানান্তর করিয়া গ্যাস ব্যবহার করা হইলে;

(গ) অননুমোদিত বা অবৈধভাবে সার্ভিস লাইন বা রাইজার পরিবর্তন বা স্থানান্তর বা অনুমোদিত নকসা বহির্ভুত কাজ করা হইলে;

(ঘ) চুক্তিতে বর্ণিত উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে গ্যাস ব্যবহার করা হইলে বা কোম্পানির লিখিত অনুমতি ছাড়া অন্য কোনো পক্ষকে, অন্য কোনো আঙ্গিনায় বা অন্য কোনো গ্রাহককে গ্যাস সরবরাহ করা হইলে বা উক্তরূপে গ্যাস ব্যবহৃত হইলে;

(ঙ) আরএমএস বা রাইজার বা সরঞ্জামাদি পরিদর্শনে বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টি করা হইলে;

(চ) চুক্তির কোনো শর্ত ভঙ্গ করিলে;

(ছ) গৃহস্থালি ব্যবহার ব্যতীত ভিন্ন গ্রাহক শ্রেণির গ্যাস ব্যবহার করা হইলে;

(জ) নির্ধারিত সময়ে চাহিত অতিরিক্ত নিরাপত্তা জামানত প্রদানে ব্যর্থ হইলে;

(ঝ) নির্ধারিত তারিখের মধ্যে বিল পরিশোধ না করিলে, বা ক্ষেত্রমত, অন্যান্য পাওনা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ না করিলে।

(৪) নিম্নবর্ণিত কারণে বিনা নোটিশে মিটার বিহীন গৃহস্থালি ব্যতীত অন্যান্য সকল গ্রাহকের গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা যাইবে-

(ক) সিএনজি গ্রাহকের ক্ষেত্রে পাক্ষিক বিল ইস্যুর তারিখ হইতে পরবর্তী ১০ (দশ) দিন এবং অন্যান্য গ্রাহকের ক্ষেত্রে প্রতি মাসের বিল পরিশোধের নির্ধারিত সময়সীমার পরবর্তী ১৫ (পনর) দিনের মধ্যে গ্যাস বিল এবং অথবা অন্যান্য পাওনা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ না করিলে;

(খ) কোম্পানির চাহিদাপত্র অনুযায়ী কোম্পানি কর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অতিরিক্ত নিরাপত্তা জামানত প্রদানে গ্রাহক ব্যর্থ হইলে;

(গ) মিটার ইনডেক্স, মিটার সিল ভগ্ন থাকিলে বা মিটার নকল, উঠিয়ে ফেলা বা পুনঃস্থাপিত করা হইলে বা মিটার রেজিস্টারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি বা মিটারের রোটর বা ফ্যান ভগ্ন বা ডায়াফ্রাম ছিদ্র করা হইলে, বা মিটার উল্টাভাবে স্থাপন করা হইলে, বা মিটারের মেকানিজমে হস্তক্ষেপ করা হইলে বা কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ উদঘাটিত হইলে অথবা মিটারের সর্বোচ্চ প্রবাহ ক্ষমতার চাইতে অতিরিক্ত লোডে গ্যাস ব্যবহার সনাক্ত হইলে;

(ঘ) মিটার এবং আরএমএস বা সিএমএস এর কোনো অংশে স্থাপিত সিলে অবৈধ হস্তক্ষেপের মাধ্যমে কারচুপি বা গ্যাস ব্যবহারের আলামত পাওয়া গেলে;

(ঙ) মিটারে অবৈধ হস্তক্ষেপের কারণে মিটার রিডিং গ্রহণ বা পরিদর্শনকালে টার্ণওভার ব্যতীত গ্রাহকের মিটার রিডিং ইত:পূর্বে সংগৃহীত মিটার রিডিং অপেক্ষা কম পাওয়া গেলে;

(চ) রেগুলেটরে হস্তক্ষেপ বা টেম্পারিং করা হইলে;

(ছ) অননুমোদিত গ্যাস বার্ণার বা সরঞ্জাম স্থাপন বা স্থানান্তর বা একই প্রাঙ্গনে অননুমোদিতভাবে রাইজার বা সার্ভিস লাইন স্থানান্তর বা অনুমোদিত নকসা বহির্ভূত কাজ করা হইলে;

(জ) চুক্তিতে বর্ণিত উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে গ্যাস ব্যবহার করা হইলে বা শ্রেণি পরিবর্তন করিলে বা কোম্পানির লিখিত অনুমতি ব্যতীত অন্য কোনো পক্ষকে গ্যাস সরবরাহ করা হইলে;

(ঝ) গ্যাস ব্যবহার করিয়া কোনো প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত বিদ্যুৎ বা বাষ্প নিজ প্রতিষ্ঠান (যে প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে গ্যাস সংযোগকৃত) ব্যতীত কোম্পানির অনুমোদন ব্যতিরেকে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ বা বিক্রয় করা হইলে, তবে ক্যাপটিভ পাওয়ার শ্রেণির আওতায় উৎপাদিত বিদ্যুৎ সরকারের নির্ধারিত পলিসি ব্যতীত অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে বিক্রয় করা হইলে;

(ঞ) আরএমএস, সিএমএস, গ্যাস সরঞ্জাম, স্থাপনা, অভ্যন্তরীণ লাইন বা সার্ভিস লাইন বা গ্রাহক আঙ্গিনা বা কারখানার অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ব্যবস্থা পরিদর্শনে বিঘ্ন সৃষ্টি বা বাধা প্রদান করা হইলে;

(ট) চুক্তিপত্রের কোনো শর্ত ভঙ্গ করা হইলে;

(ঠ) একই কারখানায় ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে শিল্প, ক্যাপটিভ পাওয়ার বা এইরূপ কোনো গ্রাহককে একাধিক রান বা সাবমিটারের মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন গ্রাহক শ্রেণির গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হইলে যে কোনো শ্রেণির সংযোগের বিপরীতে গ্রাহক অনিয়ম বা চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করিলে বা খেলাপি হইলে সকল শ্রেণির সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা যাইবে;

(ড) ভিন্ন কোনো প্রতিষ্ঠান বা আঙ্গিনায় গ্যাস ব্যবহারের সুযোগ প্রদান করা হইলে বা মজুদপূর্বক ভিন্ন কোনো স্থানে পরিবহনের জন্য গ্যাস সরবরাহ করা হইলে;

(ঢ) অনুমোদিত লোডের বিধি বা উপবিধিতে বর্ণিত নির্ধারিত মাত্রার অতিরিক্ত লোডে গ্যাস ব্যবহার করা হইলে;

(ণ) গ্যাস সংযোগ গ্রহণকালে জমাকৃত বা সরবরাহকৃত কোন ডকুমেন্ট বা দলিলাদি বা তথ্যাদি মিথ্যা বা প্রতারণা বা জালিয়াতি হইলে;

(ত) পারস্পারিক কোন বিরোধ সৃষ্ট হইলে ও নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সমঝোতা না হইলে;

(থ) গ্যাস আইনের ধারা ৭ এর উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত যে কোন ক্ষেত্র অনুযায়ী ।

৪১। **স্থায়ীভাবে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ**।-(১) গ্রাহক কর্তৃক নিম্নবর্ণিত কোন কার্যক্রম সম্পাদিত হইলে গ্যাস সংযোগ স্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্ন করা হইবে,-

(ক) গ্রাহক কর্তৃক অবৈধভাবে স্বতন্ত্র বিতরণ লাইন বা সার্ভিস লাইন নির্মাণপূর্বক অথবা গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকৃত রাইজার বা আরএমএস-এর মাধ্যমে অবৈধ সংযোগ স্থাপনপূর্বক বা অন্য কোন উপায়ে মিটার বাইপাস করিয়া গ্যাস কারচুপি করা হইলে;

(খ) অননুমোদিতভাবে বিতরণ লাইন পরিবর্তন বা অন্য আঙ্গিনায় সার্ভিস লাইন বা রাইজার স্থানান্তরক্রমে গ্যাস ব্যবহার বা ব্যবহারের সুযোগ করা হইলে;

(গ) এই বিধিমালা কার্যকর হইবার পর হইতে একই মালিকানাধীন গ্রাহক কর্তৃক ৩ (তিন) বার আরএমএস বা সিএমএসএ অবৈধ হস্তক্ষেপের মাধ্যমে গ্যাস কারচুপি করা হইলে;

(ঘ) বিধিমালা কার্যকর হইবার পর হইতে মাসিক গ্যাস বিল বকেয়া পাওনার জন্য অস্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্নকৃত গ্রাহকের গ্যাস সংযোগ, বিচ্ছিন্নকরণ পরবর্তী ২ (দুই) বৎসরের মধ্যে এবং অননুমোদিত বা অবৈধ কার্যকলাপের জন্য অস্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্নকৃত গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ পরবর্তী ১ (এক) বৎসরের মধ্যে এবং রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন কাজের ক্ষেত্রে ৫ (পাঁচ) বৎসর বা যুক্তিসংগত কারণে পুন:সংযোগ গ্রহণ করা না হইলে;

(ঙ) এই বিধিমালা কার্যকর হইবার পর হইতে একই মালিকানার আওতায় ৩ (তিন) বার অস্থায়ীভাবে সংযোগ বিচ্ছিন্ন গ্রাহক কর্তৃক পুনরায় কোন অবৈধ অননুমোদিত কার্যকলাপ বা অপরাধ সংঘটিত হইলে;

(২) কোন গ্রাহকের গ্যাস সংযোগ স্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্ন হইলে বা গণ্য হইলে সেই গ্রাহকের নিকট থেকে সকল পাওনাদি যথারীতি আদায়যোগ্য হইবে। গ্রাহকের নিকট প্রাপ্য পাওনাদি কোম্পানি কর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে গ্রাহক পরিশোধ না করিলে দাবীকৃত অর্থ আদায়ে কোম্পানি গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

(৩) বিধি ৪১ এর অধীন উপ-বিধি ১ এ বর্ণিত কার্যক্রমের কারণে স্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্নকৃত বা বিচ্ছিন্নযোগ্য গণ্য হইলে গ্রাহক বিলুপ্ত গ্রাহক হিসাবে বিবেচিত হইবে। স্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্নকৃত বা বিচ্ছিন্নযোগ্য কোন গ্রাহক পুনরায় গ্যাস সংযোগের আবেদন করিলে দেনা-পাওনা বা বিরোধ নিস্পত্তি সাপেক্ষে পূর্বের অনুমোদিত লোড, গ্রাহক শ্রেণি ও মালিকানা অপরিবর্তিত রাখিয়া কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে পূর্বের আঙ্গিনায় একই প্রতিষ্ঠান বা কারখানায় নতুন গ্রাহক সংকেত নির্ধারণ, নতুন সংযোগ নির্ধারিত ব্যয়/চার্জ আদায় ও চুক্তি সম্পাদনক্রমে নতুন গ্রাহক হিসাবে গ্যাস সংযোগ বিবেচনা করা যাইবে।

(৪) এই সকল সরকারি কাজে বাঁধা প্রদানের ক্ষেত্রে দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী বাঁধা প্রদানকারীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

অংশ-২

## সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ও পুন:সংযোগ ব্যয়

৪২। **সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ব্যয়।**- (১) অস্থায়ী বা স্থায়ীভাবে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিবার ক্ষেত্রে গ্রাহক কর্তৃক তফসিল-১০ এ বর্ণিত হারে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ব্যয় প্রদেয় হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, লে-অফ বা ফোর্স ম্যাজিউর এর কারণে বা সরকারি/স্থানীয় সরকারের সিদ্ধান্তের বা ঝুকির কারণে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হইলে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ও পুন:সংযোগ ব্যয় প্রযোজ্য হইবে না।

(৩) কোম্পানি কর্তৃক স্বীয় ক্ষমতাবলে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হইলে গ্রাহকের নিকট হইতে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ এবং পুন:সংযোগের জন্য কোন অর্থ আদায়যোগ্য হইবে না।

৪৩। **পুন:সংযোগ।**-(১) গ্রাহকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ এবং খেলাপী বা বিধিবহির্ভুত বা অবৈধ কার্যকলাপের জন্য অস্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্নকৃত গ্যাস সংযোগ পুনরায় গ্রহণের ক্ষেত্রে পুন:সংযোগ বিবেচনাযোগ্য হইলে তফসিল-১১ তে বর্ণিত হারে গ্রাহককে পুন:সংযোগ ব্যয় পরিশোধ করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, লে-অফ বা ফোর্স মেজিউর এর কারণে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হইলে পুন:সংযোগ ব্যয় প্রযোজ্য হইবে না।

(৩) গৃহস্থালি ও বাণিজ্যিক শ্রেণির-

(ক) বকেয়া পাওনা অনাদায়ে অস্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্নকৃত গ্যাস সংযোগের বিপরীতে গ্রাহক সমুদয় পাওনা এককালিন পরিশোধপূর্বক গ্যাস পুন:সংযোগের আবেদন করিলে অনুমোদিত লোডের মধ্যে কোম্পানির সংশ্লিষ্ট উপ-মহাব্যবস্থাপক (বিপণন/বিক্রয়/রাজস্ব) পুন:সংযোগের অনুমোদন প্রদান করিবেন;

(খ) বকেয়া পাওনাদির ৫০% এককালীন ও অবশিষ্টাংশ সর্বোচ্চ ২ (দুই) কিস্তিতে পরিশোধের শর্তে পুন:সংযোগ গ্রহনের জন্য গ্রাহক আবেদন করিলে কোম্পানির সংশ্লিষ্ট মহাব্যবস্থাপক (বিপণন/রাজস্ব) বা উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক পুন:সংযোগের অনুমোদন প্রদান করিবেন, তবে অবশিষ্টাংশ সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) কিস্তিতে পরিশোধে পুন:সংযোগের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা পরিচালক অনুমোদন প্রদান করিবেন।

(৪) শিল্প, সিএনজি, ক্যাপটিভ পাওয়ার, চা বাগান, সার বা অন্যান্য শ্রেণি-

(ক) সাধারণ বকেয়া পাওনা অনাদায়ে অস্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্নকৃত গ্যাস সংযোগের বিপরীতে সমুদয় পাওনাদি এককালীন পরিশোধ সাপেক্ষে পুন:সংযোগের আবেদন করিলে সংশ্লিষ্ট মহাব্যবস্থাপক (বিপণন/রাজস্ব) বা উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক উহা অনুমোদন করিবেন;

(খ) বকেয়া পাওনাদির ৫০% এককালীন ও অবশিষ্টাংশ সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) কিস্তিতে পরিশোধের সুযোগ প্রদানের আবেদন করিলে মহাব্যবস্থাপক (বিপণন/রাজস্ব) বা উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক সুপারিশক্রমে ব্যবস্থাপনা পরিচালক অনুমোদন প্রদান করিবেন, তবে, অবশিষ্টাংশ ৬ (ছয়) কিস্তির অধিক কিস্তিতে পরিশোধের সুযোগদানে পুন:সংযোগের ক্ষেত্রে কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন প্রয়োজন হইবে।

(৫) বিদ্যুৎ ও সার শ্রেণি-

অস্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্নকৃত গ্যাস সংযোগের বিপরীতে বকেয়া পাওনাদি পরিশোধের বিষয়ে সরকার বা মন্ত্রণালয় বা পেট্রোবাংলা বা সংশ্লিষ্ট কোম্পানি বোর্ড এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুন:সংযোগের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

(৬) অননুমোদিত, অবৈধভাবে বা নিয়মবহির্ভূতভাবে গ্যাস সংযোগ বা গ্যাস ব্যবহারের কার্যকলাপের জন্য বা গ্যাস কারচুপির জন্য বা অস্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্নকৃত সকল শ্রেণির গ্যাস সংযাগ গ্রাহকের আবেদন অনুযায়ী পুন:সংযোগের ক্ষেত্রে সমুদয় পাওনাদি এককালীন পরিশোধ সাপেক্ষে মহাব্যবস্থাপক (বিপণন)/উপব্যবস্থাপনা পরিচালক এর সুপারিশের ভিত্তিতে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালকের অনুমোদনক্রমে পুন:সংযোগ প্রদান করা যাইবে, তবে সমুদয় পাওনার ৫০% এককালীন এবং অবশিষ্টাংশ সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) কিস্তিতে পরিশোধের সুযোগ প্রদানপূর্বক পুন:সংযোগ প্রদানের আবেদন করা হইলে কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন/সিদ্ধান্ত প্রয়োজন হইবে।

## দশম অধ্যায়

## গ্যাস লোড হ্রাস, বৃদ্ধি, পুনর্বিন্যাস ও রাইজার বা আরএমএস বা সিএমএস মডিফিকেশন, স্থানান্তর

### অংশ-১
### লোড হ্রাস, বৃদ্ধি, পুনর্বিন্যাস প্রক্রিয়া

৪৪। **লোড হ্রাস বা বৃদ্ধি বা পুনর্বিন্যাস ও রাইজার স্থানান্তর প্রক্রিয়া**।-(১) গৃহস্থালি গ্রাহকের আবেদনের প্রেক্ষিতে, প্রযোজ্য অনুযায়ী, ১.১/১.৩ শ্রেণির ঠিকাদার নিয়োগপূর্বক লোড হ্রাস, বৃদ্ধির ও পুনর্বিন্যাস ও রাইজার বা আরএমএস স্থানান্তর কার্যাদি সম্পন্ন করিতে হইবে এবং উক্ত ক্ষেত্রে নতুন সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় প্রক্রিয়া প্রযোজ্য হইবে।

(২) বাণিজ্যিক শ্রেণির গ্রাহকের গ্যাস লোড হ্রাস, বৃদ্ধির ও পুনর্বিন্যাস প্রক্রিয়াকরণের ধাপ হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) গ্রাহককে নির্ধারিত ছকে আবেদনপত্র সংগ্রহ করিয়া যথাযথভাবে পূরণপূর্বক আবেদনপত্রে বর্ণিত প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ সংশ্লিষ্ট জোন বা কার্যালয় প্রধানের নিকট জমাদান করিতে হইবে;

(খ) সংশ্লিষ্ট জোন বা কার্যালয় প্রধান বা তদকর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তা গ্রাহকের আবেদনপত্র প্রাপ্তির পরবর্তী ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সরেজমিন পরিদর্শন ও লোড হ্রাস বা বৃদ্ধির সম্ভাব্যতা যাচাই করিবেন;

(গ) সরেজমিন পরিদর্শনের ২ (দুই) কার্যদিবসের মধ্যে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিগত ২ (দুই) বৎসরের গ্যাস ব্যবহারের খতিয়ান ও বিগত সময়ে অপসারিত মিটার পরীক্ষণ ফলাফল, বর্তমানে ব্যবহৃত মিটার, মিটারের সীলের ত্রুটি-বিচ্যুতি বা লোড হ্রাস বা বৃদ্ধির যৌক্তিকতাসহ প্রাসঙ্গিক তথ্য উপাত্ত সম্বলিত প্রস্তাব উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বরাবর উত্থাপন করিতে হইবে এবং কারিগরিভাবে অগ্রহণযোগ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মহাব্যবস্থাপক (বিপণন/উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকের অনুমোদনক্রমে বিষয়টি পরিদর্শন পরবর্তী ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে গ্রাহককে অবহিত করিতে হইবে;

(ঘ) কোম্পানির যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন লাভের পরবর্তী ২ (দুই) কার্যদিবসের মধ্যে প্রয়োজনীয় শর্তাদি উল্লেখপূর্বক উহা প্রতিপালনের অনুরোধ জানাইয়া গ্রাহককে একটি পত্র ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নিরাপত্তা জামানতের চাহিদাপত্র প্রদান করিতে হইবে;

(ঙ) হালনাগাদ গ্যাস বিল পরিশোধ ও চাহিদাপত্র অনুযায়ী অর্থ জমাদান বিষয়ে সংশ্লিষ্ট রাজস্ব শাখা বা বিভাগের ছাড়পত্র গ্রহণসহ প্রয়োজনীয় সকল শর্ত প্রতিপালন করিতে হইবে;

(চ) রাজস্ব ছাড়পত্র প্রাপ্তিসহ অন্যান্য শর্ত প্রতিপালনের পরবর্তী ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, ওয়ার্কিং ড্রইং অনুমোদনসহ সার্ভিস লাইন পরিবর্তন, রাইজার স্থানান্তর/মডিফিকেশন বা প্রয়োজনে সার্ভিস লাইন ভিন্ন বিতরণ লাইনে স্থানান্তরসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় মালামালের মূল্য সংশ্লিষ্ট বিভাগ বা শাখা কর্তৃক আদায়যোগ্য হইবে;

(ছ) প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে গ্রাহকের নিকট হইতে সংশ্লিষ্ট রাস্তা কাটিবার অনুমতিপত্র গ্রহণ করিয়া কোম্পানির প্রতিনিধির তত্ত্বাবধানে কোম্পানি কর্তৃক, ক্ষেত্রমত, গ্রাহক নিয়োজিত রাইজার ঠিকাদারের মাধ্যমে সার্ভিস লাইন এবং গ্রাহক নিয়োজিত ঠিকাদারের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ লাইন নির্মাণ কার্য সমাপ্ত করিতে হইবে এবং

অভ্যন্তরীণ লাইন পর্যাপ্ত সাপোর্টসহ দেয়াল বা মাটির উপর এমনভাবে নির্মাণ করিতে হইবে যেন উহা নিরাপদ ও সহজে দৃশ্যমান হয়;

(জ) অভ্যন্তরীণ লাইন নির্মাণের পরবর্তী ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে কোম্পানির উপযুক্ত কর্মকর্তার উপস্থিতিতে পাইপ লাইনের অভ্যন্তরীণ অংশ পরিষ্কার এবং চাপ পরীক্ষাকার্য সম্পন্ন করিতে হইবে;

(ঝ) গ্রাহক ও তদকর্তৃক নিয়োজিত ঠিকাদারের যৌথভাবে স্বাক্ষরিত এ্যাজ বিল্ট নক্সা জমাদানের ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা টীম গ্রাহক আঙ্গিনা পরিদর্শন করিয়া অনুমোদন অনুযায়ী নক্সা মোতাবেক গ্যাস লাইন ও স্থাপনা, স্থাপনার ক্ষমতা বা বার্ণারের অরিফিসের আকার নিশ্চিত হইয়া সংশ্লিষ্ট শাখা প্রধান কর্তৃক নক্সা অনুমোদন করিতে হইবে এবং ইহার ব্যতিক্রম করিবার প্রয়োজন হইলে অনুমোদনকারীর নিকট প্রতিবেদন দাখিল করিতে হইবে;

(ঞ) জোনাল/আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রতিনিধি, গ্রাহক ও ঠিকাদার কর্তৃক যৌথভাবে স্বাক্ষরিত কার্যসমাপনী প্রতিবেদন গ্রহণ করিতে হইবে;

(ট) গ্রাহকের সহিত গ্যাস বিক্রয় সম্পূরক চুক্তিপত্র সম্পাদন করিতে হইবে;

(ঠ) চুক্তিপত্র সম্পাদনের ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে, ক্ষেত্রমত, নবনির্মিত সার্ভিস লাইন কমিশনিং ও পুরাতন সার্ভিস লাইন কমিশনিং ও পুরাতন সার্ভিস লাইন কিলসহ অপসারণ করিয়া আরএমএস স্থাপন করিতে হইবে;

(ড) লোড হ্রাস, বৃদ্ধির ও পুনর্বিন্যাসের জন্য আরএমএস বা সিএমএস পরিবর্তনের প্রয়োজন না হইলে কার্য সমাপনীর তারিখ ও আরএমএস বা সিএমএস পরিবর্তনের প্রয়োজন হইলে উহা পরিবর্তনের তারিখ হইতে লোড হ্রাস, বৃদ্ধির ও পুনর্বিন্যাস কার্যকর করিবার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে অবহিত করিতে হইবে;

(ঢ) গ্যাস সংযোগ প্রদানের প্রক্রিয়াগত সময়সীমা নিয়ন্ত্রণকারি কর্মকর্তাকে অবহিতক্রমে বৃদ্ধি করা যাইবে।

(৩) শিল্প গ্রাহক, মৌসুমী গ্রাহক, সিএনজি গ্রাহক, ক্যাপটিভ পাওয়ার গ্রাহক এবং চা বাগান শ্রেণির গ্রাহকের লোড হ্রাস বা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নীতিগত অনুমোদন লাভের নিম্নরূপ ধাপ অনুসরণ করিতে হইবে যথা:-

(ক) লোড হ্রাস, বৃদ্ধির ও পুনর্বিন্যাসের জন্য গ্রাহককে নির্ধারিত ফরম পূরণপূর্বক প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ সংশ্লিষ্ট জোন বা কার্যালয়ে জমাদান করিতে হইবে;

(খ) সংশ্লিষ্ট জোন বা কার্যালয় আবেদনপত্র প্রাপ্তির পরবর্তী ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সরেজমিন পরিদর্শন ও লোড হ্রাস বা বৃদ্ধির সম্ভাব্যতা যাচাই করিবে;

(গ) পরিদর্শনের পর ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে, ক্ষেত্রমত, বিগত ২ (দুই) বৎসরের গ্যাস ব্যবহারের খতিয়ান ও বিগত সময়ে অপসারিত মিটার পরীক্ষণ ফলাফল, বর্তমানে ব্যবহৃত মিটার বা মিটারের সীলের ত্রুটি-বিচ্যুতি, লোড হ্রাস-বৃদ্ধির ও পুনর্বিন্যাস যৌক্তিকতাসহ প্রাসঙ্গিক তথ্য উপাত্ত সংশ্লিষ্ট কারিগরি কমিটির নিকট উপস্থাপন করিতে হইবে ও কারিগরি কমিটির সুপারিশক্রমে কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করিতে হইবে এবং কারিগরিভাবে গ্রহণযোগ্য বা অগ্রহণযোগ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মহাব্যবস্থাপকের, বা ক্ষেত্রমত, ব্যবস্থাপনা পরিচালকের অনুমোদনক্রমে বিষয়টি ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে গ্রাহককে অবহিত করিতে হইবে। তবে লোড বৃদ্ধির ক্ষেত্রে যৌক্তিকতাসহ প্রাসঙ্গিক তথ্য উপাত্ত সংশ্লিষ্ট কারিগরি কমিটির নিকট উপস্থাপন করিতে হইবে ও কারিগরি কমিটির সুপারিশক্রমে কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করিতে হইবে এবং কারিগরিভাবে গ্রহণযোগ্য বা অগ্রহণযোগ্য ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের, বা ক্ষেত্রমত, কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ, পেট্রোবাংলা বা সরকারের অনুমোদনক্রমে বিষয়টি ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে গ্রাহককে অবহিত করিতে হইবে;

(ঘ) কোম্পানির যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন লাভের পরবর্তী ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে প্রয়োজনীয় শর্তাদি উল্লেখপূর্বক তা প্রতিপালনের অনুরোধ জানাইয়া গ্রাহককে পত্র ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নিরাপত্তা জামানতের চাহিদাপত্র প্রদান করিতে হইবে;

(ঙ) হালনাগাদ গ্যাস বিল পরিশোধ ও চাহিদাপত্র অনুযায়ী অর্থ জমাদান বিষয়ে সংশ্লিষ্ট রাজস্ব শাখা বা বিভাগের ছাড়পত্র গ্রহণসহ প্রয়োজনীয় সকল শর্ত প্রতিপালন করিতে হইবে;

(চ) রাজস্ব ছাড়পত্র প্রাপ্তিসহ অন্যান্য শর্ত প্রতিপালিত হইবার পরবর্তী ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে, ক্ষেত্রমত, ওয়ার্কিং ড্রইং অনুমোদনসহ সার্ভিস লাইন পরিবর্তন, রাইজার স্থানান্তর বা সার্ভিস লাইন ভিন্ন বিতরণ লাইনে স্থানান্তরসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় মালামালের মূল্য সংশ্লিষ্ট বিভাগ বা শাখা কর্তৃক আদায় করিতে হইবে;

(ছ) প্রযোজ্য হইলে মালামালের মূল্য আদায়ের ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে ভান্ডার হইতে গ্রাহককে মালামাল প্রদানের লক্ষ্যে এমআইভি ইস্যু করিতে হইবে। এমআইভি এর সাথে গ্রাহক/গ্রাহক নিযুক্ত প্রতিনিধির নমুনা স্বাক্ষর বা গ্রাহক নিযুক্ত ঠিকাদারের গ্রাহক কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র যাহা সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক প্রতি প্রত্যয়ন করিতে হইবে;

(জ) ভান্ডার হইতে মালামাল সরবরাহ করা হইলে, উক্ত মালামাল উত্তোলনের কাগজপত্র, ক্ষেত্রমত, গ্রাহকের নিকট হইতে সংশ্লিষ্ট রাস্তা কাটিবার অনুমতিপত্র গ্রহণ করিয়া গ্রাহক ও তদকর্তৃক নিযুক্ত উপযুক্ত ঠিকাদারের মধ্যে যৌথভাবে স্বাক্ষরিত পাইপলাইন স্থাপনে রাস্তা কাটা, পাইপলাইন/আরএমএস নির্মাণ কাজকরণ এবং টেষ্টিং/কমিশনিংকরণ কাজের সিডিউল কর্মসূচি (Work Schedule) কোম্পানির উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন করিতে হইবে;

(ঝ) কোম্পানি প্রতিনিধির বা টীমের তত্ত্বাবধানে অনুমোদিত সূচী মোতাবেক সার্ভিস লাইন, ক্ষেত্রমত, অভ্যন্তরীণ লাইন নির্মাণকার্য সমাপ্ত করিতে হইবে এবং অভ্যন্তরীণ লাইন পর্যাপ্ত সাপোর্টসহ দেওয়াল বা মাটির উপর এমনভাবে নির্মাণ করিতে হইবে যেন উহা নিরাপদ ও সহজে দৃশ্যমান হয়;

(ঞ) অভ্যন্তরীণ লাইন নির্মাণের পরবর্তী ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে কোম্পানির উপযুক্ত কর্মকর্তার উপস্থিতিতে উক্ত লাইনের অভ্যন্তরীণ অংশ পরিষ্কার বা পার্জিং এবং চাপ পরীক্ষা বা টেস্টিং কার্য সম্পন্ন করিতে হইবে;

(ট) গ্রাহক ও তদকর্তৃক নিয়োজিত ঠিকাদার কর্তৃক যৌথভাবে স্বাক্ষরিত এ্যাজ বিল্ট ড্রইং জমাদানের ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট টীম বা কর্মকর্তা গ্রাহক আঙ্গিনা পরিদর্শন করিয়া নক্সা মোতাবেক গ্যাস লাইন ও স্থাপনা, স্থাপনার ক্ষমতা বা বার্ণারের অরিফিসের আকার সম্পর্কে নিশ্চিত হইয়া সংশ্লিষ্ট শাখা প্রধান কর্তৃক নক্সা অনুমোদন করিতে হইবে এবং তাহা সম্ভব না হইলে অনুমোদনকারীর নিকট উক্ত বিষয়ে প্রতিবেদন দাখিল করিতে হইবে;

(ঠ) আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রতিনিধি, গ্রাহক ও ঠিকাদার কর্তৃক যৌথভাবে স্বাক্ষরিত কার্যসমাপনী প্রতিবেদন গ্রহণ করিতে হইবে;

(ড) গ্রাহকের সহিত সম্পূরক গ্যাস বিক্রয় চুক্তি সম্পাদন করিতে হইবে;

(ঢ) গ্যাস বিক্রয় চুক্তি সম্পাদনের ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে, ক্ষেত্রমত, নবনির্মিত সার্ভিস লাইন কমিশনিং ও পুরাতন সার্ভিস লাইন কিল করিয়া আরএমএস স্থাপন করিতে হইবে;

(ণ) লোড হ্রাস, বৃদ্ধির ও পুনর্বিন্যাসের জন্য আরএমএস বা সিএমএস পরিবর্তনের প্রয়োজন না হইলে কার্য সমাপনীর তারিখ এবং আরএমএস বা সিএমএস পরিবর্তনের প্রয়োজন হইলে তাহা পরিবর্তনের তারিখ হইতে লোড হ্রাস, বৃদ্ধির ও পুনর্বিন্যাস কার্যকর করিবার পর সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে অবহিত করিতে হইবে;

(ত) যৌক্তিক কারণে কার্য প্রক্রিয়ার সময়সীমা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে, যাহা নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তাকে অবহিত করিতে হইবে।

অংশ-২

## গ্যাস লোড হ্রাস-বৃদ্ধি ও পুনর্বিন্যাস চার্জ

৪৫। **গ্যাস লোড হ্রাস-বৃদ্ধি ও পুনর্বিন্যাস চার্জ।** (১) গৃহস্থালি মিটারবিহীন গ্যাস সরঞ্জাম বা বার্ণার হ্রাস-বৃদ্ধি করিয়া বা অপরিবর্তিত রাখিয়া পুনর্বিন্যাস করা হইলে গ্রাহককে চুলা প্রতি ২ (দুই) শত টাকা হারে চার্জ পরিশোধ করিতে হইবে।

(২) গৃহস্থালি মিটারযুক্ত কোন গ্রাহকের গ্যাস লোড হ্রাস-বৃদ্ধি বা পুনর্বিন্যাস বা বহির্গমন চাপ হ্রাস-বৃদ্ধির কারণে আরএমএস বা সিএমএস-এর কোন যন্ত্রপাতি বা মালামাল পরিবর্তনের প্রয়োজন না হইলে গ্রাহককে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করিতে হইবে না, তবে সার্ভিস লাইন বা আরএমএস বা সিএমএস-এর কোন সরঞ্জাম যন্ত্রপাতি বা মালামাল পরিবর্তনের প্রয়োজন হইলে গ্রাহককে ১৫ (পনের) শত টাকা চার্জ পরিশোধ করিতে হইবে।

(৩) বাণিজ্যিক, শিল্প, ক্যাপটিভ পাওয়ার, সিএনজি, মৌসুমী, চা বাগান, অন্যান্য কোন গ্রাহকের ঘন্টা প্রতি গ্যাস লোড হ্রাস-বৃদ্ধি বা পুনর্বিন্যাস অথবা বহির্গমন চাপ হ্রাস-বৃদ্ধির কারণে আরএমএস বা সিএমএস-এর কোন সরঞ্জাম বা যন্ত্রপাতি বা মালামাল পরিবর্তনের প্রয়োজন না হইলে গ্রাহককে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করিতে হইবে না, তবে আরএমএস বা সিএমএস-এর যে কোন সরঞ্জাম যন্ত্রপাতি বা  মালামাল পরিবর্তনের প্রয়োজন হইলে গ্রাহককে শ্রেনিভেদে তফসিল-১২ তে বর্ণিত হারে কোম্পানিকে চার্জ পরিশোধ করিতে হইবে।

(৪) এই বিধিমালা কার্যকর হইবার পর হইতে প্রতি অর্থ বৎসরের পহেলা জুলাই হইতে পূর্ববর্তী বৎসরে নির্ধারিত ব্যয় অপেক্ষা ৫% হারে চার্জ বৃদ্ধিক্রমে মোট ব্যয় নির্ধারণ ও আদায়যোগ্য হইবে।

## একাদশ অধ্যায়

## ভিন্ন জ্বালানি ব্যবহার ও গ্যাস ব্যবহারে সর্তকতা

৪৬। **ভিন্ন জ্বালানি ব্যবহার।**- কোম্পানির অনুমোদনক্রমে গ্রাহক প্রাকৃতিক গ্যাসের পাশাপাশি একই বা ভিন্ন সরঞ্জামে বিকল্প জ্বালানি ব্যবহার করিতে পারিবেন, তবে উক্তরূপ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট স্থাপনা বা সরঞ্জামের কারিগরি তথ্য এবং বিকল্প জ্বালানির বিবরণ সম্বলিত ঘোষণাপত্র কোম্পানির নিকট জমাদান করিতে হইবে।

৪৭। **গ্যাস ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন।**-(১) গ্যাস একটি দাহ্য পদার্থ হওয়ায় গ্রাহককে গ্যাস ব্যবহারের ক্ষেত্রে গ্যাস সংক্রান্ত বিদ্যমান বিধি-বিধানের আলোকে প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) গ্রাহক প্রাঙ্গনে গ্যাসের দক্ষ ও নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিত করিবার জন্য গ্রাহক প্রাঙ্গনে কোন ত্রুটি বা লিকেজ দেখা দিলে গ্রাহক তাৎক্ষণিকভাবে কোম্পানিকে অবহিত করিবে এবং কোম্পানি জরুরি ভিত্তিতে তাহা মেরামতের উদ্যোগ গ্রহণ করিবে। অন্যথায়, গ্রাহক প্রাঙ্গনে ত্রুটিপূর্ন গ্যাস ব্যবহারের কারণে কোন ধরণের দুর্ঘটনা ঘটিলে উহার দায় গ্রাহকের ওপর বর্তাবে।

## দ্বাদশ অধ্যায়

## বিবিধ

৪৮। **সার্ভিস লাইন , রাইজার, আরএমএস বা সিএমএস স্থানান্তর চার্জ।**- (১) সাধারণভাবে একই আঙ্গিনা বা প্রাঙ্গনে কোন গৃহস্থালি গ্রাহকের রাইজার বা আরএমএস স্থানান্তরের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে এবং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উহা অনুমোদিত হইলে উক্ত কাজের জন্য সার্ভিস লাইনের প্রয়োজনীয় মালামালের প্রকৃত মূল্যের ওপর ১৫% ওভারহেড ব্যয় এবং কোম্পানি কর্তৃক নিয়োজিত, ক্ষেত্রমত, গ্রাহক নিয়োজিত ঠিকাদারের মাধ্যমে নির্মাণ কাজের স্থাপনার প্রকৃত ব্যয়ের অতিরিক্ত চার্জ হিসাবে গ্রাহককে ১ (এক) হাজার টাকা পরিশোধ করিতে হইবে।



R

(২) সাধারণভাবে একই আঙ্গিনা বা প্রাঙ্গনে বাণিজ্যিক, শিল্প, সিএনজি, ক্যাপটিভ পাওয়ার, চা বাগান, মৌসুমী বা অন্য কোন গ্রাহকের রাইজার, আরএমএস বা সিএমএস স্থানান্তরের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে এবং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উহা অনুমোদিত হইলে উক্ত কাজের জন্য বিতরণ বা সার্ভিস লাইনের প্রয়োজনীয় মালামালের কোম্পানি মূল্যের ওপর ১৫% ওভারহেড ব্যয়সহ মূল্য ও কোম্পানি নিয়োজিত, ক্ষেত্রমত, গ্রাহক নিয়োজিত ঠিকাদারের মাধ্যমে নির্মাণ কাজের প্রকৃত ব্যয় গ্রাহক কর্তৃক পরিশোধ এবং ক্ষেত্রমত, রাস্তা কাটিবার অনুমতিপত্রসহ, তফসিল-১৩ তে বর্ণিত হারে চার্জ গ্রাহককে পরিশোধ করিতে হইবে।

(৩) এই বিধিমালা কার্যকর হইবার পর হইতে প্রতি অর্থ বৎসরের পহেলা জুলাই হইতে বৎসরে নির্ধারিত ব্যয় অপেক্ষা ৫% হারে চার্জ বৃদ্ধিক্রমে মোট ব্যয় নির্ধারণ ও আদায়যোগ্য হইবে।

৪৯। **মালিকানা বা নাম পরিবর্তনের চার্জ**।-(১) বিদ্যমান কোন গৃহস্থালি গ্রাহকের মালিকানা বা নাম পরিবর্তন করিতে হইলে সংযোগস্থ অবস্থানের ভূমির মালিকানার বিপরীতে উত্তরাধিকার সূত্রে নতুন মালিকের স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্র নোটারী পাবলিক দ্বারা প্রত্যায়নপূর্বক জমাদানসহ, যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে, ১ (এক) হাজার টাকা চার্জ পরিশোধ করিতে হইবে।

(২) গৃহস্থালি গ্রাহকের ক্ষেত্রে ক্রয়সূত্রে অর্জিত মালিকানার ক্ষেত্রে নতুন মালিকানার হলফনামাসহ প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্র নোটারী পাবলিক দ্বারা প্রত্যয়নপূর্বক যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে, ১ (এক) হাজার টাকা চার্জ পরিশোধ সাপেক্ষে গ্যাস সংযোগের মালিকানা পরিবর্তনযোগ্য হইবে তবে এইরূপ ক্ষেত্রে জমি বিক্রেতার নিকট হইতে পৃথক অনাপত্তি গ্রহণের বাধ্যবাধকতা প্রয়োজন হইবে না।

(৩) সকল গ্রাহকের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংযোগের বিপরীতে পূর্বের মালিক বা মালিকগণের কোন বকেয়া থাকিলে মালিকানা বা নাম পরিবর্তনের সময় তাহা পরিশোধ করিতে হইবে।

(৪) বাণিজ্যিক, শিল্প, ক্যাপটিভ পাওয়ার, সিএনজি, চা বাগান বা মৌসুমী শ্রেণির বিদ্যমান কোন গ্রাহকের প্রতিষ্ঠানের মালিকানা এবং নাম পরিবর্তন করিবার প্রয়োজন হইলে নতুন মালিকের স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্র নোটারী পাবলিক দ্বারা প্রত্যয়নপূর্বক জমাদান ও যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে তফসিল-১৪ তে বর্ণিত হারে চার্জ পরিশোধ করিতে হইবে।

৫০। **গ্যাস সংযোগ বা লোড হস্তান্তর, স্থানান্তর বা একত্রীকরণ**।–(১) গৃহস্থালী-

(ক) গ্রাহক বা প্রতিষ্ঠানের গ্যাস সংযোগের বিপরীতে বরাদ্দকৃত কেবল গ্যাস লোড-হ্রাস বা সংযোগ অন্য কোন গ্রাহক বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হস্তান্তর বা স্থানান্তর বা বিক্রয় করা যাইবে না;

(খ) সরকার কর্তৃক বা স্থানীয় সরকারের আওতাধীন সিটি করপোরেশন, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ, অন্যান্য সরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কোন গ্যাস সংযোগ স্থান অধিগ্রহণ করা হইলে মালিকানা অপরিবর্তিত রাখিয়া, প্রস্তাবিত অন্য বা পৃথক প্রাঙ্গণ বা স্থানে রাইজার বা আরএমএস স্থানান্তর করিয়া প্রাপ্যতার ভিত্তিতে গ্যাস সংযোগ স্থানান্তর করা যাইবে;

(গ) গ্রাহকের আঙ্গিনা বা জায়গা একাধিক ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করা হইলে বা অংশীদারিগণের মধ্যে বিভক্ত হইলে সংশ্লিষ্ট রাইজারের আওতায় মোট লোড অপরিবর্তিত রাখিয়া গ্রাহকগণের মধ্যে সমঝোতার ভিত্তিতে অংশীদার বা নতুন মালিকের নামে কোম্পানির গ্যাস সংযোগ কমিটি কর্তৃক যাচাই-বাছাই অন্তে সুপারিশক্রমে রাইজার পৃথকীকরণ করা যাইবে;

(ঘ) গ্রাহকের ভূমি বিক্রয়, অংশীদারি বা উত্তরাধিকারীর কারণে পৃথক হইলে উক্তক্ষেত্রে বিদ্যমান গ্যাস সংযোগের গৃহস্থালি রাইজার যাহার অবস্থানে থাকিবে সেই অবস্থানের ভূমির মালিক গ্যাস সংযোগের মালিক বলিয়া গণ্য হইবে, তবে পারস্পারিক সমঝোতার ভিত্তিতে অনুমোদিত লোডের মধ্যে অংশীদার, উত্তরাধিকার বা ক্রয়কারীর মধ্যে রাইজার পৃথকীকরণ করা যাইবে এবং উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে সমঝোতা না হইলে প্রথম উত্তরাধিকার উহার মালিকানা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাইবে;

(ঙ) গ্রাহকের কোন জায়গায় বহুতল ভবন থাকিলে বিদ্যমান গৃহস্থালি সংযোগ ভূমির প্রথম মালিকানার অনুকূলে বিবেচিত হইবে এবং সমঝোতার ভিত্তিতে অনুমোদিত লোডের মধ্যে গৃহস্থালি গ্যাস সংযোগের রাইজার পৃথকীকরণ করা যাইবে;

(চ) গ্রাহকের মালিকানাধীন বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত সংযোগের দুই বা ততোধিক গ্যাস সংযোগের বিপরীতে বরাদ্দকৃত গ্যাস লোড একটি সংযোগে রূপান্তর করা যাইবে না;

(ছ) গ্রাহক কর্তৃক সংযোগ স্থায়ীভাবে বন্ধ করা হইলে বা ব্যবহার না করিবার ঘোষণা প্রদান করা হইলে উক্ত সংযোগের বিপরীতে বরাদ্দকৃত গ্যাস লোড বিতরণ কোম্পানির নিকট সমর্পিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে মালিকানা, গ্যাসের লোড ও ব্যবসার ধরণ অপরিবর্তিত রাখিয়া নিজস্ব জায়গা হইতে ভিন্ন স্থানে নিজস্ব বা ভাড়াকৃত স্থানে এবং ভাড়াকৃত স্থান হইতে অন্য স্থানে নিজস্ব জায়গায় বা ভাড়াকৃত জায়গায় বা সরকার কর্তৃক, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, সংস্থা কর্তৃক ভূমি অধিগ্রহণ বা নির্দেশনার কারণে বা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত স্থান স্থানান্তরের প্রয়োজন হইলে, গ্যাসের প্রাপ্যতা সাপেক্ষে, কর্তৃপক্ষের সম্মতিক্রমে রাইজার বা আরএমএস স্থানান্তরসহ উক্ত গ্যাস সংযোগ স্থানান্তর করা যাইবে।

(৩) শিল্প, ক্যাপটিভ পাওয়ার, সিএনজি, চা বাগান বা অন্যান্য গ্রাহকের ক্ষেত্রে-

(ক) গ্রাহকের জন্য বরাদ্দকৃত কেবল গ্যাস লোড অন্য কোন গ্রাহক বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হস্তান্তর বা বিক্রয় করা যাইবে না;

(খ) গ্রাহক প্রতিষ্ঠান বন্ধ করিয়া বা উক্ত প্রতিষ্ঠানে গ্যাস ব্যবহার না করিবার ঘোষণা প্রদানের বিপরীতে বরাদ্দকৃত গ্যাস লোড বা সংযোগ গ্যাস ভিন্ন স্থানে নির্মিত বা স্থাপিত অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে হস্তান্তর বা স্থানান্তর করা যাইবে না;

(গ) গ্রাহকের প্রতিষ্ঠান অন্য কোন স্থানে স্থানান্তরের প্রয়োজন হইলে মালিকানা ও ব্যবসার ধরন অপরিবর্তিত রাখিয়া সরকার কর্তৃক বা স্থানীয় সরকারের আওতাধীন সিটি করপোরেশন, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ, অন্যান্য সরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঘোষিত বা নির্ধারিত স্থানে বা অঞ্চলে গ্যাস প্রাপ্যতা সাপেক্ষে কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে এবং এক কোম্পানি হইতে অন্য কোম্পানিতে স্থানান্তরের ক্ষেত্রে পেট্রোবাংলার সম্মতির ভিত্তিতে যে কোম্পানিতে স্থানান্তর করা হইবে সেই কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে উক্ত প্রতিষ্ঠানসহ গ্যাস সংযোগ স্থানান্তর করা যাইবে;

(ঘ) গ্রাহকের গ্রুপ বা প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত দুই বা ততোধিক প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে বরাদ্দকৃত গ্যাস লোড বা গ্যাস সংযোগ একটি কারখানা বা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে একত্রিত করা যাইবে না;

(ঙ) গ্রাহকের কারখানা, প্রতিষ্ঠান বা স্থাপনা স্থায়ীভাবে বন্ধ করা হইলে বা পরিচালনা না করিবার ঘোষণা প্রদান করা হইলে উক্ত কারখানা, প্রতিষ্ঠান বা স্থাপনার বিপরীতে বরাদ্দকৃত গ্যাস লোড বা গ্যাস সংযোগ বিতরণ কোম্পানির নিকট সমর্পিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

৫১। **গ্রাহক শ্রেণি পরিবর্তন**।-(১) একই গ্রাহক শ্রেণির আওতায় বা অযান্ত্রিক উপায়ে পরিচালিত কোন প্রতিষ্ঠান যান্ত্রিক কিংবা স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে রূপান্তর করা হইলে, অনুমোদিত লোডের মধ্যে, গ্যাস সংযোগ সংক্রান্ত কারিগরি কমিটির সুপারিশক্রমে ও ব্যবস্থাপনা পরিচালকের অনুমোদনক্রমে ব্যবসার ধরন বা গ্রাহক উপ-শ্রেণি পরিবর্তন করা যাইবে।

(২) অযান্ত্রিক উপায়ে পরিচালিত কোন প্রতিষ্ঠান যান্ত্রিক কিংবা স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে রূপান্তর করা হইলে, অনুমোদিত লোডের মধ্যে, ব্যবস্থাপনা পরিচালকের অনুমোদনক্রমে ব্যবসার ধরন বা গ্রাহক শ্রেণি পরিবর্তন করা যাইবে।

৫২। **লোড পুনর্বিন্যাসকরণ**।- ব্যবসার ধরন ও শ্রেণি পরিবর্তন ব্যতিরেকে অনুমোদিত ঘন্টা প্রতি লোডের মধ্যে গ্যাস সংযোগ সংক্রান্ত কারিগরি কমিটির সুপারিশক্রমে মহাব্যবস্থাপক (বিপণন) বা উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকের অনুমোদনক্রমে চুলা বা সরঞ্জামের লোড পুনর্বিন্যাস করা যাইবে।



P

৫৩। **দক্ষভাবে গ্যাস ব্যবহার**।- এনার্জি এফিসিয়েন্ট স্থাপনা বা সরঞ্জাম নিশ্চিত করিবার জন্য সার্টিফাইড অডিটর রহিয়াছে এইরূপ এনার্জি অডিটিং ফার্ম বা সরকার কর্তৃক স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে স্থাপনার বর্তমান বা প্রক্ষেপিত তাপীয় দক্ষতা, তাপ অপচয়ের কারণ ও অপচয় রোধে করণীয় বিষয়ে গ্রাহককে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৫৪। **মিটারের সঠিকতা পরীক্ষা**।- (১) গ্রাহকের আঙ্গিনা হইতে মিটার অপসারণ করিবার ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে মিটারের সঠিকতা ও সীল পরীক্ষা করিতে হইবে।

(২) মিটার অপসারণকালে সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ের একটি পরিদর্শনকারী টীম, কমিটি বা কোম্পানির উপযুক্ত পরিদর্শন টীম বা কমিটি কর্তৃক মিটারের আপস্ট্রীমের সার্ভিস লাইন, রাইজার বা আরএমএস এবং মিটারের সিলের সঠিকতা বা হস্তক্ষেপসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়াদি প্রাথমিকভাবে যাচাই করিতে হইবে।

(৩) কোম্পানির পরিদর্শনকারী টীমের কর্মকর্তাগণ ও গ্রাহক বা গ্রাহক প্রতিনিধির যৌথ স্বাক্ষরে প্রাথমিক প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক মিটার ও প্রযোজ্যতা অনুযায়ী ভাল্ভ, রেগুলেটরসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি অপসারণ করিতে হইবে তবে গ্রাহক বা গ্রাহক প্রতিনিধি প্রতিবেদনে স্বাক্ষর করিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলে পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্যাদি ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে গ্রাহককে পত্রযোগে অবহিত করিতে হইবে।

(৪) মিটার অপসারণের ৪ (চার) কার্যদিবসের মধ্যে উহার সঠিকতা পরীক্ষার তারিখ ও সময় নির্ধারণপূর্বক মিটার অপসারণকারী বিভাগ বা আঞ্চলিক কার্যালয়ের উপযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক মিটার অপসারণকালে উপস্থিত গ্রাহক কিংবা গ্রাহক কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত উপযুক্ত প্রতিনিধিকে মিটার পরীক্ষাগারে উপস্থিত থাকিবার জন্য অনুরোধ করিতে হইবে।

(৫) গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিবার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিক্রয় বিভাগ বা আঞ্চলিক কার্যালয় মিটার অপসারণের ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে মিটার পরীক্ষার কর্মসূচি নির্ধারণ করিয়া রেজিস্ট্রি ডাকযোগে, কুরিয়ার সার্ভিস বা বিশেষ বাহক মারফত গ্রাহককে এবং ইহার অনুলিপি প্রেরণসহ টেলিফোন বা মোবাইলের মাধ্যমে মিটার পরীক্ষাকারী বিভাগ বা মিটার পরীক্ষা কমিটিকে অবহিত করিয়া উক্ত সময়ের মধ্যে মিটারটি পরীক্ষাকারী বিভাগে জমাদান করিবে।

(৬) অনুরোধ জানাইবার পরও গ্রাহক বা তদকর্তৃক নিযুক্ত প্রতিনিধি নির্ধারিত দিনে মিটার পরীক্ষায় অনুপস্থিত থাকিলে মিটার পরীক্ষাকারী বিভাগ বা সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয় কর্তৃক গ্রাহককে পরবর্তী ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে মিটার পরীক্ষার কর্মসূচি নির্ধারণ করিয়া রেজিস্ট্রি ডাকযোগে অনুরোধ করিতে হইবে এবং ইহার পরও গ্রাহক বা প্রতিনিধি অনুপস্থিত থাকিলে সংশ্লিষ্ট বিভাগ, শাখা বা মিটার পরীক্ষা কমিটি কর্তৃক একতরফাভাবে মিটার পরীক্ষা করিয়া কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে মিটার পরীক্ষার ফলাফল ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে গ্রাহককে অবহিত করিতে হইবে।

(৭) মিটার পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে গ্রাহকের নিকট কোন পাওনা থাকিলে তাহা গ্রাহককে পরবর্তী ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে অবহিত করিতে হইবে এবং গ্রাহককে তদনুযায়ী পাওনা পরিশোধ করিতে হইবে।

৫৫। **প্রাকৃতিক কারণে মিটার ধীর বা দ্রুত গতির হইলে বিল সংশোধন**।-যদি মিটারে সঠিকতা পরীক্ষা করিয়া কোনরূপ হস্তক্ষেপ ব্যতীত প্রাকৃতিক কারণে উহা ২% এর অধিক ধীর বা দ্রুত গতি সম্পন্ন পাওয়া যায়, তবে উক্ত মিটার ব্যবহারের অর্ধেক সময়ের জন্য, সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাসের, গ্যাস বিল সমন্বয় করা যাইবে। মিটার পরীক্ষাকালে মিটার ক্ষমতার ন্যূনতম ২০% হইতে সর্বোচ্চ ক্ষমতার ১০০% এর মধ্যে ন্যূনতম ৩টি প্রবাহের ভিত্তিতে প্রাপ্ত ফলাফলকে গড় করিয়া ত্রুটির পরিমাণ তথা ধীর গতি বা দ্রুতগতি নিরুপণ করিতে হইবে।

৫৬। **সাধারণ নির্দেশনা**।-(১) সকল শ্রেণির-

(ক) গ্রাহকের আরএমএস বা সিএমএস এর স্পর্শকাতর পয়েন্টসমূহে উপযুক্ত সীল স্থাপনপূর্বক সম্পূর্ণ আরএমএস বা সিএমএস, ক্ষেত্রমত, মিটার কেবিনেটে আবদ্ধ করিতে হইবে;

(খ) সংযোগের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ গ্যাস পাইপলাইন মাটির উপর এমনভাবে স্থাপন করিতে হইবে বা থাকিতে হইবে যেন উহা সাধারণভাবে দৃশ্যমান হয়;

(গ) গ্রাহকের ব্যবহৃত মিটার অনধিক প্রতি ৩ (তিন) বৎসর পরপর টেস্টিং বা ক্যালিব্রেশন করিতে হইবে তবে বিশেষ প্রয়োজনে বা সংযোজিত ঘন্টা প্রতি লোড স্থাপিত মিটার ক্ষমতার অধিক হইলে উক্ত সময়ের পূর্বেও ক্যালিব্রেশন বা টেস্ট করা যাইবে।

(২) গ্যাস কারচুপি রোধকল্পে কোম্পানি নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করিবে,-

(ক) গ্রাহকের মাসিক গ্যাস ব্যবহার নিয়মিত পরীক্ষা ও তদানুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(খ) যেই সকল গ্রাহকের আরএমএস বা সিএমএস-এ ইভিসি স্থাপিত রহিয়াছে বা স্থাপিত হইবে সেই সকল ক্ষেত্রে প্রতি ৪ (চার) মাস অন্তর ইভিসি ডাটা ডাউনলোড করিয়া গ্যাস ব্যবহার পরীক্ষাকরণ এবং প্রয়োজনে তদনুযায়ী কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ;

(গ) মিটার রিডিং গ্রহণকালে বাহ্যিকভাবে মিটারের সচলতা নিশ্চিতকরণ;

(ঘ) বিধি বহির্ভুতভাবে হস্তক্ষেপজনিত কারণ ব্যতীত মিটার বিকল সনাক্তকরণের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে মিটার পরিবর্তন;

(ঙ) টারবাইন মিটার ব্যবহারের ক্ষেত্রে, ক্ষেত্রমত, মিটার প্রটেক্টর স্থাপন।

৫৭। **গ্যাস কারচুপির সহিত ঠিকাদারের সম্পৃক্ততা**।-অবৈধ, অননুমোদিত, নিয়মবহির্ভুতভাবে বিতরণ, সার্ভিস, রাইজার, আরএমএস বা অভ্যন্তরীণ গ্যাস লাইন স্থাপন, স্থানান্তর বা সরঞ্জামাদি স্থাপন, স্থানান্তর বা পরিবর্তন বা গ্যাস কারচুপির সহিত কোন ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত থাকিবার প্রমাণ পাওয়া গেলে কোম্পানি হইতে উক্ত ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের তালিকাভুক্তি বাতিল এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিকে স্বীয় কার্য-সম্পাদনে অযোগ্য ঘোষণা করিয়া তাৎক্ষণিকভাবে পেট্রোবাংলার আওতাধীন অন্যান্য বিপণন কোম্পানিকে অবহিত করিতে হইবে এবং ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

৫৮। **বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ**।- (১) গ্যাস লাইন নির্মাণ, সরবরাহ, গ্যাস বিল, অন্য কোন পাওনা বা এতদ্‌সংক্রান্ত অন্য কোন বিষয়ে গ্রাহক এবং কোম্পানির মধ্যে কোন বিরোধ সৃষ্টি হইলে তাহা বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (BERC) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ১৩ নং আইন) অনুযায়ী কমিশন কর্তৃক নিষ্পত্তিযোগ্য হইবে।

(২) গ্রাহকের নিকট বিতরণ কোম্পানির পাওনা বা ইস্যুকৃত বিলের বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করিতে হইলে আপত্তির সমপরিমান অর্থ BERC এ জমা রেখে আপত্তি উত্থাপন করিতে হইবে। নিষ্পত্তি অনুযায়ী জমাকৃত অর্থের ব্যবস্থা BERC কর্তৃক গৃহীত হইবে।

৫৯। **অস্পষ্টতা দূরীকরণ**।- (১) গ্যাস বিপণন কার্যকলাপ প্রক্রিয়াকালে গ্যাস বিপণন বিধিমালার কোন বিধি/উপবিধি প্রতিপালনে অস্পষ্টতা পরিলক্ষিত হইলে বা গ্যাস সংযোগ সংক্রান্ত কোন কার্যক্রম বিষয়ে বিধিমালায় উল্লেখ না থাকিলে পেট্রোবাংলা ও বিপণন কোম্পানির সমন্বয়ে গঠিত একটি স্থায়ী কমিটির সুপারিশের আলোকে পেট্রোবাংলার অনুমোদনক্রমে কোম্পানি প্রান্ত হইতে তদানুযায়ী উক্ত কার্যাবলী সম্পাদিত হইবে।

(২) এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, তদ্‌কর্তৃক নির্ধারিত শর্তে, জ্বালানি সংক্রান্ত আইন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ কোন কর্মকর্তা বা ব্যক্তিকে কমিটিতে কো-অপ্ট করিতে পারিবে।

(৩) গ্রাহক এবং কোম্পানির স্বার্থ সমুন্নত রাখিবার উদ্দেশ্যে পেট্রোবাংলা, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, এই বিধিমালার কোনো বিধান প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ প্রয়োগযোগ্য করিতে পারিবে।

(৪) কোন শ্রেণির নতুন গ্যাস সংযোগ প্রদান বা বিদ্যমান গ্রাহকের গ্যাস লোড বৃদ্ধি-হ্রাস বা এতদসংক্রান্ত কোন কার্যক্রমের বিষয়ে সরকার, পেট্রোবাংলা বা কমিশন কর্তৃক, সময় সময়, কোন নির্দেশনা জারি করা হইলে উক্ত নির্দেশনার আলোকে কোম্পানি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৬০। **গ্রাহকের চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়ক বা ডাইভারসিটি ফ্যাক্টর নির্ধারণ।**- (১) গ্রাহকের মাসিক লোড এবং গ্রাহক কর্তৃক গ্যাস ব্যবহারের উদ্দেশ্য বিবেচনাক্রমে নিরাপত্তা জামানতের পরিমাণ নির্ধারণের লক্ষ্যে ন্যূনতম চালনাধাঁচ ও ডাইভারসিটি ফ্যাক্টর নির্ধারণ করিতে হইবে।

(২) গ্রাহক উপ-শ্রেণি অনুযায়ী চালনাধাঁচ এবং বিচ্যুতি গুণনীয়ক তফসিল-৭ অনুযায়ী নির্ধারিত হইবে।

৬১। **সরঞ্জাম ভিত্তিক ঘন্টা প্রতি লোড, গ্রাহকের চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়ক।**- সরঞ্জাম ভিত্তিক ঘন্টা প্রতি লোড, গ্রাহকের চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়ক (ডাইভারসটি) ফ্যাক্টর তফসিল-৭ অনুযায়ী নির্ধারিত হইবে।

৬২। **বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকের চালনাধাঁচ ও ডাইভারসিটি ফ্যাক্টর।**-বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকের চালনাধাঁচ ও ডাইভারসিটি ফ্যাক্টর তফসিল-৮ ও তফসিল-৯ অনুযায়ী নির্ধারিত হইবে।

৬৩। **বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকের চালনাধাঁচ ও ডাইভারসিটি ফ্যাক্টর পুণঃনির্ধারণ।**- (১) যেই সকল গ্রাহকের চালনাধাঁচ সংশ্লিষ্ট শ্রেণিতে উল্লেখ নাই সেই সকল গ্রাহকের চালনাধাঁচ অন্য কোন শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত থাকিলে উহা তদানুযায়ী নির্ধারিত হইবে তবে যদি কোন গ্রাহকের চালনাধাঁচ কোন শ্রেণিতে উল্লেখ না থাকে, সেইক্ষেত্রে উক্ত গ্রাহকের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ একই শ্রেণিভুক্ত অন্য কোন গ্রাহকের চালনাধাঁচ প্রযোজ্য হইবে।

(২) গ্যাস সংযোগের পর সাধারণভাবে চালনাধাঁচ পরিবর্তনের মাধ্যমে মাসিক লোড পুন:নির্ধারণের ক্ষেত্রে অনুমোদিত চালনাধাঁচের মধ্যেই, বা ক্ষেত্রমত, দৈনিক গ্যাস ব্যবহারের সময় ২ (দুই) ঘন্টা বা ইহার গুণিতক হিসাবে (যেমন- ৪, ৬, ইত্যাদি ঘন্টা) হ্রাস-বৃদ্ধি করা যাইবে।

(৩) গ্রাহক অনুমোদিত ঘন্টা প্রতি লোডের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ বার্ণার বা গ্যাস স্থাপনা ব্যবহার করা সত্ত্বেও-

(ক) যদি গ্রাহক অনুমোদিত ন্যূনতম লোডে গ্যাস ব্যবহার করিতে সক্ষম না হন; এবং

(খ) যদি গ্রাহক গ্যাস কারচুপির অভিযোগেও অভিযুক্ত না হন; এবং

(গ) দফা (ক) এবং (খ) বাণিজ্যিক গ্রাহকের ক্ষেত্রে ৬ (ছয়) মাস এবং অন্যান্য শ্রেণির গ্রাহকের ক্ষেত্রে ১ (এক) বৎসর পর্যন্ত অব্যাহত থাকে;

তাহা হইলে গ্রাহক উহা পরীক্ষার জন্য আবেদন করিতে পারিবেন এবং এইরূপ আবেদন প্রাপ্ত হইলে কোম্পানি কর্তৃক গঠিত কমিটি দ্বারা উক্ত প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করিতে হইবে।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীন পরিদর্শনে যদি দেখা যায় যে, গ্রাহক অনুমোদিত লোডের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে গ্যাস ব্যবহার করিতে পারিতেছেন না, তাহা হইলে উহা কারিগরি কমিটি কর্তৃক পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করিয়া কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালকের অনুমোদনক্রমে, প্রয়োজনে, অনুমোদিত সর্বনিম্ন চালনাধাঁচ হ্রাস করা যাইবে।

৬৪। সংরক্ষণ ও রহিতকরণ। এই বিধি কার্যকর করার সাথে সাথে "গ্যাস বিপণন নিয়মাবলী-২০১৪" এর কার্যকারিতা রহিত এবং ইহার অধীনে সম্পাদিত সকল কার্য সংরক্ষণ করা হইবে।

৬৫। এই বিধিমালায় উল্লিখিত সংজ্ঞা এবং মূল আইনে উল্লিখিত সংজ্ঞায় অথবা এই বিধিমালার কোন ধারার সহিত মূল আইনের কোন ধারার ভিন্ন অর্থ অথবা সাংঘর্ষিক কিছু পরিলক্ষিত হইলে সেই ক্ষেত্রে মূল আইনে উল্লিখিত সংজ্ঞা বা ধারাই প্রযোজ্য হইবে।

## তফসিল-১

[গৃহস্থালি গ্রাহক ব্যতীত অন্যান্য গ্রাহক শ্রেণির আবেদনপত্র জমাদান পদ্ধতি]

আবেদনপত্রের সহিত নিম্নবর্ণিত কাগজাদি সংযুক্ত করিতে হইবে-

১। আবেদনকারীর পাসপোর্ট সাইজের ৩ (তিন) কপি সত্যায়িত ছবি।

২। জাতীয় পরিচয় পত্র বা জন্ম নিবন্ধন বা পাসপোর্ট এর সত্যায়িত ফটোকপি।

৩। হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্সের সত্যায়িত ফটোকপি।

৪। টিআইএন এর কপি।

৫। জমির মালিকানার দালিলিক প্রমাণ হিসাবে দলিল বা নাম জারির কাগজ বা পর্চা বা খতিয়ান এবং দাখিলা বা ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের রশিদ এর সত্যায়িত ফটোকপি।

৬। ভাড়াকৃত স্থানে স্থাপিত হইলে ভাড়ার চুক্তিপত্রের কপি।

৭। ভাড়াটিয়া গ্রাহক বিল পরিশোধে ব্যর্থ হইলে এবং অবৈধ কার্যক্রমে লিপ্ত থাকিলে বাড়ির বা ভূমির মালিক এতদ্‌সংক্রান্ত দায়ভার বহন করিবেন মর্মে নোটারি পাবলিক কর্তৃক সত্যায়িত একটি অঙ্গীকারনামা প্রদান করিতে হইবে।

৮। প্রস্তাবিত সার্ভিস লাইন, আরএমএস, সরঞ্জামাদির বিবরণ, ব্যবহৃত মালামালের স্পেসিফিকিশন ও পরিমাণ সম্বলিত অভ্যন্তরীণ পাইপলাইনের ৪ (চার) কপি নক্সা।

৯। স্থাপিতব্য বয়লার (ন্যূনতম ৮২% তাপীয় দক্ষতা সম্পন্ন) এবং জেনারেটরের জ্বালানি দক্ষতার (ন্যূনতম ইলেকট্রিক্যাল দক্ষতা ৩৫%) নিশ্চয়তার ঘোষণা এবং, ক্ষেত্রমত, গ্যাস সরঞ্জামাদির কারিগরি ক্যাটালগ, তবে স্থানীয়ভাবে প্রস্তুতকৃত বা সংযোজিত ও পুরাতন সরঞ্জামাদির কারিগরি ক্যাটালগ প্রদান করা সম্ভব না হইলে ড্রইংসহ বিস্তারিত বিবরণ দাখিল করিতে হইবে এবং জ্বালানি দক্ষতা প্রমাণের জন্য সার্টিফাইড এনার্জি অডিটর সম্পন্ন এনার্জি অডিটিং ফার্ম বা সরকার কর্তৃক স্বীকৃত কোন প্রতিষ্ঠানের প্রত্যয়নপত্র দাখিল করিতে হইবে।

১০। প্রস্তাবিত স্থানে চালু বা বিচ্ছিন্নকৃত গ্যাস সংযোগের বিপরীতে কোম্পানির সমুদয় পাওনা পরিশোধ সংক্রান্ত রাজস্ব ছাড়পত্র।

১১। প্রয়োজনীয়, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র।

১২। আবেদন ফি জমা বাবদ বাণিজ্যিকের জন্য ২ (দুই) হাজার, অন্যান্য গ্রাহকের ক্ষেত্রে ৫ (পাঁচ) হাজার ৩০০ (তিনশত), বা ক্ষেত্রমত, প্রতি বছরের জুলাই মাসে ৫% বৃদ্ধি করিয়া পুনর্নির্ধারিত ফি বাবদ টাকা জমাদানের রশিদ।

১৩। ঠিকাদার নিয়োগপত্র।

১৪। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান বা কারখানা বা ব্যবসা পরিচালনা সংক্রান্ত সরকার বা কোন সংস্থার বা প্রতিষ্ঠান বা কমিশনের নির্ধারিত সনদপত্র বা অনুমতিপত্র ।

১৫। ফ্যাক্টরীর লে-আউট প্ল্যান।



R

## তফসিল-২
## [বিধি ৭(২) দ্রষ্টব্য]

| ক্রমিক নং | বিবরণ (ক্রম ১-ক হইতে ১-ঘ এর মধ্যে যে কোন একটি পারিশ্রমিক প্রযোজ্য হইবে) | ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগর এলাকার জন্য নির্ধারিত পারিশ্রমিক | অন্যান্য এলাকার জন্য নির্ধারিত পারিশ্রমিক |
|---|---|---|---|
| (১) নতুন সংযোগের ক্ষেত্রে | | | |
| (ক) | অভ্যন্তরীণ পাইপলাইন ১০ মিটার পর্যন্ত | ৬৫০০/- | ৫,৫০০/- |
| (খ) | অভ্যন্তরীণ পাইপলাইন ১০ মিটার এর উর্ধ্ব হইতে ২০ মিটার পর্যন্ত | ৭,৫০০/- | ৭,০০০/- |
| (গ) | অভ্যন্তরীণ পাইপলাইন ২০ মিটার এর উর্ধ্ব হইতে ৩৫ মিটার পর্যন্ত | ৮৫০০/- | ৭,৫০০/- |
| (ঘ) | অভ্যন্তরীণ পাইপলাইন ৩৫ মিটার এর উর্ধ্বে | ১০,০০০/- | ৯,৫০০/- |
| (ঙ) | চুলা বা সরঞ্জাম ফিটিং বা ফিক্সিং প্রতি চুলা বাবদ | ৳ ৩০০/- | ৳ ২৫০/- |
| (২) সরঞ্জাম বা চুলার লোড বৃদ্ধি বা হ্রাস সংক্রান্ত কাজের পারিশ্রমিক | | | |
| (ক) | অভ্যন্তরীণ পাইপলাইন ৭ মিটার পর্যন্ত | ২০০০/- | ১৮০০/- |
| (খ) | অভ্যন্তরীণ পাইপলাইন ৮ মিটার হইতে ১৫ মিটার পর্যন্ত | ২৫০০/- | ২২০০/- |
| (গ) | অভ্যন্তরীণ পাইপলাইন ১৬ মিটার হইতে ২৫ মিটার পর্যন্ত | ৪০০০/- | ৩৭০০/- |
| (৩) মালিকানা পরিবর্তন বা অন্যান্য কার্যাদি বাবদ থোক ব্যয়- ১৫০০/- | | | |

## তফসিল-৩
## [বিধি ১৫(১) দ্রষ্টব্য]

নতুন গ্যাস সংযোগ ও লোড বৃদ্ধি, হ্রাস, পরিবর্তন, পুনর্বিন্যাস, মালিকানা পরিবর্তন, রাইজার বা আরএমএস স্থানান্তর, মিটার পরিবর্তন, চাপ পুনর্নির্ধারণসহ অন্যান্য কার্যক্রম নিম্নোক্তভাবে কর্মকর্তা কর্তৃক অনুমোদিত হইবেঃ

| গ্রাহক শ্রেণি বা কাজের বিবরণ | প্রশাসনিক অনুমোদনকারী | মঞ্জুরীপত্র বা চাহিদাপত্র স্বাক্ষরকারী | নকশা অনুমোদনকারী | চুক্তি স্বাক্ষরকারী | গ্যাস কমিশনিং বা চূড়ান্ত কার্যক্রম সম্পন্নে অনুমোদনকারী |
|---|---|---|---|---|---|
| (ক) গৃহস্থালি ও বাণিজ্যিক - নতুন সংযোগ, মিটার ও রেগুলেটর পরিবর্তন, চাপ নির্ধারণ, পুনর্নির্ধারণ রাইজার পৃথকীকরণ-একীভূতকরণ, এক প্রাংগন হইতে অন্য প্রাঙ্গনে রাইজার বা আরএমএস স্থানান্তর, বাণিজ্যিক লোড হ্রাস-বৃদ্ধি-পুনর্বিন্যাস, মালিকানা ও উপ-শ্রেণি পরিবর্তন, কারিগরি কারণে সকল শ্রেণির গ্রাহকের মিটার, রেগুলেটর, যন্ত্রপাতি পরিবর্তন ও বাণিজ্যিক শ্রেণির লোড হ্রাস-বৃদ্ধি-পরিবর্তনসহ যে কোন কার্যাদি | মহাব্যবস্থাপক (বিপণন)/উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক | আবিকা প্রধান বা মনোনীত কর্মকর্তা | আবিকা প্রধান | গৃহস্থালি-সংশ্লিষ্ট আবিকা প্রধান, বাণিজ্যিক-সংশ্লিষ্ট উপ-মহাব্যবস্থাপক (বিক্রয়/বিপণন) | গৃহস্থালি-সংশ্লিষ্ট আবিকা প্রধান, বাণিজ্যিক-সংশ্লিষ্ট উপ-মহাব্যবস্থাপক (বিক্রয়/বিপণন) |
| (খ) গৃহস্থালি (লোড হ্রাস- বৃদ্ধি, পুনর্বিন্যাস, মালিকানা-পরিবর্তন, রেগুলেটর-যন্ত্রপাতি পরিবর্তন, একই প্রাঙ্গনে রাইজার বা আরএমএস স্থানান্তর বা পৃথকীকরণ, সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ, বকেয়াজনিত পুন:সংযোগ ইত্যাদি) | উপ-মহাব্যবস্থাপক (বিক্রয়/বিপণন) | আবিকা প্রধান বা মনোনীত কর্মকর্তা | আবিকা/জোনাল প্রধান | আবিকা প্রধান | সংশ্লিষ্ট আবিকা/জোনাল প্রধান |
| (গ) শিল্প, সিএনজি, ক্যাপটিভ পাওয়ার, চা বাগান, বিদ্যুৎ, আইপিপি, মৌসুমী ও সৃষ্ট অন্যান্য শ্রেণির নতুন সংযোগ, লোড বৃদ্ধি-হ্রাস-পুনর্বিন্যাস, আরএমএস স্থানান্তর, মালিকানা-নাম পরিবর্তন এবং অবৈধ-বিধিবর্হিভূত কার্যকলাপজনিত কারণে সকল শ্রেণির গ্রাহকের মিটার, রেগুলেটর-যন্ত্রপাতি, গ্রাহক শ্রেণি পরিবর্তন, বিশেষায়িত গৃহস্থালি বা বাণিজ্যিক সংযোগ এবং যে কোন ধরনের বিশেষায়িত সংযোগ কার্যাদি | ব্যবস্থাপনা পরিচালক | আবিকা/জোনাল প্রধান/মনোনীত শাখা প্রধান | মহাব্যবস্থাপক (বিপণন)/ উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক | উপ-মহাব্যবস্থাপক (বিক্রয়/বিপণন)/ সংশ্লিষ্ট উপ-মহাব্যবস্থাপক | সংশ্লিষ্ট মহাব্যবস্থাপক/ মহাব্যবস্থাপক (বিপণন)/ উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক |
| (ঘ) সুনির্দিষ্ট কোন গ্রাহকের গ্যাস সংযোগ সম্পর্কিত কারণে বিতরণ পাইপলাইন সম্প্রসারণ বা ব্যালেন্সিং বা সমান্তরাল পাইপলাইন স্থাপন এবং ডিআরএস বা টিবিএস বা সিএমএস আপগ্রেডেশন ইত্যাদি কার্যাদি | ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ক্ষেত্রমত, কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ | সংশ্লিষ্ট উপ-মহাব্যবস্থাপক বা আবিকা প্রধান বা ব্যবস্থাপক | সংশ্লিষ্ট মহাব্যবস্থাপক | - | সংশ্লিষ্ট মহাব্যবস্থাপক |



R

## তফসিল-৪
## [বিধি ২১ দ্রষ্টব্য]

| সার্ভিস চার্জ কর্তন | | | |
|---|---|---|---|
| (ক) | বাণিজ্যিক গ্রাহক | : | সংযোগ ব্যয় বাবদ গ্রাহক কর্তৃক জমাকৃত অর্থ ফেরত প্রদান করা হইবে না। |
| (খ) | শিল্প (ঘণ্টা প্রতি লোড ৪০০০ ঘনফুট এর নিম্নে) | : | নিরাপত্তা জামানত হিসাবে গ্রাহক কর্তৃক জমাকৃত অর্থ হইতে টাকা ৭,৫০০/- + ভ্যাট কর্তন করা হইবে। |
| (গ) | শিল্প (ঘণ্টা প্রতি লোড ৪০০০ ঘনফুট এবং তদুর্ধ্বে) | : | নিরাপত্তা জামানত হিসাবে গ্রাহক কর্তৃক জমাকৃত অর্থ হইতে টাকা ১০,০০০/- + ভ্যাট কর্তন করা হইবে। |
| (ঘ) | ক্যাপটিভ পাওয়ার গ্রাহক | : | শিল্প শ্রেণির গ্রাহকদের অনুরূপ। |
| (ঙ) | মৌসুমী গ্রাহক | : | শিল্প শ্রেণির গ্রাহকদের অনুরূপ। |
| (চ) | সিএনজি গ্রাহক | : | শিল্প শ্রেণির গ্রাহকদের অনুরূপ। |
| (ছ) | চা বাগান গ্রাহক | : | শিল্প শ্রেণির গ্রাহকদের অনুরূপ |
| | বি: দ্র: প্রতি বছর জুলাই মাসে ৫% হারে বৃদ্ধি করিয়া পারিশ্রমিক পুনর্নির্ধারিত হইবে | | |

## তফসিল-৫
## [বিধি ২৩(৫) দ্রষ্টব্য]

| গ্যাস লাইন কমিশনিং ব্যয় | | | |
|---|---|---|---|
| (ক) | বাণিজ্যিক গ্রাহক | : | টাকা ১,৫০০ + ভ্যাট। |
| (খ) | শিল্প (ঘণ্টা প্রতি লোড ৪০০০ ঘনফুট এর নিম্নে) | : | টাকা ৭,৫০০ + ভ্যাট। |
| (গ) | শিল্প (ঘণ্টাপ্রতি লোড ৪০০০ ঘনফুট ও তদুর্ধ্বে) | : | টাকা ১৫,০০০ + ভ্যাট। |
| (ঘ) | মৌসুমী গ্রাহক | : | শিল্প শ্রেণির গ্রাহকদের অনুরূপ। |
| (ঙ) | ক্যাপটিভ পাওয়ার গ্রাহক | : | শিল্প শ্রেণির গ্রাহকদের অনুরূপ। |
| (চ) | সিএনজি গ্রাহক | : | শিল্প শ্রেণির গ্রাহকদের অনুরূপ। |
| বি: দ্র: প্রতি বছর জুলাই মাসে ৫% হারে বৃদ্ধি করিয়া পারিশ্রমিক পুনর্নির্ধারিত হইবে | | | |

## তফসিল-৬

### [বিধি ২৩(৩) দ্রষ্টব্য]

**(ক) স্থাপনার ভূমির ক্ষেত্রফলের উপর ভিত্তি করিয়া ঘণ্টা প্রতি গ্যাসলোড ও বহির্গমণ চাপ নির্ধারণ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ১। | রোলিং মিল | ক) পুশার ফার্নেস<br>খ) ব্যাচ ফার্নেস<br>গ) গ্যাস কাটার | ২৫/৩০* SCFH<br>৩০/৩৫** SCFH<br>ন্যূনতম ২০০ SCFH | ৫- ১৫ |
| ২। | সিলিকেট কারখানা | ক) আয়তাকার ফার্নেস<br>খ) বয়লার | ৩০ SCFH<br>(ন্যূনতম ৩,৫০০ SCFH)<br>বয়লারের ঘণ্টা প্রতি লোড নির্ধারণের পদ্ধতি অনুযায়ী<br>(অনুচ্ছেদ-৪) | ৫- ১৫ |
| ৩। | কাঁচ কারখানা<br>(ভগ্ন কাঁচ গলিয়ে কাঁচের সামগ্রী তৈরীর ক্ষেত্রে) | ক) ট্যাংক ফার্নেসঃ<br>ক.১) অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রফল ১০-৭৫ বর্গফুট<br>ক.২) অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রফল ৮৩-১০০ বর্গফুট<br>ক.৩) অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রফল ১১২-১৫০ বর্গফুট<br>ক.৪) অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রফল ১৭০-২০০ বর্গফুট<br>খ) লেহার ভাট্টি<br>গ) রোশা ভাট্টি<br>ঘ) বেলন ভাট্টি<br>ঙ) কুলিম্যান<br>(৬টি কুলিম্যানের বিপরীতে সার্বক্ষণিকভাবে একটি কুলিম্যানের লোড বিবেচনা করিতে হইবে) | ৬০ SCFH<br>৫৫ SCFH<br>৫০ SCFH<br>৪৫ SCFH<br>ন্যূনতম ৬,০০ SCFH<br>ন্যূনতম ১,০০০ SCFH<br>ন্যূনতম ২০০ SCFH<br>ন্যূনতম ২০০ SCFH | ৫- ১৫ |
| ৪। | বিস্কুট কারখানা | ক) তন্দুর<br>খ) ওভেন | ২ SCFH (ন্যূনতম ২০০ SCFH)<br>ন্যূনতম ৭৫ SCFH | ১-৩ |
| ৫। | আবাসিক/গৃহস্থালী | বাসা/বাড়ী চুলা | একক চুলা -১২ SCFH<br>দ্বৈত চুলা -২১ SCFH | ৬- ৮ ইঞ্চি ওয়াটার কলাম (০.২১৭- ০.২৮৯ পিএসআইজি) |
| ৬। | বিদ্যুৎ/আইপিপি | - | - | ১৫০ হইতে ২০০ |
| ৭। | এসপিপি/সিআইপিপি/সিপিপি | - | - | সর্বোচ্চ ৫০ |
| ৮। | সার | - | - | সর্বোচ্চ ৫০০ |

বি: দ্রঃ: ঘন্টাপ্রতি অনুমোদিত গ্যাস লোডের সাথে সামঞ্জস্যপুর্ণভাবে স্থাপিত/স্থাপিতব্য রেগুলেটরের চাপ নির্ধারণ/পুনর্নির্ধারণ করিতে হইবে।

বিঃদ্রঃ *পুশার ফার্নেস:- অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রফল ১৮৯ বর্গফুট বা তাহার উর্ধ্বে এবং ১৫৭ বর্গফুট বা এর নীচে হইলে প্রতি বর্গফুট ক্ষেত্রের জন্য যথাক্রমে ২৫ এবং ৩০ SCFH। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রফল ১৫৮ বর্গফুট হইতে ১৮৮ বর্গফুট পর্যন্ত ৪,৭০০ SCFH।

**ব্যাচ ফার্নেস:- অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রফল ১১৭ বর্গফুট বা তাহার উর্ধ্বে এবং ৯৯ বর্গফুট বা এর নীচে হইলে প্রতি বর্গফুট ক্ষেত্রের জন্য যথাক্রমে ৩০ এবং ৩৫ SCFH।অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রফল ১০০ বর্গফুট হইতে ১১৬ বর্গফুট পর্যন্ত ৩,৫০০ SCFH।

**(খ) স্থাপনার আয়তনের ভিত্তিতে ঘন্টা প্রতি গ্যাস লোড ও বহির্গমন চাপ নির্ধারণ**

| ক্রমিক নং | কারখানার ধরন | গ্যাস স্থাপনার ধরন | প্রতি ঘনফুট অভ্যন্তরীণ আয়তনের জন্য ন্যূনতম লোড (SCFH) | স্থাপনা ভিত্তিক ন্যূনতম লোড (SCFH) | বহির্গমণ চাপ (Psig) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | চুন কারখানা | ফার্নেস (সনাতনী) | ৪.৭ | ২০০০ | ৫- ১৫ |
| | | ফার্নেস (আধা-স্বয়ংক্রীয়) | ২.০ | ২০০০ | ৫- ১৫ |
| ২। | ডাইং এবং প্রিন্টিং কারখানা | ক)ষ্ট্যান্টার মেশিন (প্রতি চেম্বার)<br>খ) জিগার<br>গ) পানি গরম পাত্র<br>ঘ) ষ্টীম পাত্র<br>ঙ) প্রিন্টিং টেবিল (প্রতি ১০ফুট) | প্রযোজ্য নয়<br>প্রযোজ্য নয়<br>৪<br>৭<br>প্রযোজ্য নয় | ৩০০<br>১৫০<br>১০০<br>৭৫<br>২৫ | ৫-১৫ |
| ৩। | হিট ট্রিটমেন্ট ও গ্যালভানাইজিং | ক) ষ্টীল এ্যানেলিং ফার্নেস<br>খ) গ্যালভানাইজিংফার্নেস<br>গ) এ্যালুমিনিয়াম তাপাই ভাট্টি | ২৫<br>প্রযোজ্য নয়<br>প্রযোজ্য নয় | ১,০০০<br>৩০০<br>৮০০ | ১০- ১৫ |



f

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ৪। | লবণ কারখানা | আয়তাকার ট্যাংক হিটিং | ১০ | ৩০০ | ৫- ১০ |

## (গ) গ্যাস স্থাপনার ধারণ ক্ষমতার ভিত্তিতে ঘণ্টা প্রতি লোড ও বহির্গমন চাপ নির্ধারণ

| ফার্নেসের ধরন | ফার্নেসের নেট ধারণ ক্ষমতা (ব্যাস$^2$ x উচ্চতা÷A*) কেজি | ন্যূনতম ঘণ্টা প্রতি লোড (SCFH ) | | | বহির্গমন চাপ (Psig) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | এ্যালুমিনিয়াম | কাষ্ট আয়রণ | পিতল | |
| ক্রুসিবল | ৩০১-৪০০ | ১,১০০ | প্রযোজ্য নহে | প্রযোজ্য নহে | ১০- ১৫ |
| | ২৫১-৩০০ | ৯০০ | ঐ | ঐ | |
| | ২০১-২৫০ | ৮০০ | ১,৬০০ | ৮০০ | |
| | ১৫১-২০০ | ৭০০ | ১,৪০০ | ৭০০ | |
| | ১৪১-১৫০ | ৬৫০ | ১,২০০ | ৬৫০ | |
| | ১৩১-১৪০ | ৬৫০ | ১,০০০ | ৬৫০ | |
| | ১০১-১৩০ | ৬০০ | ৮৫০ | ৬০০ | |
| | ৭১-১০০ | ৬০০ | ৭৫০ | ৬০০ | |
| | ৫১-৭০ | প্রযোজ্য নহে | ৬৫০ | ৫৫০ | |
| | ৪১-৫০ | ঐ | প্রযোজ্য নহে | ৫০০ | |
| | ৩১-৪০ | ঐ | প্রযোজ্য নহে | ৪৫০ | |
| | ২১-৩০ | ঐ | প্রযোজ্য নহে | ৪০০ | |
| | * A-এর মান এ্যালুমিনিয়াম, কাস্ট আয়রণ ও পিতলের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৩৯, ১৪ ও ১২ ব্যাস ও উচ্চতার একক ইঞ্চিতে প্রকাশিত। বি: দ্রঃ :ঘন্টা প্রতি অনুমোদিত গ্যাস লোডের সহিত সামঞ্জস্যপুর্ণভাবে স্থাপিত বা স্থাপিতব্য রেগুলেটরের চাপ নির্ধারণ বা পুনর্নির্ধারণ করিতে হইবে। | | | | |

## তফসিল-৭

### [ বিধি ২৫(৯)(ক) দ্রষ্টব্য]
### [বিধি ৬০ (২), বিধি ৬১ দ্রষ্টব্য]

(১) মিটার যুক্ত গৃহস্থালি গ্রাহক উপ-শ্রেণি অনুযায়ী চালনাধাঁচ এবং বিচ্যুতি গুণনীয়ক

| ক্রমিক নং | গৃহস্থালি গ্রাহকের উপ-শ্রেণির আওতাভুক্ত গ্রাহকদের নাম | চালনাধাঁচ (ন্যূনতম) | | ডাইভারসিটি ফ্যাক্টর |
|---|---|---|---|---|
| | | ঘণ্টা/দিন | দিন/মাস | |
| (ক) | শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্যান্টিন ও ল্যাবরেটরীজ শিল্প প্রতিষ্ঠানসহ সরকারি/আধা-সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ক্যান্টিন ও ল্যাবরেটরীসমূহ, সেচ্ছাসেবী ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান; | ৮ | ২৬ | ০.৮৫ |
| (খ) | বাড়ি/ইমারত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রাবাস, প্রতিরক্ষা বাহিনী/বিজিবি/কোষ্টগার্ড/ পুলিশ/আনসার/ভিডিপি/ জেলখানার আবাসিক কোয়ার্টার, মেস ও ক্যান্টিন, কয়েদীদের রান্না ঘর, বিভিন্ন সরকারি/ আধাসরকারি/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের আবাসিক কোয়ার্টার ও গেস্ট হাউজ/ সার্কিট হাউস/ইন্সপেকশন বাংলো/রেস্ট হাউস/ ডাক বাংলো, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান/ এতিমখানা/সরকারি হাসপাতাল/সরকারি শিশু সদন/আশ্রম/তাবলিগ ট্রাস্ট/ মাজার, ব্যক্তিগত মালিকানাধীন মেস। | ৮ | ৩০ | ০.৮৫ |

২. সরঞ্জাম ভিত্তিক ঘন্টা প্রতি লোড, গৃহস্থালি গ্রাহকের চালনাধাঁচ এবং বিচ্যুতি গুণনীয়ক

| বিবরণ | একক | একমুখী চুলা | দ্বি-মুখী চুলা | ওভেন | গ্রীল | ওয়াটার হিটার | | | গ্যাসলাইট | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ২০ গ্যালন পর্যন্ত | ২০ গ্যালনের উর্দ্ধে | ড্রায়ার | ভিতর | বাহির |
| ঘন্টায় প্রবাহ | ঘনফুট | ১২ | ২১ | * | * | ৩০ | ** | * | ১০ | ১০ |
| দৈনিক কর্ম ঘন্টা | ঘন্টা | ১০ | ৮ | ৪ | ৪ | ৪ | ৪ | ৪ | ৪ | ৮ |
| মাসিক কার্যদিবস | দিন | ২৬/৩০ | ২৬/৩০ | ১৫ | ১৫ | ৩০ | ৩০ | ৩০ | ৩০ | ৩০ |
| ডাইভারসিটি ফ্যাক্টর | | ০.৮৫ | ০.৮৫ | ০.৮৫ | ০.৮৫ | ০.৮৫ | ০.৮৫ | ০.৮৫ | ০.৮৫ | ০.৮৫ |



R

# তফসিল-৮
## [বিধি ২৫(৯)(খ) দ্রষ্টব্য]

বাণিজ্যিক গ্রাহকের চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়ক

| ক্রমিক নং | গ্রাহক উপ-শ্রেণি | উপ-শ্রেণির আওতাভুক্ত গ্রাহকদের নাম | চালনাধাঁচ (ন্যূনতম) | | ডাইভারসিটি ফ্যাক্টর |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ঘণ্টা/দিন | দিন/মাস | |
| | বাণিজ্যিক গ্রাহক (সাংবাৎসরিক): | | | | |
| ১.১ | হোটেল এন্ড রেষ্টুরেন্ট | ক) রেস্টুরেন্ট/টি স্টল/বেসরকারি ক্যান্টিন। | ১২ | ২৬ | ০.৮০ |
| | | খ) চাইনিজ রেস্টুরেন্ট। | ১২ | ৩০ | ০.৮০ |
| | | গ)আবাসিক হোটেল/গেস্ট হাউজ/কাবাব ঘর/স্নাকস ঘর। | ৮ | ৩০ | ০.৮০ |
| | | ঘ) সুইটমিট (মিষ্টির দোকান) ও অন্যান্য। | ১২ | ৩০ | ০.৮০ |
| | | ঙ) কমিউনিটি সেন্টার। | ৮ | ২৬ | ০.৮০ |
| ১.২ | ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প | ক) খাদ্য শিল্পঃ | | | |
| | | ১। বৃহৎ বিস্কুট কারখানা | ১৬ | ২৬ | ০.৮০ |
| | | ২। বিস্কুট কারখানা/বেকারী/সেমাই কারখানা/ কনফেকশনারী/লজেন্স কারখানা। | ১২ | ২৬ | ০.৮০ |
| | | ৩। চিড়া/মুড়ি/চানাচুর কারখানা। | ৮ | ২৬ | ০.৮০ |
| | | ৪। লবণ | ১৬ | ২৬ | ০.৮০ |
| | | ৫। মোরব্বা ও অন্যান্য। | ৮ | ২৬ | ০.৮০ |
| | | খ) রসায়ন শিল্পঃ | | ২৬ | ০.৮০ |
| | | ১। সাবান কারখানা। | ১২ | ২৬ | ০.৮০ |
| | | ২। ঔষধ/রং কারখানা/ট্যানারী। | ১২ | ২৬ | ০.৮০ |
| | | ৩। পটারী/সিরামিক। | ১২ | ২৬ | ০.৮০ |
| | | ৪। আগর-আতর। | ১২ | ২৬ | ০.৮০ |
| | | ৫। রাবার/প্লাস্টিক কারখানা ও অন্যান্য। | ১২ | ২৬ | ০.৮০ |
| | | গ) ধাতব ও প্রকৌশল শিল্পঃ | ১২ | | |
| | | ঘ) বিবিধঃ | | | |
| | | ১। ডিস্টিলড ওয়াটার কারখানা। | ১৬ | ২৬ | ০.৮০ |
| | | ২। ডাইং/প্রিন্টিং/লন্ড্রী। | ১২ | ২৬ | ০.৮০ |
| | | ৩। চুড়ি জোড়া দেওয়া (হস্ত চালিত)। | ৮ | ২৬ | ০.৮০ |
| | | ৪। প্রাইভেট ক্লিনিক/ল্যাবরেটরী/ হাসপাতাল। | ১২ | ৩০ | ০.৮০ |
| | | ৫। আইসক্রীম/ঠান্ডা পানীয়/শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ প্লান্ট। | ৮ | ২৬ | ০.৮০ |
| | | ৬। লাইম ইন্ডাস্ট্রিজ (ব্যাচ পদ্ধতি) | ২৪ | ২৪ | ০.৮৫ |

## তফসিল- ৯
## [বিধি ২৫ (৯)(গ) দ্রষ্টব্য]

| শিল্প, ক্যাপটিভ পাওয়ার, সিএনজি, চা বাগান গ্রাহক | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ক্রমিক নং | গ্রাহক উপ-শ্রেণি | উপ-শ্রেণির আওতাভুক্ত গ্রাহকদের নাম | চালনাধীচ (ন্যূনতম) | | ডাইভারসিটি ফ্যাক্টর |
| | | | ঘণ্টা/ দিন | দিন/মাস | |
| ১.০ | শিল্প গ্রাহক (সাংবাৎসরিক): | | | | |
| ১.১ | কাঁচ, সিলিকেট ও সিরামিক | ক) কাঁচ/চুড়ি/মার্বেল কারখানা। | ১৬ | ২৬ | ০.৯৫ |
| | | খ) সিলিকেট: | | | |
| | | খ-১) বিরতিহীন পদ্ধতি। | ১৬ | ২৬ | ০.৯০ |
| | | খ-২) ব্যাচ পদ্ধতি। | ১৬ | ২৬ | ০.৯০ |
| | | গ) ইট/সিরামিক/টাইলস: | | | |
| | | ১। সাধারণ ও সিরামিক ইট। | ২৪ | ৩০ | ০.৯০ |
| | | ২। রিফ্র্যাক্টরীজ/টাইলস: | | | |
| | | ২-ক) সাটল পদ্ধতি (রেল যুক্ত)। | ২৪ | ২৬ | ০.৭০ |
| | | ২-খ) ব্যাচ পদ্ধতি (রেল বিহীন)। | ১২ | ২১ | ০.৮৫ |
| | | ৩। সিরামিক/ফাইন সিরামিক: | | | |
| | | ৩-ক) ট্যানেল পদ্ধতি। | ১৬ | ২৬ | ০.৯৫ |
| | | ৩-খ) সাটল পদ্ধতি (রেল যুক্ত)। | ১৬ | ২৬ | ০.৭০ |
| | | ৩-গ) ব্যাচ পদ্ধতি (রেল বিহীন)। | ১২ | ২১ | ০.৮৫ |
| ১.২ | কেমিক্যাল | ক) ঔষধ/ম্যাচ/প্রসাধনী। | ১২ | ২৬ | ০.৮০ |
| | | খ) কাগজ ও মন্ড: | ১৬ | ২৬ | ০.৮০ |
| | | গ-১)বিরতিহীন পদ্ধতি। | ১৬ | ২৬ | ০.৮০ |
| | | ঘ-২)রি-সাইকেল/ সিগারেট এর কাগজ (ব্যাচ পদ্ধতি)। | ১২ | ২৬ | ০.৮০ |
| | | ঙ) সাবান/রং কারখানা। | ২৪ | ৩০ | ০.৮০ |
| | | চ) সিমেন্ট। | ১২ | ২৬ | ০.৮০ |
| | | ছ) প্লাস্টিক/রাবার/জুতা কারখানা। | ১২ | ২৬ | ০.৮০ |
| | | জ) এসফল্ট প্লান্ট/আলকাতরা/ন্যাপথলিন/নারিকেল | ১২ | ২৬ | ০.৮০ |
| | | তেল। | ২৪ | ২৬ | ০.৮০ |
| | | ঝ) ট্যানারী ও অন্যান্য। | ১২ | ২৬ | ০.৮০ |
| | | ঞ) অক্সিজেন | ১২ | ২৬ | ০.৮০ |
| | | ট) আগর-আতর | | | |
| | | ঠ) রাসায়নিক উপাদান/পণ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান (হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড, ক্যালসিয়াম কার্বনেট, কষ্টিক সোডা ইত্যাদি) | | | |
| ১.৩ | ধাতব কৌশল | ক) রি-রোলিং: | | | |
| | | ক-১) পুশার ফার্নেস। | ১২ | ২৬ | ০.৯০ |
| | | ক-২) ব্যাচ ফার্নেস। | ১২ | ২৬ | ০.৮০ |
| | | খ) এলুমিনিয়াম/এনামেল/ফাউন্ড্রি। | ১২ | ২৬ | ০.৮৫ |
| | | গ) ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসপ। | ১২ | ২৬ | ০.৮৫ |
| | | ঘ) ব্লেড কারখানা/হিট ট্রিটমেন্ট/ গ্যালভানাইজিং ও অন্যান্য। | ১২ | ২৬ | ০.৮৫ |
| ১.৪ | পাট ও বস্ত্র | ক) টেক্সটাইল ( সূতা প্রস্তুতকারী, স্পিনিং, নীটিং, নীট কম্পোজিট, ডেনিমস, কটন মিলস) | ১২ | ২৬ | ০.৮৫ |
| | | খ) গার্মেন্টস/ গার্মেন্টস আয়রনিং/ গার্মেন্টস ওয়াশিং | ৮ | ২৬ | ০.৮০ |
| | | খ) ডাইং এন্ড প্রিন্টিং। | ১২ | ২৬ | ০.৮০ |
| | | ঘ) জুট মিলস্ ও অন্যান্য। | ১২ | ২৬ | ০.৮০ |

| শিল্প, ক্যাপটিভ পাওয়ার, সিএনজি, চা বাগান গ্রাহক | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ক্রমিক নং | গ্রাহক উপ-শ্রেণি | উপ-শ্রেণির আওতাভুক্ত গ্রাহকদের নাম | চালনাধাঁচ (ন্যূনতম) | | ডাইভারসিটি ফ্যাক্টর |
| | | | ঘণ্টা/দিন | দিন/মাস | |
| ১.৫ | খাদ্য | ক) ভোজ্য তেল:<br>ক-১) বিরতিহীন পদ্ধতি।<br>ক-২) ব্যাচ পদ্ধতি।<br>খ) ব্রেড ও বিস্কুট (যান্ত্রিক কারখানা)।<br>গ) পানীয়/চকলেট/কনফেকশনারী (যান্ত্রিক কারখানা)<br>ঘ) লবণ<br>ঙ) সেমাই কারখানা/নুডলস কারখানা/আইসক্রীম কারখানা<br>চ) হোটেল ও অন্যান্য।<br>ছ) যান্ত্রিক উপায়ে প্রস্তুতকৃত এগ্রো সামগ্রী/কৃষিজাত পন্য | ১৬<br>১২<br>১৬<br>১২<br>১৬<br>১২<br>১২<br>১২ | ২৬<br>২৬<br>২৬<br>২৬<br>২৬<br>২৬<br>২৬<br>২৬ | ০.৮০<br>০.৮০<br>০.৮০<br>০.৮০<br>০.৮০<br>০.৮০<br>০.৮০<br>০.৮০ |
| ১.৬ | ষ্টীম টারবাইন | - | ২৪ | ২৬ | ০.৮০ |
| ১.৭ | অন্যান্য | ক) টোব্যাকো/লন্ড্রী/উডওয়ার্ক/ বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম (যান্ত্রিক পদ্ধতিতে চালিত)।<br>খ) শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ। | ১২<br><br>১২ | ২৬<br><br>২৬ | ০.৮০<br><br>০.৮০ |
| ২.০ | মৌসুমী গ্রাহক | | | | |
| | | ক) ইটখোলা | ২৪ | ৩০ | ০.৯৫ |
| | | খ) চিনি | ১২ | ৩০ | ০.৮০ |
| | | গ) তামাক পাতা প্রক্রিয়াকরণ | ১৬ | ২৬ | ০.৮০ |
| ৩.০ | ক্যাপটিভ পাওয়ার | | | | |
| | | ক) সার্বক্ষণিক | ২৪ | ২৬ | ০.৮০ |
| | | খ) কারখানা চলাকালীন সময়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন। | সংশ্লিষ্ট গ্রাহক শ্রেণির জন্য প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও ডাইভারসিটি ফ্যাক্টর প্রযোজ্য হইবে। | | |
| | | গ) পিডিবি/আরইবি/ডেসার বিদ্যুৎ এর স্ট্যান্ডবাই। | ৮ | ২৬ | ০.৮০ |
| ৪.০ | সিএনজি | | ১২ | ২৬ | ০.৮০ |
| ৫.০ | চা বাগান | | ১৬ | ২৬ | ০.৮০ |

## তফসিল -১০
### [বিধি ৪২ (১) দ্রষ্টব্য]

| সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ব্যয় | | | |
|---|---|---|---|
| গ্রাহক শ্রেণি | বিচ্ছিন্নকরণ ব্যয় (টাকা) | | |
| | গ্রাহকের আবেদনক্রমে অস্থায়ী বিচ্ছিন্ন | অস্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্ন (খেলাপী/অবৈধ কার্যকলাপহেতু) | স্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্ন |
| গৃহস্থালি | ৫০০/- | ১,০০০/- | ২,০০০/- + এ |
| বাণিজ্যিক | ১,০০০/- | ২,০০০/- | ৫,০০০/- + এ |
| শিল্প | ৫,০০০/- | ১০,০০০/- | ২০,০০০/- + এ |
| মৌসুমী | ৫,০০০/- | ১০,০০০/- | ২০,০০০/- + এ |
| চা বাগান | ৫,০০০/ | ১০,০০০/- | ২০,০০০/- + এ |
| ক্যাপটিভ পাওয়ার | ৫,০০০/ | ১০,০০০/- | ২০,০০০/- + এ |
| সিএনজি | ৫,০০০/ | ১০,০০০/- | ২০,০০০/- + এ |

**ব্যাখ্যা।**- উপ-বিধি (১) এর টেবিলের কলাম ৪ এ উল্লিখিত "এ" বলিতে সার্ভিস লাইন, বা ক্ষেত্রমত, আরএমএস অপসারণ বাবদ প্রকৃত খরচ বুঝাইবে। প্রতি বছরের জুলাই মাসে ৫% হারে বৃদ্ধিপূর্বক পুনর্নির্ধারিত ব্যয় আদায়যোগ্য হইবে।

## তফসিল-১১
### [বিধি ৪৩ (১) দ্রষ্টব্য]

| পুন:সংযোগ ব্যয় | | |
|---|---|---|
| গ্রাহক শ্রেণি | গ্রাহকের আবেদনক্রমে বিচ্ছিন্নকৃত সংযোগের পুন:সংযোগ ব্যয় (টাকা) | খেলাপী ও অবৈধ কার্যকলাপের জন্য বিচ্ছিন্নকৃত সংযোগের পুন:সংযোগ ব্যয় (টাকা) |
| গৃহস্থালি | ৫০০/- | ১,০০০/- |
| বাণিজ্যিক | ১,৫০০/- | ৫,০০০/- |
| শিল্প | ৫,০০০/- | ১৫,০০০/- |
| মৌসুমী | ৫,০০০/- | ১৫,০০০/- |
| চা বাগান | ৫,০০০/- | ১৫,০০০/- |
| ক্যাপটিভ পাওয়ার | ৫,০০০/- | ১৫,০০০/- |
| সিএনজি | ৫,০০০/- | ১৫,০০০/- |

বি:দ্র: প্রতি বছরের জুলাই মাসে ৫% হারে বৃদ্ধিপূর্বক পুনর্নির্ধারিত ব্যয় আদায়যোগ্য হইবে।



R

## তফসিল-১২
## [বিধি ৪৫ (৩) দ্রষ্টব্য]

| গ্যাস লোড হ্রাস-বৃদ্ধি ও পুনর্বিন্যাস চার্জ | |
|---|---|
| গ্রাহক শ্রেণি | চার্জের পরিমাণ |
| বাণিজ্যিক গ্রাহক | ৪,০০০/- টাকা। |
| শিল্প গ্রাহক | ৭,০০০/- টাকা। |
| মৌসুমী গ্রাহক | ৭,০০০/- টাকা। |
| ক্যাপটিভ পাওয়ার গ্রাহক | ৭,০০০/- টাকা। |
| চা বাগান গ্রাহক | ৭,০০০/- টাকা। |
| সিএনজি গ্রাহক | ৭,০০০/- টাকা। |

## তফসিল-১৩
## [বিধি ৪৮ (২) দ্রষ্টব্য]

| সার্ভিস লাইন , রাইজার, আরএমএস বা সিএমএস স্থানান্তর চার্জ | | |
|---|---|---|
| গ্রাহকের শ্রেণি | চার্জের পরিমাণ | |
| | একই প্রাঙ্গনে | ভিন্ন প্রাঙ্গনে |
| গৃহস্থালি গ্রাহক | ১,০০০/-টাকা। | ২,০০০/- |
| বাণিজ্যিক গ্রাহক | ১,৫০০/- টাকা। | ৩,০০০/- |
| শিল্প গ্রাহক | ৫,০০০/- টাকা। | ১০,০০০/- |
| মৌসুমী গ্রাহক | ৫,০০০/- টাকা। | ১০,০০০/- |
| ক্যাপটিভ পাওয়ার গ্রাহক | ৫,০০০/- টাকা। | ১০,০০০/- |
| চা বাগান গ্রাহক | ৫,০০০/- টাকা। | ১০,০০০/- |
| সিএনজি গ্রাহক | ৫,০০০/- টাকা। | ১০,০০০/- |
| বি: দ্র: প্রতি বছরের জুলাই মাসে ৫% হারে বৃদ্ধিপূর্বক পুনর্নির্ধারিত চার্জ আদায়যোগ্য হইবে। | | |

## তফসিল-১৪
## [বিধি ৪৯ (৪) দ্রষ্টব্য]

| মালিকানা বা নাম পরিবর্তনের চার্জ | |
|---|---|
| গ্রাহকের শ্রেণি | চার্জের পরিমাণ |
| বাণিজ্যিক গ্রাহক | ৪,০০০/- টাকা। |
| শিল্প গ্রাহক | ১০,০০০/- টাকা। |
| মৌসুমী গ্রাহক | ১০,০০০/- টাকা। |
| ক্যাপটিভ পাওয়ার গ্রাহক | ১০,০০০/- টাকা। |
| চা বাগান গ্রাহক | ১০,০০০/- টাকা। |
| সিএনজি গ্রাহক | ১০,০০০/- টাকা। |
| বি: দ্র: প্রতি বছরের জুলাই মাসে ৫% হারে বৃদ্ধিপূর্বক পুনর্নির্ধারিত চার্জ আদায়যোগ্য হইবে। | |

-সমাপ্ত-